[illegible]গাত্রির বারতা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

স্নেহময় ব্রহ্মচারী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

অভিক্ষা

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

[মূল্য দেড় টাকা]
[মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রকাশক ও মুদ্রক :—
শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
ডি ৪৬/১৯-এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী—১।
Telegraphic Address :—AYACHAK, BANARAS—1.

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকব্যয় ও প্যাকিং-খরচা বাবদ **অতিরিক্ত চৌদ্দ আনা সহ সম্পূর্ণ মূল্য** অগ্রিম না পাঠাইলে **পাকিস্থানের পার্শ্বেল** পাঠান সম্ভব হয় না। অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে ভারত রাষ্ট্রেও ভিঃ পিঃতে পাঠান সম্ভব হয় না। সর্ব্বদা এত ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়া থাকে যে, আমরা **ইচ্ছার বিরুদ্ধেও** এই নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা পুস্তকাদি ডাকে নিবেন, তাঁহারা অযাচক আশ্রমের অন্যান্য শাখায় বা অন্যান্য বিক্রয়-কেন্দ্রে অর্ডার না দিয়া সর্ব্বদা বারাণসীর মূল কেন্দ্রেই অর্ডার দিবেন। নিকটে কোথাও "অখণ্ড-মণ্ডলী" থাকিলে আগে খোঁজ করিবেন, সেখানে পুস্তক পান কি না। কেন না, তাহাতে ডাকব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

বাংলা ১৩৪৮ এর ২৮শে অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সাত দিন কম তিন মাস কাল পূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে বিশ্রামহীন ভ্রমণ ও ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, আচার্য্যপাদের চরণ-সেবা-প্রসঙ্গে সেই সময়ে তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্কলন রাখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার সযত্ন-গঠিতা মানস-কন্যা, রমণীকুলের শিরোমণি, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারিকা ও শক্তিশালিনী বাগ্মিনী পরমপূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবীও এই ভ্রমণে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার বিপুল শ্রমের অনুপূরণ করেন। কোথাও পরমপূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী শ্রীশ্রীবাবার সহিত একই বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিয়াছেন, কখনও কখনও শ্রীশ্রীবাবা যে সময়ে এক গ্রামে বক্তৃতা দিতেছেন, ঠিক্ সেই সময়ে তিনি এমন এক গ্রামান্তরে গিয়া বক্তৃতা দিতেছেন, যেখানে ঠিক্ একটা দিন পরে শ্রীশ্রীবাবা গিয়া উপস্থিত হইবেন। অল্প-সময়-মধ্যে অধিক কাজ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীবাবা যে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীকে সেই গ্রামেও বক্তৃতা দিতে হইয়াছে এবং তিনি শ্রীশ্রীবাবার সহিত পরবর্ত্তী আর এক গ্রামে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা সমূহেরও কিছু কিছু সঙ্কলন আমি রাখিয়াছিলাম কিম্বা আমার অপর সতীর্থগণ রাখিয়াছিলেন। তাহাই একত্র করিয়া এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। এ উপদেশ সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং এ

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

উপদেশ পালন করিলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্য গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি "শান্তির বারতা"। প্রথম খণ্ডে দেবীদ্বার গ্রাম হইতে সুরু করিয়া কাশীপুর গ্রাম পর্য্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মোচাগড়া গ্রাম হইতে আরম্ভ হইল।

এই গ্রন্থে যাঁহাদের শান্তিময়ী বাণী সঙ্কলিত হইল, তাঁহাদের প্রীত্যর্থে ইহার স্বত্ব, স্বামিত্ব ও সর্ব্বাধিকার উভয়ের প্রতি অকপট-ভক্তি সহ অযাচক আশ্রম অ্যাণ্ড স্বরূপানন্দ ফিলানথ্রপিক ট্রাষ্টকে অর্পণ করিলাম। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও অধিকার বা দাবী রহিল না। আমার পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কিত কোনও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরও না। ইতি

বিনীত

বারাণসী,

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬১

শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

"যেই দিকে দিবে দৃষ্টি,
সান্ত্বনা কর সৃষ্টি।"
—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ
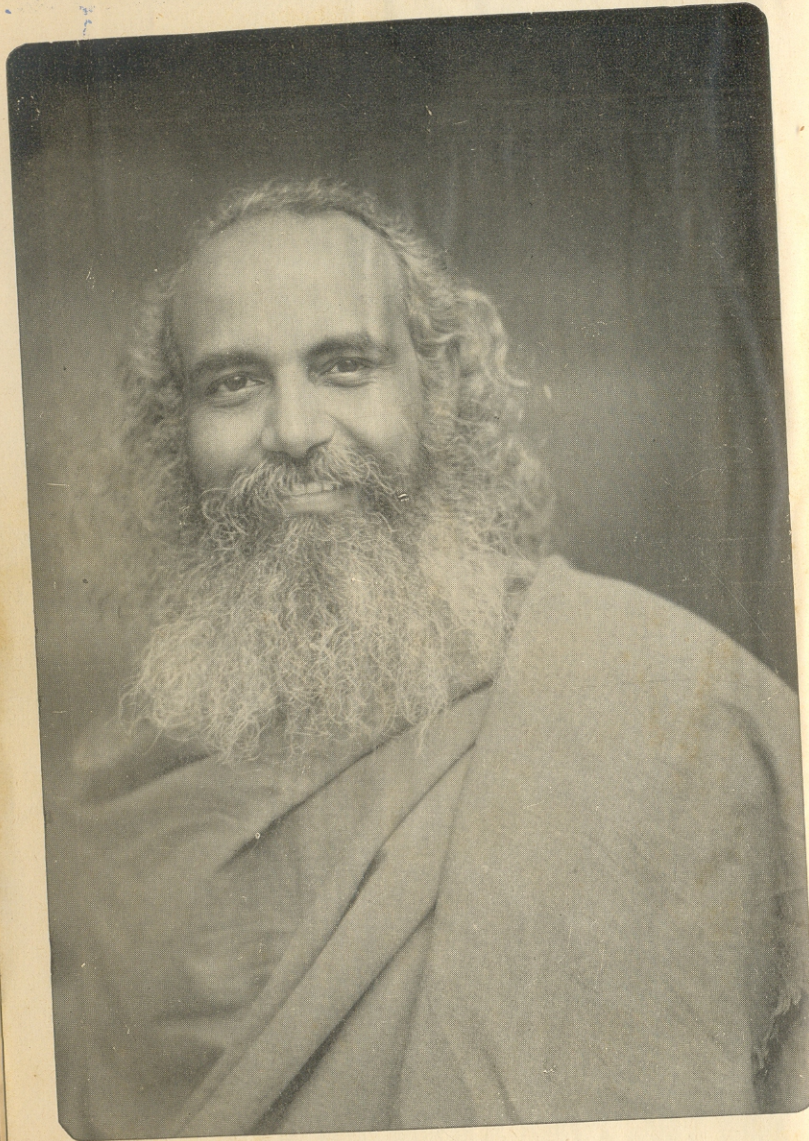
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

শান্তির বারতা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মোচাগড়া আশ্রম

১৩৪৮ বাং সনের ১৩ই পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার প্রাতে সাতটায় পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী এবং বেলা সাড়ে আটটায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবা (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব) মোচাগড়া আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। ভালমন্দ সবই সদ্গুরুচরণে সমর্পণ করিয়া মোচাগড়া ও ভবানীপুরের বালক, যুবক এবং বৃদ্ধগণ "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের আনন্দে নিমজ্জমান হইলেন। আগামী কল্য মোচাগড়া আশ্রমের একাদশ-বার্ষিক উৎসব। কিন্তু অদ্যই মোচাগড়া গ্রাম চতুর্দ্দিকের ত্রিশ চল্লিশ খানা গ্রামের নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছে।

নারীর সতীত্ব ও ভারতবর্ষ

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় আশ্রমের চন্দ্রাতপ-তলে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী সমাগতা প্রায় এক সহস্র জননী এবং ভগিনীর নিকটে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ ভাষায় "নারী-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা দিলেন। সকলেরই আরও শুনিবার খুব প্রবল আগ্রহ ছিল কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলের ইচ্ছার অনভিমতে বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে হইল।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—পবিত্র-চরিতা সতী রমণী জগতের অলঙ্কার-স্বরূপিনী। শ্রীশ্রীবাবা বলেছেন,—"নারীর-সতীত্ব

জাতির অমূল্য সম্পদ।" একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সতীত্ব-মর্য্যাদা-শালিনী রমণীর চেয়ে সুন্দরতর সৃষ্টি বিধাতার রাজ্যে আর কিছু নেই। নিখিল জনগণের সে পূজার পাত্র, দেবতাগণের সে পরমদর্শনীয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সে মহাগৌরবের বস্তু। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এই হউক, যেন, সহস্র সহস্র সতীত্ব-সম্পদ-ভূষিতা আদর্শ রমণীতে জগৎ পবিত্র হ'তে পারে। ভারতবর্ষ সতী-সাবিত্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমার বিদ্যুদুজ্জ্বল বিকাশের দেশ। এই দেশে জন্ম লাভ ক'রে, জননী এবং ভগিনীগণ, আমরা যেন জীবনের সকল কার্য্যের আগে সতীত্বের মহনীয় মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্যই অগ্রসর হই। সতীত্বহীনা লাবণ্যবতী নারী প্রকৃত প্রস্তাবে নিরতিশয় কুরূপা, ভারতবর্ষ সেই রমণীর রূপকে কখনো ভ্রমেও পূজা করে না। সতীত্ব-মর্য্যাদা-শালিনী কুরূপা নারীও সাক্ষাৎ ভগবতী-স্বরূপা, ভারতবর্ষ সেই নারীর প্রতি রোমকূপে একটী ক'রে মহাতীর্থের অধিষ্ঠান কল্পনা করে। এটাই এদেশের বিশেষত্ব। এই কথাটী প্রত্যেকে তোমরা স্মরণে রেখো ভগিনীগণ, এই কথাটী তোমরা নিজ নিজ কন্যাদের প্রতিদিনকার প্রতি কর্ম্মে স্মরণ করিয়ে দিও জননীগণ। তাহ'লেই ভারত আবার সোণার ভারতে পরিণত হবে।

বক্তৃতার কি যে এক আশ্চর্য্য প্রভাব শ্রোত্রীমণ্ডলীর উপরে পড়িল, বলিবার নহে। মাতার বয়সী, মাতামহীর বয়সী বর্ষিয়সী মহিলারাও সভাভঙ্গের পরে ব্রহ্মচারিণীজীর চরণতলে প্রণতা হইয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—যে অমৃতবাণী শুনাইলেন, এমন বাণী একটী রমণীর কণ্ঠে যে আমরা কখনো শুনিতে পাইব, তাহা কল্পনাও করি নাই; আমরা ধারণা করিতাম, মেয়েরা আবার কি বলিবে, মেয়েরা আবার কি শুনাইবে?

চৌদ্দই পৌষ

বাংলা ১৩৩৮ এর ১৪ই পৌষ এই আশ্রমের উদ্বোধন হয়। এই জন্য প্রতি বৎসরই ১৪ই পৌষ তারিখে এই আশ্রমে একটী উৎসব হয়। আজ স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরের শুভাগমনে যজ্ঞস্থলী যেন আনন্দের জ্যোতিতে ঝলমল করিতেছে।

সূর্য্যোদয় অবধি বেলা আট ঘটিকা পর্য্যন্ত জনৈক গুরুভ্রাতার নেতৃত্বে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন চলিল। ৭ টা ৩৫ মিনিটে শ্রীশ্রীবাবা স্নানে রত হইলেন। স্নান-কালে যিনি প্রত্যহ নিকটে থাকেন, অদ্য তিনি কার্য্যান্তরে যাওয়াতে নূতন একটী ভ্রাতা স্নানের কাছে আছেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"যার উপরে যে কাজের ভার, তাকেই সে কাজ কত্তে হবে।" ভ্রাতা প্রাত্যহিক-সেবককে ডাকিতে ছুটিলেন।

ঠিক্ আটটা বাজিবার বিশ সেকেণ্ড পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবার স্নান শেষ হইল। ধীর পদক্ষেপে তিনি আসিয়া উপাসনার আসনে বসিলেন। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক্ আটটায় আচার্য্যের আসন হইতে মধুকণ্ঠে উদ্‌গীরিত হইতে লাগিল,—"জয় জয় ব্রহ্ম, পরাৎপর, ঈশ্বর।"

আজও একটী সর্ব্বজনীন উপাসনার দিন। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের যেখানে যিনি আছেন শ্রীশ্রীবাবার চরণাশ্রিত অখণ্ড-সন্তান, প্রত্যেকের উপরে নির্দ্দেশ আছে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া ঠিক্ ষ্টাণ্ডার্ড আট ঘটিকায় উপাসনা সুরু করিতে হইবে।

উপাসনা যাহা জমিল, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছি যে, সর্ব্বজনীন উপাসনাগুলি কখনই কোনও স্থানেই অ-জমাট থাকে না। দেশে দেশে প্রাণের যোগ স্থাপনের এই অপূর্ব্ব কৌশলের শিক্ষাদাতা যুগাচার্য্যের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করি।

জগন্নাথ-ক্ষেত্রের দৃশ্য

বেলা দশ ঘটিকায় প্রসাদ বিতরণ সুরু হইল। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে কাতারে কাতারে লোক মধুর হরি-ওঁ ধ্বনি করিতে করিতে প্রসাদ পাইতে বসিতেছেন এবং এক দল লোক উঠিতে না উঠিতে সেই স্থান পরিষ্কৃত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক দল বসিতেছেন। দ্বিজ-চণ্ডাল, উচ্চ-নীচ, ধনি-নির্ধন, বিদ্বান্-মূর্খ প্রভৃতি কিছুরই বিচার নাই। সেই অপূর্ব্ব জগন্নাথ-ক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিলে নয়ন পবিত্র হয়। গ্রামের প্রত্যেকটী নরনারী নিজ নিজ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামর্থ্যানুযায়ী চাউল-ডাইল দিয়াছেন এবং প্রত্যেকটী যুবক আপ্রাণ খাটিতেছেন।

অখণ্ডদের মধ্যে ভেদাভেদবুদ্ধি

তৎপরে দীক্ষার্থিগণ দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তেতাল্লিশ জন মহিলা এবং একাশী জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। তন্মধ্যে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে প্রায় পঞ্চাশাধিক মাইল পথ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন একজন পার্ব্বত্য পুরুষ এবং চারিটী পার্ব্বত্য রমণী।

দীক্ষান্তিক উপদেশে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা অখণ্ড, অর্থাৎ তোমরা নিখিল ভুবনের প্রত্যেকটী ছোটবড় নরনারীর সঙ্গে প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। জগতের একটী প্রাণীও তোমাদের পর নয়। এইটীই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য। কিন্তু নিখিল-ভুবন-ব্যাপী এই প্রেমকে সত্যরূপে স্বীকার করার জন্য সর্ব্বাগ্রে তোমাদের ভিতরে চাই পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এক অখণ্ড অপর অখণ্ডকে কোনও দিক্ দিয়েই নিজের চাইতে নিকৃষ্ট জ্ঞান করবে না। চামারের

ছেলে যদি অখণ্ড হয়, তবে সে ব্রাহ্মণের ছেলে অখণ্ডের নিকট সমান সম্মান, সমান মর্য্যাদা ও সমব্যবহারের অধিকারী হবে। এ অধিকার তার মুখে মুখেই স্বীকার কর্লে চল্‌বে না। কার্য্যতঃ তার প্রমাণ দিতে হবে। এই কথাটী তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে। অখণ্ডদের মধ্যে ভেদাভেদবুদ্ধি নেই, ভেদবুদ্ধির বিমর্দ্দক অখণ্ডনাম তাদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও যথাকালে সভারম্ভ সম্ভব হইল না। প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী করিয়া সভারম্ভ হইল। প্রস্তাবিত কার্য্যক্রমের এইরূপ পরিবর্ত্তন শ্রীশ্রীবাবার কর্ম্মজীবনে অতি অল্পই হইতে দেখা গিয়াছে। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার আগ্রহাকুল জনগণের সমাবেশ হইয়াছে। তাই সভার কার্য্যের দিকে তাকাইয়া প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন দীক্ষাপ্রার্থীকে বিমুখ করিতে হইল।

দীক্ষাপ্রার্থীদের ভিড় ঠেকাইবার জন্য ভাণী-সেবাশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এক নিদারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে যে, অত্যধিক সংখ্যায় লোককে দীক্ষা দিতে দিতে শেষে শ্রীশ্রীবাবা না একদিন দেহ-রক্ষা করিয়া বসেন! কিন্তু দীক্ষার্থীরা সব উপবাস করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ কাহার রোখ্‌ মানে?

অভ্যর্থনা-ভাষণ

যাহা হউক তিনটার স্থানে সাড়ে চারিটায় সভারম্ভ হইল। প্রথমতঃ পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী মুদ্রিত বক্তৃতায় আশ্রমের পক্ষ হইতে সকলকে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। বক্তৃতাটী নিম্নে মুদ্রিত হইল।

সমবেত ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ,

আজকের এই মহতী সভাস্থলে আমার দাঁড়াবার দাবী মাত্র এইটুকু যে, যাঁর পবিত্র প্রেমের আকর্ষণে আজ আপনারা দলে দলে এই পুণ্য-ভূমিতে সম্মিলিত হয়েছেন, আপনাদের সকলের ন্যায় আমারও উপরে তাঁর শ্রীচরণের স্নেহ-কণা আছে। তাই আমি মনে কোনও কুণ্ঠা বা দ্বিধা না রেখে দাঁড়িয়েছি। আমার কথায় বা ব্যবহারে যদি কোনও ত্রুটী থাকে, প্রার্থনা করি, আপনারা নিজগুণে তা মার্জ্জনা ক'রে নেবেন। আমার অধিকার, ভগিনীর অধিকার মাত্র !

রহিমপুরের স্মৃতি

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে রহিমপুর আশ্রম তার একাদশ বর্ষে প্রবেশ করেছিল। সেই দিন রহিমপুরের পবিত্র ধূলি শিরে ধারণ ক'রে আমরা কৃতার্থ হ'য়েছিলাম। সেই দিন আপনাদের যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, উন্মাদনা ও আনন্দময় বিহ্বলতা দেখেছিলাম, আজ মোচাগড়া আশ্রমের একাদশ বর্ষ-প্রবেশের দিনেও তাই প্রত্যক্ষ কচ্ছি। সে দিন আপনারা আপনাদের এই দীনা ভগিনীর শত ত্রুটী উপেক্ষা করেছিলেন। তারই জন্য আজ মনে সাহস সঞ্চয় কর্ত্তে পেরেছি।

মোচাগড়া আশ্রম জগতের এক তীর্থ-ভূমি

ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, আমি মোচাগড়া আর কখনও আসি নাই। যেইখানে দাঁড়িয়ে একদা এক ১৪ই পৌষ তারিখে আমাদের সকলের প্রাণের আরাধ্য দেবতা মহাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন,—"হে জগতের মানব, তোমার সেবাই আমার জীবনের ব্রত,"—সেই পবিত্র ভূমি দর্শন ক'রে নয়ন সার্থক করার সুযোগ এর আগে আর কখনো পাই নাই।

আজ এ ভূমিতে শিরোলুণ্ঠন কর্ব্বার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ। আজ আমার চিত্ত আত্ম-প্রসাদে ভরপুর। সেই আত্ম-প্রসাদের আনন্দে আমি আজ আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কচ্ছি। আমার দৃষ্টিতে মোচাগড়া আশ্রম জগতের এক পবিত্র তীর্থভূমি। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মদাতা, ব্রহ্ম-দাতা, নিরয়-ভয়ে অভয়দাতা, পূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বরের পবিত্র দেহের শ্রমজ স্বেদ-বিন্দু এই ভূমিতে পতিত হয়েছে। আসুন ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, সর্ব্বাগ্রে আমরা এই ভূমিতে ভক্তিনত-কন্ধরে প্রণত হই।

হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ নিরর্থক

আজ দেশের প্রান্তে প্রান্তে হিন্দু এবং মুসলমানে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে,—এই আশ্রমের পূজ্যপাদ প্রতিষ্ঠাতা এই আশ্রমের মৃত্তিকায় দাঁড়িয়েই একদিন বলেছিলেন,—তাহা নিরর্থক। এই আশ্রমের বক্তৃতা-মঞ্চ হ'তেই দশ বর্ষ পূর্ব্বে পূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর বলেছিলেন,—"হিন্দুও আমার পর নয়, মুসলমানও আমার পর নয়, সবাই আমার সমান আপন, সবাই আমার প্রাণের জন।" তিনি বলেছিলেন,—"জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিশাল মানব-জাতির সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য, এবং হে আমার প্রিয়পাত্রগণ, কোনও প্রকারের উত্তেজনাপ্রদ অবস্থাতেই বিচলিত না হ'য়ে তোমরা সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুভাব নিয়ে সেবা-হস্ত প্রসারিত কর।" সর্ব্বজাতির প্রতি যাঁর সমান প্রসন্ন দৃষ্টি, সর্ব্ববর্ণের প্রতি যাঁর সমান স্নেহের টান, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি যাঁর সমান গভীর শ্রদ্ধা, সেই পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণের পূজারী হ'য়ে আমরাও যেন প্রত্যেকে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি কর্ত্তে পারি,—আসুন আমরা সেই বিষয়ে আজ

কৃতসঙ্কল্প হই। পল্লীতে পল্লীতে আশ্রম-স্থাপনের উদ্দেশ্য মানবে মানবে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রেম-বন্ধনের সৃষ্টি করা,—আসুন আমরা নিজেরা প্রত্যেকে এই কথা পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরতর ভাবে উপলব্ধি কত্তে চেষ্টা করি এবং অপরের মনেও এই উপলব্ধিকে সঞ্চারিত কত্তে যত্নশীল হই। আপনাদিগকে অভ্যর্থনা কত্তে এসে, ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, এইটাই আমার সর্ব্বপ্রথম কথা।

পুণ্যধামে গত মানবাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কিন্তু বন্ধুগণ, সর্ব্বপ্রকারে জাতি-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে যে সকল স্মরণীয় গ্রামবাসী এই আশ্রমের সেবা ক'রে এই আশ্রমের ভূমিতেই চিতাশয্যা গ্রহণ করেছেন, সেই সকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের কথা আজ কৃতজ্ঞতা এবং কোমলতার সহিত স্মরণ না ক'রে পাচ্ছি না। ভবানীপুর গ্রামের স্বর্গীয় ভগবান্ চন্দ্র দে, স্বর্গীয় হরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, মোচাগড়ার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র কুমার দাস, স্বর্গীয় বরদা কান্ত দাস ও স্বর্গীয় বিহারী লাল দে প্রমুখ পুণ্যাত্মাগণ তনু-মন-ধন দিয়ে এই আশ্রমের উন্নতির জন্য প্রয়াস পেয়ে গেছেন। এই দুই গ্রামে বহু মহিলাও ছিলেন, যাঁরা নানা প্রকারে এই আশ্রমের হিতসাধন ক'রেছেন এবং অন্তিমে এই আশ্রমেরই জলাশয়-তীরে শেষ-শয়নের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমি আজ আশ্রমের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে সেই সকল পুণ্যবান্ নরনারীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কত্তে চাই।

মোচাগড়া আশ্রম শ্মশানাশ্রম

বস্তুতঃ মোচাগড়া-আশ্রম শ্মশানেশ্বরেরই আশ্রম। জীবন্তে যাঁরা ভগবানকে গার্হস্থ্যাশ্রমে বসে অর্চ্চনা করেছেন, মৃত্যুতে তাঁরা এই শান্তিময়

আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়ে অমৃতময় পরমধামে প্রবেশ কচ্ছেন। যে-কোনও শ্মশানে যান, ভীতি ও আতঙ্ক আপনার চিত্তকে অধিকার কর্ব্বে। কিন্তু এই মহাশ্মশানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে এলেই মানবের চিত্ত প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে যায়, এখানে এলেই সকল ভীতি, সকল ভাবনা দূর হয়ে যায়, এখানকার বায়ু-মণ্ডল কাণে কাণে বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা বয়ে আনে। তাই না আজ মোচাগড়া এক মহাতীর্থভূমি! তাই না আজ মোচাগড়া এক পরম পুণ্যধাম!

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে হিন্দু-সাধারণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করে এসেছেন। রহিমপুর, নবীপুর, ছিলিমপুর, মুরাদনগর, মধ্যনগর, কাশীপুর, করিমপুর, যাত্রাপুর, চৈনপুর, টন্‌কি, থোল্লা, দুইরা, বাঙ্গরা, গুঞ্জর, ত্রিশ, মালিসাইর, ধামঘর প্রভৃতি বহু গ্রামের হিন্দুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা এই আশ্রমের সম্পর্কে ধন্যবাদের সহিত স্বীকার্য্য। মোচাগড়ার শ্রীযুক্ত হরমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গদাধর দেব, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ ১নং এবং মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ দাস ও ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ধর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার ভৌমিক, শ্রীযুক্ত নগেশ চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হরিমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ধর, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দত্ত প্রমুখ মহোদয়গণ আশ্রমের প্রত্যেকটী প্রয়োজনের সময়ে যেরূপ ত্যাগশীলতা ও প্রাণবত্তা প্রদর্শন করেছেন, তার কথাও কখনো বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। এই সকল বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিদের কথা ছেড়ে দিলেও, মোচাগড়া আর ভবানীপুরের বালক ও যুবক সম্প্রদায় যে ভাবে আপ্রাণ শারীরিক পরিশ্রম

এই আশ্রমটীর জন্য বিগত দশটী বৎসর ধ'রে করে এসেছেন, তারও তুলনা দেওয়া সম্ভব নয়। এই উভয় গ্রামের কুল-মহিলারাও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এই আশ্রমের যথেষ্ট সহায়তা সর্ব্বদা করে আস্‌ছেন। আমি প্রার্থনা করি, ইঁহাদের সকলের মস্তকে শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র আশিস নিত্যকাল বর্ষিত হোক্।

উপসংহার

ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, আজ এই বিশাল উৎসবে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। আমি বহুক্ষণ বাগ্-বিস্তার ক'রে আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট কত্তে চাই না। কিন্তু উপসংহারে আপনাদের নিকটে এই আবেদন ক'রে যেতে চাই যে, আপনাদের এই বিরাট সম্মেলন যেন জগতের সেবার জন্য আপনাদের আগ্রহকে পরিবর্দ্ধিত করে। জগতে আজ সর্ব্বত্র মানুষে মানুষে রক্তারক্তির বিভীষিকা চলেছে, কাটাকাটি ও মারামারির ভিতর দিয়ে স্বার্থ-পুষ্টির দ্বন্দ্ব চলেছে। কিন্তু ভারতের অন্তর-পুরুষের বাণী রক্তারক্তির বাণী নয়। ভারতের অন্তর-পুরুষের বাণী হচ্ছে,

"খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড, *
অণু-পরমাণু মিলিত হোক ;
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।

* অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের বিরচিত এই গানটী "অখণ্ড-সঙ্গীত" নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব-অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥
দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥
অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ,
শরণা হোক্ ত্যাগের মন্ত্র ;
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥"

(শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ)

আসুন, আজ আমরা এই বাণীকে নিজেদের জীবনে মূর্ত্তিমতী করে তোলবার জন্য বদ্ধপরিকর হই। আসুন, আমরা জগতের সকলকে পর থেকে আপন করি, দূর থেকে নিকট করি, শত্রু থেকে মিত্র করি। সমগ্র জগতে মৈত্রী সৃষ্টির চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের যেন জীবন-সাধনার সিদ্ধি হয়।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

কেহই আমার শত্রু নয়

জনসাধারণ অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন দেখিয়া অন্যান্য বক্তা-দিগকে আর বক্তৃতা দিতে না দিয়া শ্রীশ্রীবাবা নিজেই তাঁহার অভিভাষণ

সুরু করিলেন। এই বক্তৃতার প্রত্যেকটী অক্ষর লিখিয়া রাখা আমাদের উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্ভব হয় নাই। মাত্র ভাবার্থটুকু নিম্নে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা মনের খেদ মিটাইব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—এজগতে একজনকেও আমি শত্রু মনে করি না। যে যে-সম্প্রদায়ের হও, যে-জাতির হও, যে-মতের হও, যে-পথের হও, যে যে-দেশের হও, যে যে-সমাজের হও, একজনও আমার পর নও, একজনও আমার দূর নও। কেউ যদি আজ আমার আশ্রম-কুটীর অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে দাও, আমি বল্‌ব না যে, তুমি আমার শত্রু। কেউ যদি আমার হৃৎ-পিণ্ডে ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে দাও, আমি বল্‌ব না যে তুমি আমার দুষমন্। যত অনিষ্টই আমার কর, যত অত্যাচারই আমাকে কত্তে চাও, একবারের জন্যও আমি ভাব্‌তে পারব না যে, তুমি আমার পর। আজ ঈদের দিন, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে কোলাকোলি কচ্ছ। আজ আমারও উৎসবের দিন, আমি হিন্দু হোক্, মুস্লিম হোক, খৃষ্টান হোক্, বৌদ্ধ হোক্, জৈন হোক্, ব্রাহ্ম হোক্, বৈষ্ণব হোক্, তান্ত্রিক হোক্, ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল গণ্ডীর সকল মানবের সাথে প্রেমের কোলাকুলি, প্রেমের কোলাকুলি আজ দিতে চাই।

শ্রোতৃমণ্ডলীর উপরে এই অপূর্ব্ব ভাষণের যে কি অপরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল, তাহা বলিবার আমাদের ভাষা নাই। সেই দিন যিনি ঐ সভাস্থলে ছিলেন না, তাঁহাকে বুঝাইবার উপায় নাই যে, কথার মত কথা কহিতে জানিলে কঠিন পাষাণও বিগলিত হয়। এই আশ্রমের উপর দিয়া দুর্বৃত্তের কত উৎপীড়ন গিয়াছে, কতবার শ্রীবাবার জীবনের উপরে আশঙ্কা ঘটিয়াছে, কিন্তু তিনি বলিতেছেন,—“হে উৎপীড়নকারী দস্যু, তুমিও আমার শত্রু নও কিম্বা পর নও।”

অখণ্ড-মহা-সম্মেলন

সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে মোচাগড়া-নিবাসী প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত গদাধর দেবের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হইল এবং তৎপরে অখণ্ড-সম্মেলনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

সম্মেলনের সুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা মাঝে মাঝে নিজেদের ভাবী কর্ম্ম-পন্থা, শুভাশুভ এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উপায় ও অবনতি নিবারণের পন্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিলিত হবে। পরস্পরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা তোমাদের অন্তরের অনেক মালিন্য দূর হ'য়ে যাবে। দূরবর্ত্তী ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর এর ফলে বিনষ্ট হবে এবং সকলের মধ্যে অনাবিল আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ও গুরুদ্রোহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সব সময়ে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে, তোমাদের কোনও সম্মেলন যেন কখনো গুরুদ্রোহের সমর্থন না করে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার শিষ্যদের এত অধিক নিরঙ্কুশতা দিয়েছি যে, পৃথিবীর গুরুমাত্রেই তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কিন্তু যেখানে সঙ্ঘ নিয়ে কথা, সেখানে গুরুনিষ্ঠাই হবে সঙ্ঘের প্রাণ, ব্যক্তিগত মতামতের প্রাধান্য সঙ্ঘের প্রাণ হবে না। গুরুতে ঐকান্তিক আনুগত্য ব্যতীত কখনো সঙ্ঘ গ'ড়ে ওঠে না, গ'ড়ে ওঠে বিতর্ক-সভা, গ'ড়ে ওঠে ধ্বংস-বাদীর আড্ডা, গ'ড়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খলতার কোলাহল। সঙ্ঘের প্রাণ অনুবর্ত্তিতা! আমার সন্তানেরা যখন আমারই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে মিলিত

হবে, তখন তারা প্রাণান্তেও আমার প্রতি দ্রোহ কত্তে অধিকারী নয়, যদি সত্যই তারা সঙ্ঘ গড়্‌তে চায়।

ধর্ম্মসম্মেলনে নেতৃত্বের কাহারা অযোগ্য ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর একটী বিষয়ে তোমাদের সব সময়ে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে, যাদের চরিত্রে অত্যধিক কুটিলতা, যাদের আচরণে অত্যধিক উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা, যাদের জীবিকার্জ্জনের সততা নেই কিন্তু কথার দৌড় খুব লম্বা, যারা যে-কোনও একটা কথা নিয়ে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কেবল দল পাকায়, যাদের ভিতরে কাণাকানি করার প্রবৃত্তি প্রবল, যারা পরনিন্দায় রুচি-সম্পন্ন এবং নিজেরা অতি সামান্য কিছু প্রশংসনীয় কাজ কখনো ক'রে থাক্‌লে তারই জন্য অত্যধিক মূল্য আদায় কত্তে একান্ত চেষ্টিত, তাদের তোমরা এসব সম্মেলনে নেতৃত্ব কত্তে দেবে না। কাণ্ডারী যদি হয় গোঁয়াড়, তাহ'লে নৌকার অগতি সুনিশ্চিত।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের প্রত্যেকটী সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে, তোমাদের প্রত্যেকের ত্যাগশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করা, নেতৃত্বপদাভিলাষকে পরিতৃপ্ত করা নয়। তোমাদের প্রত্যেকটী সম্মেলনের প্রত্যক্ষ সুফল এই ফলা চাই যে, সত্যি সত্যি তোমরা মানব-সমাজের সেবার জন্য প্রকৃত কোনও স্বার্থত্যাগের বাস্তবিক আয়োজন করেছ, কত্তে পেরেছ, শুধু কতকগুলি অমৃতভাষণ বর্ষণ ক'রে করতালির অভিনন্দন পেয়ে গেলেই হ'ল না। কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করা, কতকগুলি স্মারকলিপি তৈরী করা, পত্রিকায় পত্রিকায় কার্য্যবিবরণী প্রচার করা কিম্বা নিজেরা কে যে কত মহৎ ও শক্তিশালী, লোকের চখে তারই চমক্ জমান তোমাদের সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে না।

অথগুদিগকে সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জন-সমাজের মঙ্গলের ভিতর দিয়া আত্ম-কল্যাণলাভে আর্থিক ও পারমার্থিক ভাবে কি প্রকারে সাহায্য করা যায়, রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা তদ্বিষয়ে আরও বহু উপদেশ প্রদান করিলেন।

নবদ্বীপ চন্দ্র দেব

নিদ্রায় শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ-প্রদানে উপসংহার করিলেন। গদাধর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দেব বলিলেন,—আপনার একটা কথা যদি এঁরা পালন করেন, তাহ'লে সমগ্র পৃথিবীর শ্রী ফিরে যায়। কিন্তু একটা কথাও কেউ পালন কর্ব্বেন না ব'লেই ত আপনাকে এত কথা বল্‌তে হচ্ছে! দোহাই স্বামীজীর, একটী মাত্র শিষ্য খুঁজে বের করুন, যে নির্ব্বিচারে আদেশ পালন করে।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আমার সেই শিষ্যটী হচ্ছি স্বয়ং আমি।

পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং

গতকল্য যাঁহাদের দীক্ষা হইতে পারে নাই, তন্মধ্য হইতে তিনজন পুরুষ এবং ছয়জন মহিলার আজ ১৫ই পৌষ, সোমবার, প্রাতে শ্রীযুক্ত গদাধর দেবের বাড়ীতে দীক্ষা হইল।

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহামন্ত্রকে জান্‌বে পতিতোদ্ধারক, কলুষনাশক, জন্মমৃত্যুজরাদুঃখ-বিনাশক। অন্তরের সমস্ত গ্লানি আজ ঝেড়ে মুছে ফেলে দাও। জীবনের নূতন যাত্রা-পথে আজ চল শঙ্কাহীন নির্ভয় প্রাণ নিয়ে। অতীতের সহস্র আবর্জ্জনাকে জীবনের প্রান্ত থেকে সরিয়ে রেখে নূতন জীবনের নবামৃত আস্বাদনের জন্য পাগল

হয়ে ছোট। বারংবার বল,—হে পরমপবিত্র নাম, তুমি পতিতোদ্ধারকারী, আমার কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই, তোমাতে আশ্রয় নিয়ে আমার উদ্ধার সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

দীক্ষিত নারী-পুরুষেরা অবোধ শিশুর মত আকুল হইয়া শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তুইরা ও গুঞ্জর

অতঃপর পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবা তুইরা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী গুঞ্জর রওনা হইলেন। বেলা দশ ঘটিকায় উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন।

পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য

বেলা একটার সময়ে গুঞ্জর গ্রামে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মোহন চৌধুরীর বাড়ীতে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একটী জন-বহুল মহিলা-সভায় পূর্ণ দুই-ঘন্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীর কর্ত্তব্য হচ্ছে পুরুষের বলবর্দ্ধন, পুরুষের শক্তিহরণ নয়। নারীর কর্ত্তব্য হচ্ছে পুরুষের জীবন-পথের জটিলতা অপনোদন, নানা কলুষ-কুটিলতায় মায়ামুগ্ধ ক'রে তার গতি-পথকে বিপজ্জনক ও কণ্টকাকীর্ণ করা নয়। সেই রমণীই সমাজের মধ্যে বাসের অধিকারিণী, যার উপস্থিতি সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করে, পুণ্য বৃদ্ধি করে, মঙ্গল বৃদ্ধি করে। তোমরা প্রত্যেকে হও শক্তির আকর, পুণ্যের আকর, মঙ্গলের আকর। কুবুদ্ধি-পরিচালিত রাহুগ্রস্ত পুরুষ তোমাদের

কাছ থেকে কল্যাণের পথ পেয়ে ধন্য হোক্। পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমগ্ন আত্ম-নাশ-পরায়ণ পুরুষ তোমাদের সংসর্গ পেয়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসুক, আত্ম-অবিশ্বাস-পরায়ণ দুর্ব্বল পুরুষ তোমাদের সাহচর্য্যে এসে দুর্দ্ধর্ষ রণবিজয়ী, আত্মবলে বিশ্বাসী হোক্ এবং চিরদৌর্ব্বল্য-কবলিত বাহুযুগলে মহাশক্তির আবেশ উপলব্ধি করুক। পুরুষের প্রতি এগুলিই হবে তোমাদের দান। তবেই তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করেছ ব'লে বলা যাবে।

ভগবানই সত্য ও পূর্ণতার মূল উৎস

এদিকে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে তুইরা অখণ্ড-মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভৌমিকের বাড়ীতে আর একটী ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইল। আমাদের তিন জন গুরুভ্রাতা কিছু কিছু বলিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা পৌনে দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সত্যসাধকের মৃত্যু নাই। সর্ব্বপ্রকারে ভয়-বিরহিত হ'য়ে সত্য-সাধক তার সাধনা কর্ব্বে। ভগবানই সর্ব্বসত্যের মূল কেন্দ্র। অতএব জগতের প্রত্যেকটী কাজ ভগবানের পবিত্র চরণে আত্ম-সমর্পণ ক'রে করলে আর অসত্যাশ্রয়ের ভয় থাকে না। জীবনকে পরিপূর্ণতা দিতে হ'লে পূর্ণতার মূল উৎস যিনি তাঁর-সাথে যোগ স্থাপন করা চাই। উত্থানে, পতনে, নিদ্রায়, জাগরণে সকলে এস আমরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাথে নিজেদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করি। লোকমুখে আমরা কতই না শুনেছি, ভগবান আছেন, কিন্তু সেই সব অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞানে আমরা সন্তুষ্ট হব না। ভগবানের পরম পবিত্র নামের ঐকান্তিকী সাধনা ক'রে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ক'রে নিব যে, সত্যই

তিনি আছেন, সত্যই তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, সত্যই তিনি পরমানন্দঘন, সত্যই তিনি বিশ্ববিঘ্ন-বিনাশন, সত্যই তিনি পরমামৃতরসস্বরূপ, সত্যই তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, আমার আত্মার আত্মা। জীবনের সর্ব্বস্বের বিনিময়ে, সুখের বিনিময়ে. শান্তির বিনিময়ে, সমৃদ্ধির বিনিময়ে, প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে, বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছনীয় সব-কিছুর বিনিময়ে তাঁকে আগে সত্য ক'রে চাই। কেন না, তাঁকে যদি পাই, জীবন আমার বিনা চেষ্টায় পূর্ণ সত্যে স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্র আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সত্য-মিথ্যার আমি কতটুকু বুঝি? আজ আমি যা সত্য ব'লে ভাবি, কালই ত' তা মিথ্যা হ'য়ে যায়। আজ আমি যাকে নিত্য ব'লে ধরি, কালই ত' তা কালগর্ভে ডুবে যায়! সুতরাং নিজের ভ্রান্ত বিচারের উপরে নির্ভর না ক'রে সেই সর্ব্বভ্রমাতীত পরমেশ্বরের উপরে আমি আমার সকল বিচারের ভার দিব। তাতেই সকল দ্বন্দ্ব আমার মিটে যাবে, সকল সংশয় চুকে যাবে, আমি অপরিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন, আত্মন্তবর্জ্জিত, অনন্ত সত্যের সন্ধান পাব।

সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় দুইরা শ্রীযুক্ত অগ্নিকুমার রায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবার নিজ পরিচালনে একটী সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল।

দীক্ষার পরে সাধনা প্রয়োজন

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার প্রাতে ছয় ঘটিকায় দুইরার শ্রীযুক্ত অগ্নিকুমার রায়ের গৃহে সাত জন মহিলা এবং চারিজন পুরুষের দীক্ষা হইল।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—দীক্ষা নিয়েই মনে ক'রো না, কাজ হ'য়ে গেল। এর পরে সাধন করা চাই। নামকে-ওয়াস্তে সাধন নয়—একাগ্র, উদগ্র, একনিষ্ঠ ভাবে সাধন কত্তে হবে। টিকিট কিনলেই কেউ বৃন্দাবন যেতে পারে না, গাড়ীতে চেপে বসা চাই, ভীড়ের ঠেলা সহ্য ক'রেও গাড়ীর আসনটী আঁকরে ধরা চাই,—ধাক্কাধাক্কির ঠেলায়

ছিটকে গাড়ীর বাইরে প'ড়ে গেলে চলবে না। চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খল চীৎকারে গ্রাহ্য মাত্র না ক'রে নিজের জায়গায় জোর ক'রে লেগে থাকা চাই।

প্রেমই স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা কেউ জানো না যে, তোমাদের এক একজনের প্রাণের অন্তস্তলে কত অপরিমেয় প্রেম সঞ্চিত হ'য়ে লুকিয়ে আছে। তোমরা কল্পনাও কত্তে পারনা যে, প্রেমের অতুলনীয় গুপ্তধনে তোমরা এক এক জনে কত বড় ধনী। নামের সেবা ক'রে ক'রে অন্তরের আবরণকে উন্মোচিত কর, নিজের মূর্ত্তি নিজের চখে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ। অবাক্ হ'য়ে যাবে! দেখবে, প্রেমই তোমার স্বভাব, প্রেমই তোমার স্বরূপ, প্রেমেই তোমার উৎপত্তি, প্রেমেই তোমার বিলয়, প্রেমই তোমার নিঃশ্বাস-বায়ু, প্রেমই তোমার হৃৎস্পন্দন, প্রেম ছাড়া তোমার অস্তিত্বই অসম্ভব।

দীক্ষার মানে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার সেই অপার্থিব দৈব স্বরূপকে চিনে নেবার জন্যই আজ তুমি দীক্ষা পেয়েছ। দীক্ষা শুধু কাণে কাণে একটী মন্ত্র শুনে নেওয়াই নয়, দীক্ষার মানে আত্মস্বরূপ চেনার পথে প্রথম পাদচারণা করা। এই যে সাধন সুরু হ'ল, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পূর্ণ আস্থার সহিত, পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত এই সাধন ক'রে যাবে। আজ তারই সঙ্কল্প কর।

গুঞ্জর

দুইরার দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইয়া যাইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা গুঞ্জর রওনা

হইলেন। প্রায় দেড় মাইল দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য মাঠের মধ্যে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনরত শতাধিক যুবক সমবেত হইয়াছিলেন। বেলা নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা গুঞ্জর পৌছিলেন।

জগৎ-কল্যাণের সাধন

স্নানাদি সমাপনের পরেই শ্রীশ্রীবাবা প্রথমে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দান করিলেন। এগার জন মহিলা এবং পনের জন পুরুষ অমৃতময় অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষান্তে প্রত্যেককে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের সাধন জগৎ-কল্যাণের সাধন। তোমাদের নিজেদের তপস্যার ভিতর দিয়ে জগতের অমোঘ মঙ্গল হবে। সবাই পবিত্র হ'য়ে জগৎকে পবিত্র কর, সবল হ'য়ে জগৎকে সবল কর।

এস আমরা প্রকৃত ধার্ম্মিক হই

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে গুঞ্জরে ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমত, আমাদের দুইজন গুরুভ্রাতা এবং ভক্তদাদা কিছু বলিলেন এবং তৎপরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ-অবস্থানকারী শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা এক-ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া অমৃত-বাণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের নৌকাতে যে চড়ে, তার ভব-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করা অতীব সহজ। আর, ধর্ম্মের ধ্বজাধারী অধর্ম্মের নৌকাতে যে চাপে, অপার-জলধির লবণাম্বুরাশির মাঝে ডুবে মরাই হয় তার ললাট-লিখন। এস আজ আমরা প্রত্যেকে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ রূপ চিনে নিই। যে ধর্ম্ম আমার হিতের সাথে জগতের হিত করে, যে ধর্ম্ম ঐহিকের মঙ্গলের সাথে পারত্রিকের কুশল বিধান করে,

যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে ঘৃণা প্রশমিত করে, এস আমরা সেই সত্য-ধর্ম্মের আশ্রয় নেই। এস আজ আমরা ধর্ম্মের নামে মিথ্যা নিশান না উড়িয়ে সত্য সত্য ধার্ম্মিক হতে চেষ্টা করি।

জীবের স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয়, নিত্য কৃষ্ণ দাস।" তুমি যে ভগবানের দাস, এইটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। ভগবৎ প্রেমরূপ ফুলের তুমি নিত্যকালের ভৃঙ্গিকা। তাঁকে ভালবাসাই তোমার জীবনের প্রগাঢ়তম আবেশ, তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য, তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী সাধনা। সেই সাধনাকে সত্য ব'লে জানাই তোমার জীবনের পরম তপস্যা, চরম যজ্ঞ। ইহকাল পরকাল সব ঐ একটী সাধনার মধ্যে এনে সামঞ্জস্যীভূত কর। জীবন সার্থক হবে।

শ্রীশ্রীবাবা যখন থামিলেন, তখনও কিন্তু শ্রোতাদের শ্রবণেচ্ছা পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় নাই। তাঁহারা আরও শুনিবার জন্য ব্যাকুল। নগরপাড়ের জমিদার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় ধরিয়া বসিলেন, তাঁহারা আরও শুনিতে চাহেন। কিন্তু অবিশ্রাম পরিশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কণ্ঠের সামান্য হইলেও বিশ্রাম প্রয়োজন।

ধর্ম্মসঙ্ঘ ও গুরুনিষ্ঠা

রাত্রিতে একজন প্রশ্ন করিলেন যে, অখণ্ডগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উপায় কি করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সঙ্ঘই যদি বাবা গড়তে চাও, তবে তার মূল হবে, ঐকান্তিকী গুরুগতপ্রাণতা। কোনও অবস্থাতেই যাদের গুরুনিষ্ঠা টলে না, তারাই সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে। এই একটী মাত্র কেন্দ্র আছে,

যেই কেন্দ্রের সঙ্গে তুমি যতক্ষণ প্রাণপণ যত্নে লগ্ন থাক্‌বে, ততক্ষণ তোমার দ্বারা সঙ্ঘের সংহতি কোনও প্রকারেই বিনষ্ট হ'তে পারে না। কিন্তু গুরু-নিষ্ঠা যাই টল্‌ল্‌, হাজার কেন কৃতিত্ব-সম্পন্ন তুমি হও না, তুমি যদি সঙ্ঘ গড়্‌তেও চাও, তবু দেখ্‌বে, জিনিষটা আর গ'ড়ে উঠে না, পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী ভূমির মত একটু একটু ক'রে কেবলি ভাঙ্গে। দেখ্‌বে, তখন তোমার আদর্শবাদের দোহাই কোনও সদাত্ম ব্যক্তিকে তোমার সমীপস্থ করে না, বরং সন্দিগ্ধ করে। সুতরাং ধর্ম্ম-সঙ্ঘই যদি গড়্‌তে হয়, গোড়ায় নিষ্ঠা চাই। তোমাদের নিয়ে ধর্ম্মসঙ্ঘ গড়ার কল্পনা আমি কখনো করিনি। দলবদ্ধ ব্যক্তিদের গুরু হ'য়ে থাক্‌ব, এ কথা স্বপ্নেও আমি কখনো ভাবিনি। তাই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিষ্যকে চূড়ান্ত ভাবে ব্যক্তিগত স্বাধিকার প্রয়োগের প্রেরণা চিরকাল দিয়েছি। কিন্তু সঙ্ঘই যদি গ'ড়ে উঠে, তবে গুরুনিষ্ঠা ছাড়া তা' হবে না।

সঙ্ঘবদ্ধতা সৃজনে নিঃস্বার্থতার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অখণ্ডদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার বিষয়ে আর এক উপায় এই যে, নানা সদুদ্দেশ্য-মূলক অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে তাদের এনে যুক্ত কত্তে হবে। কিন্তু যতটা সম্ভব, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের উদ্দেশ্য থেকে দূরে থাকৃতে হবে। এই ত' আমি অন্য দিকে বিরাট এক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা নিয়েও কাজ সুরু করেছি, * কিন্তু দুদিন পরে কর্ম্মীরা যদি নিজ নিজ ডাল-রুটির দিকে তীব্র লক্ষ্য দিতে সুরু ক'রে দেন, মাসের মধ্যে পনের দিন কাজ ক'রে ত্রিশ দিনের বিল দিতে থাকেন,

* এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবা একটী অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এক প্রতিষ্ঠান ফেণীতে গড়িতেছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের জিনিষ বাজারে বিক্রী ক'রে লোককে কমিশন দিয়েছি ব'লে খাতায় লিখে নিজে সেই কমিশনের টাকা নিতে থাকেন, জিনিষ-বেচার কমিশন দিয়ে গ্রাম্য অখণ্ড-মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যয় চালাব ব'লে ভাণ ক'রে পরিশেষে সেই কমিশনটাকে নিজেরই জীবিকার অংশ-স্বরূপে পরিণত করেন, নিজের বাড়ীতে গৃহকর্ম্মে কালকর্ত্তন ক'রে বেতন নেবার সময়ে ভাণ করেন যে তিনি প্রতিষ্ঠানেরই কাজ করেছেন, তাহ'লে তখন দেখা যাবে যে, এই অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান অখণ্ডদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে কোনো সহায়তাই কর্‌ল না। তখন দেখা যাবে যে, যে যতটুকু কাজ করেছে, সে মূল্য চাইছে তার চাইতে অনেক বেশী। ফলে এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ধর্ম্ম-সম্পর্কের সংস্রব-বর্জ্জিত লোকদের দিয়ে চালানই হবে লাভজনক। কিন্তু অখণ্ডদের তাতে কি লাভ হ'ল? সুতরাং যে অনুষ্ঠানই কর আর যে প্রতিষ্ঠানই কর, প্রত্যেকটী অখণ্ড তার সঙ্গে সংযোগ রাখ্‌বে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে, এইটী হওয়া চাই কর্ম্মপন্থা। স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্ক তোমার যত কম, সকলের সঙ্গে মিলিত হবার যোগ্যতা তোমার তত বেশী।

ত্রিশ ও মালিসাইর

১৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার প্রাতে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী মালিসাইর চলিয়া গেলেন এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবা ত্রিশ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র দেবের গৃহে শুভাগমন করিলেন। এই বেলাটা শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ বিশ্রাম নিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকল নরনারী শ্রীশ্রীবাবাকে এই স্বল্প সময়ের জন্য পাইয়াই এত আনন্দিত হইয়াছেন যে, সমগ্র বাড়ীটা একটা উৎসবের

কলরোলে পূর্ণ হইয়া গেল। বহু জিজ্ঞাসুর সহিত বহু সৎপ্রসঙ্গ হইল এবং সকলেই সকলকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী দেখিলেন যে শ্রীশ্রীবাবার ত' আর বিশ্রাম হইতেছে না। এই জন্য শ্রীশ্রীবাবার আহারের পরেই তিনি ঘরের সকল দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহ নির্জ্জন করিয়া দিলেন। মাত্র একজন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবার বিশ্রাম-শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করিলেন।

নারীর দুশ্চর তপস্যা

বেলা তিন ঘটিকার সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী মালিসাইর গ্রামের মহিলাদের এক সম্মেলনে নারীজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীমাত্রকেই সংসারের আবর্জ্জনা ব'লে লোকেরা মনে ক'রে থাকে। কোথাও তারা পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর ঘাড়ের বোঝা, কোথাও তারা দুর্ব্বল পুরুষের দুর্ব্বলতা-বর্দ্ধক, চলচ্চিত্ত পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য-বর্দ্ধক, অস্থিরমতির অস্থিরতা-বর্দ্ধক। কিন্তু আজ তোমাদের সকলের সর্ব্বপ্রযত্নে এমন সাধনায় রত হ'তে হবে, যেন তোমরা আর কারো ঘাড়ের বোঝা না থাক, তোমরা যেন অপরের বোঝা কমিয়ে দিতে পার, পুরুষের ভারবহনে ক্লিষ্ট স্কন্ধে আরাম দিতে পার, বিশ্রাম দিতে পার। তাদের মনের দুর্ব্বলতা, তাদের চিত্তের চঞ্চলতা, তাদের মতির অস্থিরতা যেন তোমরা দূর ক'রে দিতে পার। তারই জন্য আজ তোমাদের দুশ্চর তপস্যায় রত হতে হবে।

সকলকে লইয়া ঈশ্বর-দর্শন

মহিলাদের সভা ভঙ্গ হইতে না হইতেই অপরাহ্ন ঠিক্ পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা মালিসাইর আসিয়া পৌছিলেন। অখণ্ড-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত

শশিমোহন ভৌমিকের আনন্দ দেখে কে? তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ভৌমিক নিজ মনিবের কার্য্য-ব্যপদেশে কলিকাতায় আটক পড়িয়া আছেন, কিছুতেই আসিতে পারিতেছেন না বিধায় সকল বিষয়ের সকল বিধি-ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত শশিদার উপরেই পড়িয়াছে। শৃঙ্খলা, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি দর্শনে সকলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময়ে সমবেত উপাসনা হইল।

উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত উপাসনা কেবল তোমার আত্মার অফুরন্ত পিপাসারই পরিতৃপ্তির জন্য নয়, নিখিল বিশ্বের নিখিল প্রাণি-সমাজের প্রত্যেকের সাথে তোমার প্রাণের অবিচ্ছেদ্য মিলন বিধানের জন্য এবং সকলকে নিয়ে এক সাথে মহানন্দে পরমপ্রেমস্বরূপ নিত্যসুখাকর শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের জন্য। একা একা তাঁকে পেয়ে প্রাণে আর কতটুকু সুখ, কতটুকু তৃপ্তি? আমরা তাঁকে পেতে চাই সকলকে নিয়ে, সকলের সাথে।

সমবেত উপাসনার প্রকৃত তত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—অবশ্য, ঈশ্বর-দর্শন ব্যাপারটা মোটেই আপেক্ষিক নয়। আর, আমার ঈশ্বর-দর্শন অপরের দর্শনের অপেক্ষায় দিন-মাস-বৎসর দেরী কত্তে পারে, তাও নয়। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি যেমন এখনি ভগবানকে দেখ্‌তে চাই, পেতে চাই, জান্‌তে চাই, বুঝ্‌তে চাই, আমি যেমন একটী মুহূর্ত্তেরও জন্য বিলম্ব সহ্য না ক'রে এখনি তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কত্তে চাই, ঠিক্ তেমনি সবাই তাঁকে এখনি দেখুক, এখনি জানুক, এখনি বুঝুক, এখনি পাউক, এখনি তাঁতে আত্মদান করুক,—এই প্রার্থনাটা আমার অনুক্ষণ মনোময়, প্রাণময়। এই হ'ল সমবেত উপাসনার প্রকৃত তত্ত্ব।

নবীপুর

১৮ই পৌষ প্রাতে মালিসাইর পরিত্যাগের কালে চতুর্দ্দিকে নয়নাশ্রুর যে প্রবল বন্যা বহিল, তাহা দর্শনে কেহ বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীবাবা সকলকেই যথোচিত সান্ত্বনা প্রদান করিয়া নবীপুর শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দারের বাড়ী রওনা হইলেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একঘণ্টা পূর্ব্বেই নবীপুর রওনা হইয়া গিয়াছিলেন।

জীবন ক্ষণস্থায়ী

নবীপুরে শ্রীশ্রীবাবার পূর্ণ বিশ্রাম লইবার কথা। ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইয়াছিল তদ্রূপ। ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী গ্রামের মহিলাদের লইয়া একটী সভানুষ্ঠান করত হরিমোহন বাবুদের মণ্ডপ-গৃহে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জীবন আমাদের কয়দিনের? আজ যে আছে, কাল সে নেই। গৃহে গৃহে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তবু আমরা প্রত্যেকে ভাবি যে, আর সবাই মরে মরুক, আমার মৃত্যু নেই। কিন্তু দেহ-ধারণ কল্লেই দেহাবসানের জন্য প্রস্তুত থাকৃতে হয়। মৃত্যুর হাত এড়িয়ে কারো দেহ যেতে পারে না। এই নশ্বর জগতে তবে কিসের জন্য এত লালসা, আর লোলুপতা, কিসের জন্য এত দ্বন্দ্ব আর কলহ? সবই যখন অনিত্য, তখন নিজেকে কেন বাসনা কামনার খেলনায় পরিণত করি? আমরা প্রত্যেকেই যখন স্বল্পায়ুঃ, তখন জীবনের একটী মাত্র মুহূর্ত্তকেই কেন বা অপব্যয়িত হ'তে দিব? আসুন জননীগণ আর ভগিনীগণ, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটী পল-অনুপল আমরা সার্থকভাবে সদ্ব্যবহারে আন্‌ব।

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ভগবৎ-পাদপদ্ম-স্মরণে। এই শিক্ষা আমরা ভারতের কোটি কোটি যোগী-ঋষির কাছে পেয়েছি। অতীতের অগণিত মহাপুরুষ আমাদের শুধু এই একটী উপদেশই দিয়েছেন যে, ভগবানই আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশ্রয়। শ্রীশ্রীবাবা তাঁর কর্ম্মময় জীবনের প্রত্যেকটী অবসরের মধ্য দিয়ে আমাদের কেবলই শিক্ষা দিয়েছেন, কি ক'রে সহস্র কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থেকেও মনকে প্রাণকে চিত্তকে ইষ্টের চরণে লগ্ন ক'রে রাখ্‌তে হয়। আপনারা পরমভাগ্যবতী যে, এহেন মহাপুরুষশ্রেষ্ঠের পদধূলি বারংবার লাভ করেছেন। আপনারা আর জীবনের একটী লহমাকেও বৃথা যেতে দেবেন না। আপনারা প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন যে, ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার আপনারা কর্ব্বেন।

শ্রীমতী রাধা দেবী

বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া আবেগাকুল হৃদয়ে শ্রীযুক্তা রাধা দেবী শ্রীশ্রীবাবার চরণ-প্রান্তে পতিতা হইলেন। এই অঞ্চলে যেই সকল মহিলা শ্রীশ্রীবাবার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভক্তির ঐকান্তিকতার বিচারে হরিমোহন বাবুর কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা রাধা দেবীর স্থান অতীব উচ্চে। তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে পিতা, দিদিমণির মধুর উপদেশ শুনিয়া আমাদের কঠিন-পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারি, অনুক্ষণ ঈশ্বর-স্মরণে নিজেদিগকে নিয়োজিত রাখিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবা ভুবন মনোহর সুমধুর হাসি হাসিয়া আশ্বাস-বচনে শ্রীযুক্তা রাধা দেবীকে শান্ত করিলেন।

গুরুসেবা

গ্রামান্তরে দীক্ষিতা একটী সধবা মহিলা নবীপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার চরণ দর্শন করিলেন। দীক্ষা পাইবার পর হইতেই তাঁহার জীবনের উপর দিয়া প্রবল ত্যাগ-ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি আর সংসারে থাকিতে পারিতেছেন না, শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গেই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বেড়াইবেন সঙ্কল্প করিয়া একবস্ত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—মাগো, শাস্ত্রেই আছে, যদ-হরেব বিরজেৎ, তদ হরেব প্রব্রজেৎ, যেদিন বৈরাগ্য আস্‌বে, সেইদিনই সংসার ত্যাগ কর্ব্বে। কিন্তু তাই ব'লে তুমি এখনি বের হ'য়ে পড়্‌তে পার না। তোমার স্বামীকে তাঁর সংসার বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে, পার ত' তাঁকেও সঙ্গে ক'রে ভগবানের নাম নিয়ে বের হবে।

মহিলাটী মানিলেন না। বলিলেন,—সাধনা দিদি যেমন আপনার সঙ্গে আছেন, আমিও তেম্‌নি আপনার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ঘুরে বেড়াব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধনা তার পিতামাতার সম্মতি নিয়ে এসেছে। বিনানুমতিতে আসে নি। সাধনা সঙ্গে আছে লোক-সেবার প্রয়োজনে। নরনারীকে সত্যের বাণী শুনাবার জন্য সে ভার পেয়েছে, তাই সে সঙ্গে আছে। তুমি মা এখন আমার সঙ্গে জুটে পড়্‌লে মানব-সমাজেরও কোনো উপকার হবে না, আমারো নিরন্তর উদ্বেগ বাড়্‌বে। তোমার বৈরাগ্য খাঁটি কিনা, গৃহে ফিরে গিয়ে তার পরীক্ষা কর এবং নিজেকে সমাজের সেবার উপযুক্ত করার জন্য চেষ্টা কর। স্ত্রী বল আর পুরুষ বল,

বৈরাগ্য এলেই কমণ্ডলু হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়্‌বে, সে যুগ এটা নয়। সংসার ছেড়ে যে বেরুবে, জগৎ-সংসারকে কিছু সেবা দেওয়ার সামর্থ্য নিয়ে তাকে বেরুতে হবে। বে'র হ'লাম, আর ভিক্ষা ক'রে বেড়ালাম, এই রকম বৈরাগীর প্রয়োজন এদেশে আর নেই, এরূপ বৈরাগী এর আগে লক্ষ লক্ষ হ'য়ে গেছে।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গৃহে ফিরে যাও এবং সেখানে ব'সে নামের সেবায় প্রাণপণে লগ্ন হও। শিক্ষালাভ এবং যোগ্যতা-বর্দ্ধনের উপযুক্ত কোনও সুযোগ যদি পাও, তবে তার সদ্ব্যবহার কর। সংসার থেকে বেরিয়ে গেলেই খুব একটা পুণ্য হ'য়ে যায় না মা, জগৎ-সংসারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজে লাগা চাই।

মহিলাটী বলিলেন,—আমার দ্বারা জগতের আর কোনো কাজ না হোক্, তাতে কি যায় আসে? আমি অনুক্ষণ আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব এবং গুরুসেবা কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—বেটি, আমাকে যদি শুধু সাড়ে তিন হাত দেহধারী একটা মনুষ্য মাত্র জ্ঞান করিস্, তা'হলে বল্‌ব যে, আমার যখন যে সেবার প্রয়োজন, চতুর্দ্দিক থেকে পাচ্ছি। তুই সঙ্গে এসে গুরুসেবা ত' কর্‌বি না, বরং আমার উৎপাত বৃদ্ধি কর্‌বি। আর যদি সত্যি সত্যি গুরুসেবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, তবে জান্‌বি, আমি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট এক প্রচ্ছন্ন পুরুষ, আমি তোর সেই গৃহেও আছি, যেই গৃহ আজ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে আসার জন্য তুই এত ব্যস্ত হয়েছিস্। তোর স্বামীর ভিতরে, তোর সন্তানের ভিতরে আমি আছি। দেশ-বিদেশে হাজার হাজার ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর নরনারীর ভিতরে আমি আছি। এদের যে কাউকে নিজ সাধ্যমত সাত্ত্বিক প্রাণে সেবা দিলে সেই সেবা আমিই পাই।

শ্রীশ্রীবাবার এই উপদেশে প্রবোধ পাইয়া মহিলাটী নবীপুরে প্রসাদ পাইবার পরে নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন।

যদিও স্বল্পকালের জন্য শ্রীশ্রীবাবা এখানে আসিয়াছেন, তবু এ-বাড়ীতে যে কিরূপ একটা উৎসব-হিল্লোল প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা বলিবার নহে। ভিড়-বর্জ্জন ও নীরবতা-রক্ষার জন্য খুব প্রশংসনীয় সুব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল।

রহিমপুর

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবাকে কীর্ত্তন-সহকারে প্রত্যুদ্গমনের জন্য রহিমপুরের যুবক-দল নবীপুরের দিকে এক পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা কৌতুক করিবার জন্য অন্য পথে দ্রুতপদে রহিমপুর ছুটিলেন। শিশুসুলভ আনন্দ-পরতা দেখিয়া সকলেই প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইল।

রমেশ চন্দ্র রায়

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে কয়েকজনের দীক্ষা হইল। দীক্ষার্থীরা সকলেই সমগ্র দিন উপবাস করিয়া আছেন। তন্মধ্যে মুরাদনগরের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র রায়ের কথাটুকু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি বলিলেন,—"আমার বড় ছেলে সত্যেন্দ্র বাবার চরণে আশ্রয় পেয়েছে আজ দশ বছর আগে। তখন আমরা কেউ বুঝ্তে পারি নি যে, আমাদের সকলকেই এসে শেষ পর্য্যন্ত এই একজনের চরণেই আশ্রয় নিতে হবে। এর পরে দীক্ষা নিল আমার অপর ছেলে শৈলেন্দ্র। তারপরে সেদিন কাশীপুরে দীক্ষা নিল আমার কুমারী মেয়ে

শৈলবালা, ছোট ছেলে নরেন্দ্র, আর আমার স্ত্রী নীরদা। বৃদ্ধা মায়ের আর মনে মানে না, তিনি সেদিন মোচাগড়া গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এলেন। এই ভাবে বাবা সবাই যখন আশ্রয় পেয়েছে, একা আমিই কি নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়ে থাক্‌ব?"

শ্রীশ্রীবাবা কৌতুকের সহিত হাসিতে লাগিলেন এবং সন্তোষের সহিত দীক্ষা দিলেন।

নাম চৈতন্যস্বরূপ

দীক্ষার্থীদিগকে দীক্ষাদানের পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মঙ্গলময় নাম নিত্যচৈতন্যস্বরূপ। যখনি চিত্তে জড়ের প্রভাব এসে তোমাকে দুর্ব্বল, বিবশ, অস্থির ও সত্যপরাঙ্মুখ কত্তে চাইবে, তখনি চৈতন্যস্বরূপ নামে নিমগ্ন হবে। নাম তোমার সকল অবচেতন দুর্ব্বলতাকে দূর ক'রে দিয়ে তোমাকে সবল করবে, নূতন চেতনা দেবে, শুদ্ধা বুদ্ধি দেবে, অটুট শ্রদ্ধা দেবে, প্রেমভক্তির বিমল ফোয়ারা ছুটিয়ে তোমাকে সকল পূর্ব্ব-সংস্কারের নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে।

দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পার্থক্য

১৯শে পৌষ শনিবার প্রাতে সাতটায়ই শ্রীশ্রীবাবার কাজিয়াতল রওনা হইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কার্য্য-তালিকাতে নির্দ্দেশ না থাকা সত্ত্বেও অদ্য প্রাতে রহিমপুরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়ের গৃহে কতিপয় পুরুষ ও মহিলাকে দীক্ষা দিতে হইল।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ করিলেন,—অন্তরকে করবে সরল, অকপট, ভাণবর্জ্জিত। কখনো এইরূপ অভিমান রাখ্‌বে না যে, তুমি দীক্ষিত হ'য়েছ ব'লে অদীক্ষিতদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু দীক্ষিত ব'লে

নিজেকে ভাগ্যবান্ অবশ্যই মনে করবে। মনে মনে জান্‌বে, অনন্ত সম্পদ-রাশির প্রবেশ দুয়ারে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, গুরুদত্ত মহামন্ত্রের সাধন কত্তে কত্তে যদি এগিয়ে যাও, সব সম্পদ তোমার হবে। অদীক্ষিতের সঙ্গে তোমার প্রধান পার্থক্য এইখানে।

নবজীবনের আবির্ভাব

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে কাজিয়াতল নিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া তৎপূর্ব্ব দিন কাজিয়াতল হইতে লোক আসিয়াছিলেন। কিন্তু অবিরাম ভ্রমণ ও বক্তৃতা দানে ব্রহ্মচারিণীজীও কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করিতে-ছেন, দুই এক দিনের বিশ্রাম প্রয়োজন। তদুপরি বড়ইয়াকুড়িতে তাঁহাকে অত্যধিক শ্রম করিতে হইবে বলিয়াও কাজিয়াতলে যাওয়ার সম্মতি দেওয়া যায় না। সুতরাং অদ্য প্রাতে ব্রহ্মচারিণীজী সোজা বড়ইয়া-কুড়ি রওনা হইলেন। শ্রীশ্রীবাবার রওনা হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল।

পথিমধ্যে মুরাদনগর থানার হিন্দু দারোগাগণ শ্রীশ্রীবাবার পাল্কী আটক করিলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁহাদের গৃহে পদধূলি দিতেই হইবে। উচ্ছ্বসিত জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে পবিত্র হরি-ওঁ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। প্রসাদ এবং পদধূলি লইবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

কাশীপুর-নিবাসী ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র পাল বলিয়া উঠিলেন,—দারোগাবাবু, নূতন যুগের উন্মেষ হইয়াছে, নূতন প্রাণের প্রকাশ হইয়াছে।

দারোগাবাবুরা সজল নেত্রে ভাব-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—সত্যই বলিয়াছেন,—নবজীবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

কাজিয়াতল

ইতিমধ্যে কাজিয়াতলের যুবকেরা রৌদ্রের ভিতরে প্রতীক্ষা করিয়া

করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবার পাল্কী দেখিবামাত্র তাঁহাদের প্রাণে যেন নববলের সঞ্চার হইল। "হরি-ওঁ" নাম-কীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস আমোদিত হইতে লাগিল।

কাজিয়াতল গ্রামে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ চন্দ্র তথা ভারতচন্দ্র সরকার মহাশয়-গণের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়া শ্রীশ্রীবাবা যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতীব অভিভূত হইলেন। বলিলেন,—"সাধনাকে আর তার সঙ্গের ব্রহ্মচারীদের এই পবিত্র দৃশ্য দেখান হ'ল না রে!" গ্রামের ছোট-বড় প্রত্যেকটী প্রাণী এক অপূর্ব্ব ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, সুমধুর "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের ধ্বনি আকাশ-বাতাসকে মথিত করিতেছে, নৌকায় নৌকায় বোঝাই খিচুড়ী-প্রসাদ প্রসাদ-লিপ্সুগণের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। দীক্ষার্থীদের প্রাণে কি ব্যাকুলতা!

প্রাণের বিনিময়েও নামের সেবা

স্নানান্তে শ্রীশ্রীবাবা দীক্ষা দিতে বসিলেন। বিশ জন পুরুষ এবং চৌদ্দ জন মহিলাকে দীক্ষা প্রদান করা হইল।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—প্রাণকে সবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে এবং প্রাণাত্যয়কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি ব'লে মনে করে। কিন্তু এই প্রাণের চেয়েও যেন প্রিয় হয় তোমাদের নিকটে তোমাদের দীক্ষাপ্রাপ্ত নাম। দীক্ষাকে শুধু একটা লোক-দেখান আড়ম্বর ব'লেই মনে ক'রো না। প্রাণের অধিক প্রিয় জ্ঞান ক'রেও যে নামেরই সেবা তুমি করবে, সেই সঙ্কল্পকে সর্ব্বস্বের বিনিময়ে গ্রহণের নামই দীক্ষা। তোমার প্রাণকে তুমি নামের সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত রাখ। তোমার প্রাণধারণের এইটীই সব চেয়ে বড় সার্থকতা।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় ধর্ম্ম-সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই প্রচুর শ্রোতার সমাগম হইয়াছে। প্রথমতঃ আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা এবং ভক্তদাদা বক্তৃতা প্রদান করিলে পরে সভাপতিরূপে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-মার্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া প্রণব-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

ওঙ্কার ইতিবাচক মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রণবের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা আছে। একটী হ'ল সাহিত্যিক, একটী হ'ল দার্শনিক, একটী হ'ল বৈজ্ঞানিক। সংস্কৃত সাহিত্যে 'ওম্' শব্দ "হাঁ" এই মানেতে বহুস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। ওম্ মানে Yes, নিত্যকালের হাঁ, the eternal yea. ওঙ্কার জপের মানে সকল মন্ত্রকে, সকল তন্ত্রকে, সকল তত্ত্বকে সত্য ব'লে মেনে নেওয়া। ওঙ্কারের সাধক কোনও পথকে মিথ্যা বলেন না, কোনো ধর্ম্মকে ভ্রান্ত জ্ঞান করেন না। ওঙ্কার হচ্ছেন ইতিবাচক মন্ত্র।

ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের সমষ্টি

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—জগতের যত ধ্বনি, সব ধ্বনি মিলে যে supreme synthesis, সেইটী হ'ল ওঙ্কার। জগতের সব কিছুর সমাহার হচ্ছে প্রণবে। ওঙ্কার-মন্ত্র সকল মন্ত্রের সমষ্টি। ওঙ্কার জপনে সকল মন্ত্র জপ করা হয়। ওঙ্কার ধ্যানে সকল তত্ত্বের ধ্যান করা হয়। এইটী হ'ল প্রণবের দার্শনিক ব্যাখ্যা।

ওঙ্কার সর্ব্ব-মন্ত্রের প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—জগতের যত ধ্বনি, সব ধ্বনির প্রাণ ওঙ্কার। কায়ায় কায়ায় তফাৎ থাকে, প্রাণের স্বরূপ সর্ব্বত্র এক। হ্রীং,

ক্লীং, শ্রীং, ঐং, হুং ও ক্রীং প্রভৃতি সকল মন্ত্রেরই বাহ্যরূপেই মাত্র পার্থক্য। কিন্তু এর যে-কোনও একটীর সাধন কত্তে কত্তে যখন মন্ত্রের প্রাণে গিয়ে পৌছুবে, তখন দেখ্‌বে, একমাত্র ওঙ্কারই আছেন, আর কিছু নাই। এইটী হ'ল প্রণবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

আজিকার বক্তৃতা যাহা হইল, তাহা আমার মত অজ্ঞ মূর্খ কি বুঝিবে? দুই চারিজন স্বানুভব-লব্ধ মহাপ্রাণ পুরুষই সেইদিন শ্রীশ্রীবাবার কথার মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাকিবেন। কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটী বালক বা একটী স্ত্রীলোকও সভাস্থল পরিত্যাগ করিল না।

বড়ইয়াকুড়ি

২০শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী প্রাতে প্রবল হরি-ওঁ কীর্ত্তন সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীবাবা বড়ইয়াকুড়ি পৌছিলেন। কাজিয়াতলের কীর্ত্তন-সম্প্রদায় প্রায় এক মাইল পথ আগাইয়া দিয়া আসিলেন। বড়ইয়াকুড়ির কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ও গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে "সাধক হও", "পবিত্র হও", "দুর্ব্বলতাই পাপ", "সরলতাই ধর্ম্মের প্রাণ" প্রভৃতি বাণীসহকৃত পতাকা-হস্তে এক বিশাল শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিলেন। গ্রাম-প্রবেশের সময়ে প্রত্যেক গ্রামেই প্রণামের একটা বিশৃঙ্খল হুড়াহুড়ি হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ইয়াকুড়ি গ্রাম শৃঙ্খলার একটা অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। বিগত সনের ৭ই মাঘ তারিখে রহিমপুর আশ্রমে যে স্মরণীয় উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে যেমন প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্য্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল, বড়ইয়াকুড়ি তাহার

সম্পূর্ণ অনুকৃতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা বড়ই প্রীত হইলেন।

প্রাতে নয় ঘটিকায় সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনা-মণ্ডপ অনেকটা রহিমপুরের আদর্শে সজ্জিত ও সংন্যস্ত হইয়াছে। আজও সর্ব্বজনীন উপাসনার দিন। উপাসনা জমিল খুব ভাল। উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা সতেরটী দীক্ষার্থী নরনারীকে দীক্ষাদান করিলেন।

বেলা ১১ ঘটিকায় প্রসাদ গ্রহণের ঘণ্টা পড়িল। রহিমপুর, মোচাগড়া ও কাশীপুর হইতে অখণ্ড-ভ্রাতারা আসিয়া গত রাত্রি সম্যক্ জাগিয়া সকল কাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন শৃঙ্খলার সহিত কাজ হইল যে প্রশংসা করিতেই হয়। বেলা দুইটায় প্রসাদ দান বন্ধ হইল। শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র সাহাই এই উৎসবের প্রধান হোতা। গ্রামীণ বালক-যুবা-বৃদ্ধ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের ঐকান্তিক সহযোগের গুণে এই উৎসবের কার্য্য সকল দিকে নিখুঁত ভাবে সম্পাদিত হইল।

অপরাহ্ণ ঠিক্ তিনটায় ধর্ম্ম-সভার কার্য্য সুরু হইল। গ্রামবাসীদের অভিনন্দনাদি পাঠের পরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁহার মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তৎপরে আরও ২।১ জনের বক্তৃতা হইলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার অমূল্য ভাষণ আরম্ভ করিলেন। সভাস্থলে কমপক্ষে চারি হাজার লোক হইয়াছিল।

হে ভারত, আত্মস্থ হও

প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেকেই প্রশ্ন করে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? এই প্রশ্নের একমাত্র জবাব এই হতে পারে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেকেই নিজে ধ্বংস কর্ব্বে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর দিয়ে দেবীর ছিন্নমস্তা-শক্তির বিকাশ ঘটেছে। নিজেই নিজের শিরশ্ছেদন ক'রে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেই নিজের রুধির পান কর্ব্বে। আজ এই পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসলীলার মাঝখানে হে ভারত, তুমি আজ আত্মস্থ হও এবং পরের সম্পদ কেড়ে নেবার ভিতরে নয়, পরন্তু নিজভুজবলে জগতের সঙ্গত সম্পদ অর্জ্জন ক'রে জগদ্ধিতায় তা বিতরণেই যে সকল সার্থকতা, তা স্মরণ কর।

সভাভঙ্গের পরে জাহাপুরের জমিদার চন্দ্রকুমারবাবু, অশ্বিনীবাবু এবং অপরাপর কতিপয় মহোদয় ব্যক্তি পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীবাবাকে ধরিলেন ২৪শে পৌষ শ্রীশ্রীবাবার সাথে পূজনীয়া সাধনা দেবীও যেন জাহাপুর যাইয়া মহিলাদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করান। আগ্রহাতিশয্য দর্শনে শ্রীশ্রীবাবা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

নারীর শক্তি

২১শে পৌষ সোমবার শ্রীশ্রীবাবা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মৌনী রহিলেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় মহিলা-সভায় পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী আড়াই-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী বক্তৃতায় মহিলাদের জীবনে সামাজিক ও ধার্ম্মিক কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সুললিত উপদেশ দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দেড় হাজার মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—প্রত্যেক রমণীর স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে, সমাজ, পরিবার বা পরিজনবর্গ তাকে যতই হেয় মনে করুক না কেন, জগতের প্রতি তার অতি মহৎ কর্ত্তব্য আছে। পুরুষেরা নারীকে নিকৃষ্ট এবং সর্ব্বকার্য্যের অযোগ্য জ্ঞান করে ব'লেই নারীদের উচিত নয় সে কথা বিশ্বাস ক'রে নিজেকে সত্য সত্য নিকৃষ্ট হ'তে দেওয়া। নারীর যে কত

শক্তি, কত সামর্থ্য, কত বল, কত প্রভাব, তার প্রমাণ তাকে দিতে হবে জগতের কল্যাণকারিণী চেষ্টার মধ্য দিয়ে। পুরুষেরা দলে দলে ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, দেশের জন্য, জনসমাজের সেবার জন্য প্রাণ দিতে পারে, আর নারীরাই কি শুধু পিছনে প'ড়ে থাকবে? গৃহের সাধারণ কর্ত্তব্যের সুসম্পাদন থেকে সুরু ক'রে বৃহত্তর জগতের বৃহত্তর কর্ত্তব্য সমূহের সর্ব্বত্র নারীকে একথা প্রমাণিত কত্তে হবে যে, তাদের যে শাস্ত্রকারেরা মহাশক্তি নাম দিয়েছিলেন, সেটা শুধু খোশামুদি একটা কথা নয়, কবিজনোচিত অত্যুক্তিও নয়, সেই কথাতে সত্যও পূর্ণরূপেই নিহিত রয়েছে।

রাত্রে খানেবাড়ী-গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শন করিলেন এবং যাহাতে ২৫শে পৌষ প্রাতে সুরেশ্বরদী যাইবার পথে পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীবাবা এবং চম্পকনগর যাইবার পথে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী খানেবাড়ী-গোবিন্দপুর রেবতী বাবুর বাড়ী কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যান, এজন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আগ্রহাতিশয্য দর্শনে শ্রীশ্রীবাবা সম্মত হইলেন।

২২শে পৌষ মঙ্গলবার প্রাতে সাতটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা বড়ইয়াকুড়ি হইতে বাঁশকাইট রওনা হইলেন। পূজনীয়া সাধনা দেবী বড়ইয়াকুড়িই রহিয়া গেলেন এবং এই দিন সমগ্র দুপুরটা জুড়িয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন সহকারে গ্রামটীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমা করিলেন এবং প্রত্যেকটী গৃহে কিছুকাল বসিয়া গ্রামস্থ মহিলাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে উৎসাহ, আশ্বাস, অভয় ও সদুপদেশ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

বাঁশকাইট

বেলা সাড়ে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা বাঁশকাইট পৌছিলেন। স্কুলের

ছাত্রগণ, উড়িশ্বর, গোবিন্দপুর ও বাঁশকাইটের ভ্রাতারা সকলে তুমুল জয়-ধ্বনি এবং কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্কুল কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাণ্ড-বাদ্য সহকারে প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন।

বেলা নয়টার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা উড়িশ্বর হাই স্কুলের দালানের ভিত্তি-স্থাপন করিলেন।

জীবন গঠনে হেলা করিওনা

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় শ্রীশ্রীবাবা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অপরাপর কয়েকজন শিক্ষক এবং স্থানীয় একজন মৌলভী-সাহেব বক্তৃতা দান করিলে পরে শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

ছাত্র-জীবন

স্কুলের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ছাত্র-জীবন ভিত্তিগঠনের জীবন। এখন যত শক্ত ক'রে চরিত্রগঠন কর্ব্বে, ভবিষ্যৎ জীবন তত বৃহত্তর তত মহত্তর কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণের যোগ্য হবে। এ সময়ে এক জনেও জীবন-গঠনে হেলা ক'রো না।

স্বপ্নদর্শী হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিরন্তর কল্পনা কর যে, কত মহৎ তুমি ভাবী কালে হবে। চিরকালই তুমি সাধারণ মানুষ থাকবে না। তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ মহানুভব ব্যক্তিদের সমকক্ষ হ'তে হবে। অথবা শুধু সমকক্ষ কেন, তাদের চেয়ে মহত্তর, বৃহত্তর জীবনের অধিকারী হ'তে হবে। অবিরাম সেই স্বপ্ন দেখ। বর্ত্তমানের দুঃখ-দুর্দ্দশায়, বর্ত্তমানের বাধা-বিঘ্নে, বর্ত্তমানের ক্ষয়-ক্ষতিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'য়ো না। ভবিষ্যতের স্বপ্নের উপরে রংয়ের উপর রং চড়াও,

ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন কর এবং সেই স্বপ্নে সেই কল্পনায় দিনের পর দিন আগ্রহের দৃঢ়তা, অভিলাষের একাগ্রতা, লালসার অবিচ্ছিন্নতাকে যোগ কর। যা আজ স্বপ্ন, কাল তা বাস্তবে পরিণত হবে। বালক তোমরা, যুবক তোমরা, তোমরাই যদি জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহান্ স্বপ্ন না দেখ্‌বে, তবে দেখ্‌বে কে? তোমরা স্বপ্নদর্শী হও।

স্বপ্নের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহৎ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা কেবলই ভাব-বিলাসিতা নয়। নিজের ভবিষ্যতের কল্পনা যারা যত প্রগাঢ় ভাবে কত্তে পারে, জগতে তারাই তত মহান্ ব্যক্তি হয়। ভবিষ্যতের মহতী কল্পনা ছাড়া জগতে একজন লোকও বড় হ'তে পারেন নি। বিরাট প্রতিষ্ঠা, বিরাট যশ, বিরাট কীর্ত্তি, বিরাট কৃতিত্ব, বিরাট জনসেবা, বিরাট আত্মত্যাগ, —সব কিছুর জন্যই বিরাট কল্পনা-শক্তি, বিরাট ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন প্রয়োজনীয়। একে তোমরা কখনো নিরর্থক ব'লে জ্ঞান ক'রো না। জগজ্জোড়া দুঃখ-পুঞ্জ তোমরাই না একদিন দূর করবে? লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুরের মুখে তোমরাই না একদিন অন্ন পানীয় তুলে ধরবে? নগ্নকায় বস্ত্রহীনের পদতলে পাদুকা, কটিতলে বস্ত্রখণ্ড তোমরাই না পরম আদরে পরম স্নেহে পরিয়ে দেবে? নির্য্যাতিতের চখের অশ্রু, নিপীড়িতের বুকের ব্যথা, লাঞ্ছিতের সকল দুর্ভাগ্য আর বঞ্চিতের সকল অভাব-যন্ত্রণা তোমরাই না তোমাদের সবল পেশল বাহু-বিক্রমে দূর ক'রে দেবে? আত্মঘাতী মানব-সমাজকে অমৃতত্বের পথে তোমরাই না বাছারা টেনে নিয়ে যাবে? এত বিরাট তোমাদের ভাবী সাধনা, এত মহৎ তোমাদের ভাবী কর্ত্তব্য, এত ব্যাপক তোমাদের ভাবী জীবনের সুপ্রভাব। একথা কেবলি কল্পনা কর। কেবলি তার স্বপ্ন দেখ।

কল্পনা ও কাজ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু শুধু কল্পনাই কল্লে চল্‌বে না, সেই কল্পনার, সেই স্বপ্নের অনুযায়ী রূপে অনুকূল ভাবে তিলে তিলে পলে পলে তোমাদিগকে আত্মগঠনও কত্তে হবে। যা হতে চাও, তা হবার জন্য তোমাকে চেষ্টাও কত্তে হবে। বিনা শ্রমে কেউ কখনো লক্ষ্যকে লাভ কত্তে পারে না। বিনা যত্নে রত্নলাভ হয় না।

পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবা সভাভঙ্গ করিলেন। শ্রোতৃবর্গ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন। ধন্যবাদ-প্রদান প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,—এরূপ প্রাণমনোহারী উপদেশ-বাণী যাহার হৃদয় দ্রবীভূত করিবে না, সে বাস্তবিকই দুর্ভাগা।

মরিচাকান্দি হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁর হাইস্কুলে পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই এমন ভাবে ভ্রমণ-তালিকা প্রস্তুত হইয়া আছে যে, সময় করা অসম্ভব বিধায় শ্রীশ্রীবাবা সম্মতি দিতে পারিলেন না।

দীক্ষার পরেও সাধন চাই

২৩শে পৌষ বুধবার প্রাতে সমবেত উপাসনা হইল। বেলা দশ ঘটিকায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। সতের জন পুরুষ এবং এগার জন মহিলা অখণ্ড দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা প্রত্যেককে উপদেশ দিলেন, যেন দীক্ষা লইয়াই সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল বলিয়া কেহ মনে না করেন, দীক্ষা লাভের পরে সমগ্র জীবন যেন গভীর সাধনে নিমগ্ন থাকেন।

দীক্ষা কেন সৌভাগ্য-সূচক

এই প্রসঙ্গেই শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—তোমরা যারা দীক্ষা

পেয়েছ, তারা ভাগ্যবান্। কেননা, এতদিন পথ-নির্দ্দেশহীন লক্ষ্যহীন পথিকের মত তালে বেতালে এদিক থেকে সেদিকে আর সেদিক থেকে এদিকে ঘু'রে বেড়াচ্ছিলে। কিন্তু আজ যখন, পথ পেয়েছ, তখন লক্ষ্য-হীনতার দুর্ভাগ্য তোমাদের পরিত্যাগ করল।

দলবর্দ্ধনের কৃত্রিম চেষ্টা অনাবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নিজেরা দীক্ষা পাওয়ার পরে তোমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হবে, দীক্ষানুযায়ী সাধন করা, দলে দলে লোককে ডেকে এনে গুরু-ভ্রাতা বা গুরুভগ্নীতে পরিণত করা নয়। তোমাদের দল আপনি বাড়্বে, এজন্য কোনও ক্যানভাসিংএর প্রয়োজন হবেনা। দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অখণ্ড-সাধন গ্রহণ করার জন্য তীব্র ব্যাকুলতার সৃষ্টি হবে, তার জন্য তোমাদের বা আমার কোনও প্রচার-কার্য্যের আদৌ আবশ্যকতা নেই। এস নিজেরা নিজ নিজ ইষ্টনামে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করি। আমাদের আত্ম-সমর্পণের পূর্ণতাই পরিপূর্ণ জগৎকে আমাদের দিকে টেনে আনবে। ভগবদিচ্ছায় আমি কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নই। অফুরন্ত বহিঃকর্ম্মের মধ্য দিয়ে আমার জীবন-যাপন, আমার তপঃসাধন। তাই আধ্যাত্মিকতাবাদী সজ্জনেরা অনেকে আমাকে বুঝ্তেই পারেন না। অন্যে ত' দূরের কথা, আমার কয়জন সঙ্গীই আমাকে বুঝ্তে পেরেছে? কিন্তু একথা জেনো, অখণ্ড-মন্ত্রের প্রতি আমার যে কুণ্ঠাহীন আনুগত্য, তাই আমার নিকটে নিখিল জগৎকে টেনে আন্বে। অন্য কোনও কৌশলের প্রয়োজন হবে না।

মেলামচর

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মেলামচর রওনা হইলেন। এইটী

একটী নমঃশূদ্র-অধ্যুষিত গ্রাম। মেলামচর ফ্রি-বোর্ড স্কুলের প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা পৌছিবার পূর্ব্বেই প্রচুর জন-সমাগম হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবা পৌছিয়াই সভার কার্য্য শুরু করিয়া দিলেন।

উচ্চনীচের ভেদাভেদ অলীক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ নিজেকে নীচ জাত বা ছোট জাত বলে ভেবে ভেবে মন-মরা হয়ে থেকো না। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নীচ, উচ্চ, সকলের আত্ম-ত্যাগের ভিতর দিয়ে গঠিত হবে। নীচ, ছোট, অন্ত্যজ বলে নিজেদিগকে ধিক্কার দিও না। সমাজের সর্ব্ববিধ সেবার ভিতর দিয়ে তোমরা উচ্চ ও মহৎ হবার চেষ্টা কর। জগতে উচ্চ বা নীচ বলে কারো কপালে মার্কা মারা থাকে না। নীচ কার্য্যের দ্বারাই মানুষ নীচ হয়, উচ্চ কার্য্যের দ্বারাই মানুষ উচ্চ হয়। জাতিভেদের বিচার, জন্মস্থানের বিচার প্রভৃতিকে তুচ্ছ ক'রে ভবিষ্যৎ ভারতে এক নবমহাবলীয়ান্ বীর্য্যবান্ জাতির আবির্ভাব অতি দ্রুতই অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। তোমরা সেই মহাঘটনায় নিজেদের পবিত্রতা ও ত্যাগ-শক্তির ভিতর দিয়ে সহযোগ প্রদান কর।

পূর্ণ দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইল। সন্ধ্যায় সভাভঙ্গ হইল। তুমুল "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা বড়ইয়াকুড়ি রওনা হইলেন।

বড়ইয়াকুড়ির বিশেষত্ব

২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে জাহাপুর যাইবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীবাবা তের জন দীক্ষার্থীকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। ২০ তারিখও বড়ইয়া-কুড়িতে ১৭ জন দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উভয়

দিনেই বড়ইয়াকুড়ির একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা গেল। শ্রীশ্রীবাবা ত' একটী হরীতকীমাত্র দক্ষিণা লইয়া দীক্ষা দান করিয়া থাকেন, যেহেতু ইহা দেশ-প্রচলিত দৃঢ়মূল সংস্কার যে, দক্ষিণা-হীন দীক্ষা সফল হয় না। কিন্তু বড়ইয়াকুড়িতে প্রত্যেক দীক্ষার্থী কেহ দুই আনা, কেহ চারি আনা, কেহ দুই টাকা, কেহ চারি টাকা গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হরীতকী দক্ষিণাই ত' বাবা যথেষ্ট, টাকাকড়ির কোন্ প্রয়োজন?

দীক্ষার্থীরা বলিলেন,—হরীতকী ত' ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট মূল্যবান্ বস্তু, তাই সন্ন্যাসী একটী হরীতকী দক্ষিণা পেয়েই কত সন্তুষ্ট। কিন্তু আমাদের নিকটে হরীতকীর কোনও মূল্যই নেই। এজন্যই শুধু হরীতকী দক্ষিণা দিয়ে মনে হয় যেন গুরুদেবকে প্রবঞ্চনা কর্ল্লাম। তাই যে অর্থ আমাদের নিকটে মূল্যবান্, তা যথাশক্তি দেওয়ার আগ্রহ জন্মেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুদক্ষিণা যাই দাও বাপু, দীক্ষা নিয়ে তারপরে যদি আর সাধন-ভজন কিছু না কর, তবেই জানবে সেরা প্রবঞ্চনা হ'ল। দীক্ষাদানে শক্তিক্ষয় আছে, কিন্তু তোমরা সাধন-ভজন কর্ব্বে ভেবেই দীক্ষা দেই।

জাহাপুর

চন্দ্রকুমার বাবু নিজের পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী উহাতে করিয়া খুব ভোরেই জাহাপুর চলিয়া গিয়াছেন। লক্ষীপুর, দৌলতপুর, উড়িশ্বর, মোচাগড়া, গুঞ্জর, মালিসাইর, বড়ইয়াকুড়ি প্রভৃতি স্থানে পূজনীয়া সাধনা দেবীকে যেরূপ বিপুল কীর্ত্তন-সহকৃত অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বেলা আট ঘটিকার সময়ে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের সুমধুর সুর-লহরী শুনিতে শুনিতে যুবজনগণের বিপুল হর্ষকোলাহলের মধ্যে জাঁহাপুর পৌছিলেন।

জীবন-গঠনে ব্রতী হও

কর্ম্ম-তালিকায় ছিলনা, তথাপি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীবাবা বেলা দুই ঘটিকায় জাহাপুর হাইস্কুলে যাইতে বাধ্য হইলেন। বিগত ১৩৩৮ সালের ২রা শ্রাবণ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে শ্রীশ্রীবাবা প্রলোভন দমনের উপায় সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক উপদেশ-ভাষণ শুনাইয়াছিলেন। আজ দশ বৎসর পরে পুনরায় এখানে আসিতে পারিয়া শ্রীশ্রীবাবা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অভিনন্দন-পত্র সকল স্থানেই দেওয়া হইতেছে, কিন্তু জাহাপুর স্কুলের অভিনন্দনে শিক্ষক মহাশয়েরা শ্রীশ্রীবাবার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যেরূপ প্রাণঢালা সমর্থন করিলেন, তাহা আমাদের মর্ম্মকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিল।

অভিনন্দন-পত্রের উত্তর-দান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া ছাত্রদিগকে জীবন-গঠনমূলক উপদেশ সমূহ প্রদান করিলেন। বাহির হইতেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। স্কুল-গৃহে তিলার্দ্ধমাত্র স্থানও ছিল না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভবিষ্যতের পানে আশারুণ দৃষ্টি নিয়ে, হে ভারতের ভবিষ্যতের ভরসার স্থল যুবক বৃন্দ, তোমরা প্রাণপণে আত্মগঠন কর। সকল পাপাচার ও পাপচিন্তাকে সুদূরে নির্ব্বাসন দিয়ে পবিত্র এবং কার্য্যক্ষম জীবন গঠনে ব্রতী হও।

দায়িত্ব ভুলিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অন্ধ, আতুর, অনাথ নরনারী ব্যাকুল নয়নে তোমাদেরই মুখপানে তাকিয়ে আছে। তাদের তৃষ্ণায় তোমরা দেবে সুপেয় বারি, তাদের ক্ষুধায় তোমরা দেবে সুখসেব অন্ন, তাদের দুঃখের নিশা তোমরাই করবে তোমাদের মহান্ আত্মোৎসর্গের মহিমায় অপগত, তাদের চির-দুর্ভাগ্য-ক্লিষ্ট মুখ-মণ্ডলে তোমরাই ফুটাবে নিত্যসুখের স্নিগ্ধ হাসি। এতবড় নিদারুণ কর্ত্তব্য-ভার স্কন্ধে নিয়ে আজ মানব-জন্ম গ্রহণ করেছ। হে যুবকবৃন্দ, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ভুলে যেওনা।

কর্ত্তব্য ও চরিত্রবল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ত্তব্যের পথে কত বাধা আস্‌বে, কত বিঘ্ন আস্‌বে,—সব তোমাদের পদ-বিদলিত ক'রে অগ্রসর হ'য়ে যেতে হবে। একটী নিমেষের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত হ'লে চল্‌বে না। চরিত্রের যে দৃঢ়তা অর্জ্জন কল্লে কর্ত্তব্যের সম্মুখে এসে মানুষ কুণ্ঠা-বিমূঢ় হয় না, সেই চরিত্র অর্জ্জন কর। চরিত্রবান্ ব্যক্তিই কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম, চরিত্রহীনেরা নয়। কর্ত্তব্যের দায় কোনও অবস্থাতেই নিজ স্কন্ধ থেকে অপসারিত ক'রে অপরের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা কর্ব্বে না, এই সঙ্কল্প কর এবং সর্ব্বতোভাবে এমন চরিত্র গঠন কর, যেন এই সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার। চরিত্র-বলে বলীয়ান্ পুরুষসিংহ কখনো কর্ত্তব্য পালনে ভয় পায় না।

নিখিল জগৎ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হউক

অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময়ে জমিদার-বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশাল

সভার অধিবেশন হইল। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার অখণ্ড-সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে ভক্তদাদাও কিছু বলিলেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবার মধুর ভাষণ আরম্ভ হইল। সভাস্থলে পাঁচ হাজারের উপরে শ্রোতা হইয়াছে। এইরূপ জনবহুল সভা এই অঞ্চলে নাকি শীঘ্র আর দেখা যায় নাই।

বক্তৃতা অতীব মনোজ্ঞ হইল। এ বক্তৃতা যে শুনিয়াছে, সে বোধ হয় জীবনে আর ইহা ভুলিতে পারিবে না। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় এই বক্তৃতাগুলির কোনও বিস্তারিত রিপোর্ট রাখা হয় নাই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বপ্রকার ভেদ-বুদ্ধি বিস্মৃত হয়ে এস আজ আমরা ইষ্টের চরণে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হই। ভেদবুদ্ধির প্রাচীর নির্ম্মাণ ক'রে আমরা ভগবানের সাথে নিজেদের ব্যবধান রচনা ক'রে নিজেদেরও সর্ব্বনাশ করেছি, দেশ, জাতি এবং সমাজেরও সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছি। হৃদয় থেকে সকল অনর্থমূল নীচতা পরিহার ক'রে এস আজ আমরা প্রেমকে সত্য বলে স্বীকার করি, প্রেমকে অমোঘ আশ্রয় বলে গ্রহণ করি। জগৎ থেকে কাটাকাটি মারামারি দূরীভূত হউক, নিখিল জগৎ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হউক।

প্রেমই সত্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে প্রেমই একমাত্র সত্য। ভক্তে ভগবানে প্রেম, মানুষে মানুষে প্রেম, জীবে জীবে প্রেম,—যেই প্রেম স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা সকলে এক বিশ্বপিতারই ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে, ভিন্ন জাতিতে পরিচিত সন্তান মাত্র। নাম, গোত্র, জাতির

পার্থক্যে স্বরূপের পার্থক্য হয় না। আমরা সকলেই যে সেই একই প্রেমময় পরমপুরুষের এক কণা প্রেমের ভিখারী, এই সত্যই জগতের সেরা সত্য। এর সঙ্গে যে তত্ত্বের বিরোধ, সে অসত্য। এর সঙ্গে যে মতবাদের কলহ, তা মিথ্যা। ভগবৎ-প্রেমই জগতে পরিপূর্ণ সত্য এবং জগতের যত জনের সাথে যত জনের প্রেম, সবই এই ভগবৎ-প্রেম থেকেই উদ্ভূত ব'লে তাও সত্য। এস আজ প্রেম-ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহে পরস্পর পরস্পরের হাত ধ'রে ডুব দেবার জন্য নেমে যাই, এস আজ সহস্র যুগের পুঞ্জিত যাবতীয় চিত্ত-মালিন্য এবং বিদ্বেষের আবর্জ্জনা ঐ পবিত্র বারি-প্রবাহে ভাসিয়ে দেই, এস আজ মানুষ মাত্রকেই প্রাণের বন্ধু, প্রেমের ভাই ব'লে রোমাঞ্চিত কলেবরে আলিঙ্গন করি। এস আজ সর্ব্ববিধ ভেদ-বিসম্বাদ বিদূরিত ক'রে দিয়ে এই দুঃখ-কোলাহলময় পৃথিবীতে, এই নিত্যদ্বন্দ্বপ্রপীড়িত ধরিত্রীর বুকে নিত্যশান্তি নিত্যসুখ প্রতিষ্ঠিত করি।

শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা পৌনে তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হইল।

জগজ্জননীর পুনরাবির্ভাব

রাত্রি সাত ঘটিকায় জমিদারবাড়ীর ভিতরের নাট-মন্দিরে শুধু মহিলাদিগকে লইয়া একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইল। শ্রীশ্রীবাবা অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল একটী প্রেরণাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী দেড় ঘণ্টাব্যাপী একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রমণীমাত্রের মুখ-দর্শনে আমার নয়ন-সম্মুখে আমার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পবিত্র মুখমণ্ডল এসে প্রতিভাত হয়, যিনি আমার ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিতে জন্মদাত্রী। তাঁর প্রতি পদধূলিতে কোটি কোটি তীর্থরাজি বিরাজ করে। তোমরা প্রত্যেকে আমার সেই জননীর মতন হও। দয়ার অফুরন্ত আকর, স্নেহের জীবন্ত

বিগ্রহ, মমতার প্রতিচ্ছবি, জীবকুলের দুঃখে আকুলহৃদয়া, বিশ্বমৈত্রীর আধারস্বরূপা, অভয়দায়িনী, সান্ত্বনাভাষিণী, পতিতোদ্ধারিণী সেই জননীর মত তোমরা হও। জগন্মাতা এই দেশেই না বারংবার নারীমূর্ত্তি-ধারণ ক'রে আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন ব'লে তোমরা পুরাণ-শাস্ত্রে পাঠ কর,—তোমাদের নিজেদের মধ্য দিয়ে সেই অত্যাশ্চর্য্য আবির্ভাবকে তোমরা পুনরায় সম্ভব কর। মালিন্যহীন চিত্ত, আবিলতাহীন মন, দুর্ব্বলতাহীন হৃদয়, লালসাবিহীন স্নেহ, স্বার্থবুদ্ধিহীন দয়া, কাম-কলুষ-বর্জ্জিত করুণা দিয়ে তোমরা এই পৃথিবীকে এমন ক'রে ঘিরে ধর, যেন জগৎ বল্‌তে বাধ্য হয়, যে, তোমরা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় পুত্রকন্যার মাতা নও, তোমরা নিখিল জগতের জননী। জগজ্জননীর পুনরাবির্ভাবের জন্যই আজ দুঃখার্ত্ত, বিপন্ন, বিষণ্ণ জগৎ ব্যাকুল। তোমরা নিজেদের স্বরূপ-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে জগতের দুঃখ হরণ কর মা, জগতের বিপত্ত্রাণ কর, জগতের বিষাদ-কালিমা-গ্রস্ত মুখ-মণ্ডলে সুখের, তৃপ্তির, অভয়ের এবং পবিত্রতার দিব্য হাসি ফুটাও। সত্যি সত্যি জগজ্জননীর পুনরাবির্ভাব হউক।

জননীর গৌরব

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বলিলেন,—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা তোমাদেরই গর্ভে আবির্ভূত হন। ভেবে দেখ জননী এবং ভগিনীগণ, এটা তোমাদের কত বড় গৌরব। তাঁরা মাটি ফুঁড়ে বেরুন না, আকাশ ফেঁড়েও নামেন না, তাঁরা তোমাদেরই গর্ভে আবির্ভূত হন, দশমাস দশদিন অন্ধ-কারা-গৃহ-সম জঠর-বেষ্টনীর মধ্যে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বাস করেন, তোমাদের একটী নাড়ীর সাথে নিজেদের নাভীর যোগ সাধন ক'রে নিয়ে তার ভিতর দিয়ে তোমাদের দেহের শোণিতে নিজ নিজ ভৌম দেহকে রক্ষা করেন।

কপিল, কণাদ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য এঁরা এই ভাবে নারীকে জগতের শ্রেষ্ঠ গৌরব দান করেছেন। সে গৌরব জননীর গৌরব। তোমরা সেই গৌরবের মহিমাকে উপলব্ধি কত্তে চেষ্টা কর। কতখানি তোমরা কামের কিঙ্করী, সেটা তোমাদের গৌরব নয়, সেটা তোমাদের অগৌরব, তোমাদের পরাজয়। কতখানি তোমরা জননী, সেটাই তোমাদের গৌরবের, সেটাই তোমাদের জয়। এই গৌরবকে অবিনশ্বর রাখ্‌বার তপস্যায় আজ তোমরা ব্রতী হও।

ভিটিকান্দী-গোবিন্দপুর

২৫শে পৌষ শুক্রবার সূর্য্যোদয়-কালে ভিটিকান্দী-গোবিন্দপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার পাল আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ ভাবে ধরিলেন যে, আজ শ্রীশ্রীবাবাকে এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীকে ভিটিকান্দি-গোবিন্দপুর যাইতেই হইবে। কিন্তু প্রগ্রাম যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে সময় করা যায় না। শচীন্দ্র-দা কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভ্রমণ-তালিকা যে প্রস্তুত হইতেছে, এ সংবাদ তিনি জানিতেন না এবং কলিকাতায় যুদ্ধজনিত নানা গোলযোগ হওয়াতে হঠাৎ তিনি চলিয়া আসিয়া মাত্র কাল খবর পাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবার এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীর * ভ্রমণ ও প্রচার কার্য্য এই অঞ্চলেই চলিতেছে।

---

* পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে শ্রীশ্রীবাবার অধিকাংশ শিষ্যই দিদি বা দিদিমণি সম্বোধন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সম্পাদক দিদি সম্বোধন করেন না বলিয়াই গ্রন্থে "দিদি" বা "দিদিমণি" কথাটী উল্লিখিত হয় নাই।

অগত্যা স্থির হইল, পূজনীয়া সাধনা দেবী প্রথমে ভিটিকান্দি-গোবিন্দপুর যাইবেন এবং মহিলাদের নিকটে নারীজীবনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে অর্দ্ধঘণ্টাকাল কিছু বলিয়া বেলা ১০ টায় খানেবাড়ী-গোবিন্দপুর আসিবেন এবং এখানে রেবতী বাবুর বাড়ীতে সমাগতা মহিলাদের নিকটে ঘণ্টা-খানেক কিছু বলিয়া আহারান্তে দুই ঘটিকায় চম্পকনগর রওনা হইবেন। শ্রীশ্রীবাবা সম্মত হইলেন সত্য, কিন্তু মন্তব্য করিলেন যে, এইরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রগ্রামের মাঝখানে যদি প্রায়ই নূতন নূতন স্থান ও কর্ম্মের সংযোজন করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মীদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না।

সম্বন্ধের সত্যতা

তখন তখনই পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ভিটিকান্দি-গোবিন্দপুর রওনা হইলেন। অতি মনোজ্ঞ এক সম্বর্দ্ধনা প্রদান করা হইল। গৃহে গৃহে শঙ্খনাদ ও উলুধ্বনি হইতে লাগিল। বিপুল পুষ্প ও লাজ-বর্ষণের মধ্যে ব্রহ্মচারিণীজী ভিটিকান্দি-গোবিন্দপুর পৌছিলেন।

কথা ছিল অর্দ্ধ ঘণ্টা বক্তৃতার। কিন্তু বক্তৃতা দিতে হইল প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল। উৎকর্ণ হইয়া পুরুষ ও মহিলারা পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী-জীর বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। শচীন্দ্র-দা নিজেকে বারংবার কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বলিলেন,—স্ত্রী হও, পুরুষ হও, জগতের সকলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তোমার স্ত্রীত্ব দিয়েও নয়, পুংস্ত্ব দিয়েও নয়, তুমি যে ভগবানের সন্তান, এইটী দিয়েই জগতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। নিজেকে ভগবানের সঙ্গে সত্যরূপে যতক্ষণ যুক্ত কত্তে না পাচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের কারো সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক সত্য হবে না। ভগবান যখন তোমার জীবনে সত্যরূপে উপলব্ধ হবেন,

একমাত্র তখনই তুমি জগতের প্রত্যেকের প্রতি নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন কত্তে পার্ব্বে। শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে আমরা আবাল্য এই শিক্ষাই পেয়েছি, তাই সেই শিক্ষাই তোমাদের কাছে বিতরণের জন্য এসেছি।

অতঃপর, এই ভাগবতী সত্যানুভূতির উপরে সংসারের সকল কর্ত্তব্যকে ভিত্তিমান করিয়া নরনারী কিভাবে পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালন করিবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ হইল। বক্তৃতায় শত শত শ্রোতার জীবনে যেন এক নবচেতনার সঞ্চার হইল। শ্রীশ্রীবাবা ভিটিকান্দি-গোবিন্দপুরে পদধূলি দিলেন না বলিয়া অনেকের মনে দুঃখ ছিল, কিন্তু পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীর পবিত্র মুখ হইতে নিঃসৃত শ্রীশ্রীবাবারই সব বাণী শুনিয়া সকলের আক্ষেপ নিবারিত হইল।

খানেবাড়ী-গোবিন্দপুর

জাহাপুর হইতে শ্রীশ্রীবাবা বেলা সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে খানেবাড়ী-গোবিন্দপুর শুভাগমন করিলেন। সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলায় রেবতী বাবু শ্রীশ্রীবাবার বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। এই স্থানে এক ঘণ্টা প্রতীক্ষার পরে শ্রীশ্রীবাবা সুরেশ্বরদী রওনা হইলেন। খানেবাড়ী-গোবিন্দপুরে শ্রীশ্রীবাবা কোনও বক্তৃতা দিলেন না সত্য, কিন্তু কিছুক্ষণ যে বিশ্রাম করিয়া গেলেন, ইহাতেই গ্রামবাসীদের কত আনন্দ।

পদরেণুর বাণী

শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীশ্রীবাবার এক একটা পদধূলি থেকে জগতে কত কত বক্তার জন্ম হবে, তা আমরা বুঝি, তা আমরা জানি। তিনি এখানে বক্তৃতা দিলেন না ব'লে দুঃখ করার কিছু নেই, তিনি যে তাঁর পদধূলি এ অধমের গৃহে রেখে গেলেন, সেটাই পরম গৌরবের।" জাহাপুরের জনৈক গোস্বামী, (যাঁহার বহু শিষ্য-প্রশিষ্য

আছে), বলিলেন,—"মহাপুরুষদের পদরেণুর ভিতরেই কত ভাষণ, কত সঙ্গীত লুকিয়ে আছে। তাঁদের দেওয়া উপদেশ প্রাণ দিয়ে পালন কর, তাহ'লেই সে ভাষণ, সে সঙ্গীত শুন্‌তে পাবে।"

রেবতী বাবুর গৃহে শ্রীশ্রীবাবা জলযোগ করিলেন। তৎপরে সমাগত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হইল। অফুরন্ত "হরি-ওঁ" ধ্বনির মধ্যে এক মহানন্দের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া সহসা শ্রীশ্রীবাবা পাল্কীতে আরোহণ করিলেন।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক

বেলা এগার ঘটিকার সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী খানে-বাড়ী পৌছিলেন। এখানে মহিলা এবং পুরুষেরা তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা চলিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাদের সকলেরই মন বিষণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মচারিণীজী আসিবেন, এই প্রত্যাশার আনন্দ নিয়া প্রত্যেকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বক্তৃতা শুরু হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা চলিল। ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারী এবং পুরুষ দুইজনে মিলে এই সংসারটীকে গড়েছে। কিন্তু তাদের দুই জনের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা কি? এটা ত' কেউ চিন্তা করে না! লালসার আর্কষণে একে অপরকে নিজের উপ-ভোগের বস্তু ব'লে জ্ঞান তারা কচ্ছে, কিন্তু সেটাই কি তাদের মধ্যে প্রকৃত এবং সত্য সম্বন্ধ? নিশ্চয়ই নয়! ভগবানকে দর্শন করা, ভগবৎ-প্রেমের উপলব্ধি করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র কৃত্য। সেই লক্ষ্য লাভকল্পে নারী পুরুষের উত্তরসাধিকা, পুরুষ নারীর উত্তরসাধক। শ্রীশ্রীবাবা এই কথাই জগৎকে বারংবার তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়েছেন। আমিও সেই বাণীই আপনাদের শুনাব।

তৎপরে পূজনীয়া সাধনা দেবী ভগবল্লক্ষ্য হইয়া জীবন পরিচালনের উপায় সম্পর্কে বলিয়া উপসংহার করিলেন।

বক্তৃতান্তে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করিয়া পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী চম্পকনগর রওনা হইলেন।

সুরেশ্বরদী

এদিকে বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা সুরেশ্বরদী স্বর্গীয় বসন্তকুমার রেবতী মোহন সরকারের গৃহে আগমন করিলেন। সুরেশ্বরদী শ্রীশ্রীবাবার আগমন হইবে কিনা, এই বিষয়ে একটা অনিশ্চয়তা ছিল। এজন্যই বোধ হয় অন্যান্য গ্রামের ন্যায় এই গ্রামে সর্ব্বজনের সহযোগ যেন অনুভব করা গেল না। কিন্তু স্বর্গীয় বসন্তবাবুর পুণ্যবতী বিধবা সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ অভ্যাগত ও প্রসাদ-প্রাপকদের অভ্যর্থনা-বিষয়ে যে সুব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

অদ্বিতীয় নাম

বেলা এগারটায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। তিনজন মহিলা এবং সাত জন পুরুষ অখণ্ড দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষিতদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—আজ যে মহামন্ত্র পেলে, এ'কে জান্‌বে একেবারে অদ্বিতীয়। এর সমকক্ষ আর কোনো মন্ত্র নেই। জগতের যত মন্ত্র, সবমন্ত্রের এটী শ্রেষ্ঠ, এটী হচ্ছেন মন্ত্ররাজ, সকল মন্ত্রের ইনি রাজাধিরাজ। এই একটী মন্ত্র ধ'রে ভগবানকে ডাকলে তাঁর সকল নাম এক সঙ্গে করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে, ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। এই একটী মাত্র নামে তাঁকে ডাক্‌লেই তিনি পরম তুষ্ট, পরম তৃপ্ত।

রঘুনাথপুর

আহারান্তে বেলা দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা রঘুনাথপুর রওনা হইলেন। নদী পার হইবার পরেই অনুভব করা গেল যে, রঘুনাথপুর গ্রামের যেন সব লোক মিলিয়া একটী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। বিপুল উৎসাহের ভিতরে সকলে শ্রীশ্রীবাবাকে গ্রহণ করিলেন। পূজনীয়া সাধনা দেবী আসিলেন না বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সাহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবা অবস্থান করিলেন।

শত্রু তোমার অন্তরে

সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শত্রু তোমার বাহিরে নয়, শত্রু তোমার অন্তরে। অন্তরের শত্রুকে খুঁজে বে'র কর এবং জ্ঞানের শলাকা দিয়ে বিদ্ধ ক'রে তাকে ধ্বংশ কর। বাইরে কাকে শত্রু বলে মনে কচ্ছ? জগতে সবাই তোমার আপন ভাই, একজনও তোমার পর নয়, একজনও তোমার অনাত্মীয় নয়। অন্তরের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি শত শত্রুকে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষার মত পোষণ কচ্ছ, তাই জগতের সকল আত্মীয় অনাত্মীয় হয়ে যাচ্ছে, জগতের সকল আপন জন পর হয়ে যাচ্ছে, সকল মিত্র শত্রু হচ্ছে।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল।

নিলখি ও চম্পকনগর

২৬শে পৌষ প্রাতে রঘুনাথপুরে কয়েকজন দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা নিলখি রওনা হইলেন। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবার মৌন। নিলখি-গ্রামবাসিগণ এক প্রাণস্পর্শী

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু মৌনাবস্থা বলিয়া কেহই শ্রীশ্রীবাবার চরণ-স্পর্শ করিলেন না। এই বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হইয়াছে দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা বড়ই প্রীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহার গৃহে বাবার অবস্থিতি হইতেছে। মৌন-ভঙ্গের পরে রাত্রি ৯৷৷টায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম সন্দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা এই গ্রামে ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে পুনরায় প্রথম দর্শন মাত্রই সকলকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেন দেখিয়া সকলে স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

নবযুগের দাবী

অদ্য পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী অপরাহ্ণে চম্পকনগর গ্রামে মহিলাদের এক জন-বহুল সভায় পূর্ণ দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। চম্পকনগর গ্রামে এক অপূর্ব্ব নারী-জাগরণের উন্মেষ ইহাতে ঘটিয়াছে।

পূজনীয়া সাধনা দেবী বলিয়াছেন,—নারী যদি স্মরণ করে যে তার জীবনের মহিমা কত, মর্য্যাদাই বা কি, তাহ'লে সে কখনো লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, নিয়ম-নিষ্ঠা-বর্জ্জিত, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন কর্ত্তে পারে না। জীবনের মহিমা যে জানে না, জীবনের উদ্দেশ্য যে ভাবে না, সে-ই পবনান্দোলিত বেতস-পত্রের মতন যে-কোনও একটা ভাব-হিল্লোল আসা মাত্র নির্ব্বিচারে তাতে অঙ্গ ঢেলে দেয়, ভাবে না ভবিষ্যৎ কি, ভাবে না অতীতের সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং পারম্পর্য্য কোথায়, ভাবে না এর প্রভাবে সমাজ এবং জাতির জীবনে কোন্ কুশলের উন্মেষ হবে, কোন্ অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের তোমাদের

কোনো অধিকার নেই। আত্মার উদ্ধারের জন্য, জগতের মুক্তির জন্য, কোটি কোটি দুঃখার্ত্তের ত্রাণের জন্য আজ তোমাদের নিজস্ব মহিমা সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। নারী শুধু গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে যাবার জন্য নয়, নারী জগতের পথ-প্রদর্শিকা হবে, নারীর নিকটে আজ নবযুগের এইটী হচ্ছে দাবী।

নিলখির সমবেত উপাসনা

২৭শে পৌষ নিলখির প্রাতঃকালীন সমবেত উপাসনায় পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী যাহাতে যোগদান করিতে পারেন, তজ্জন্য শেষ-রাত্রে উঠিয়াই নিলখির যুবকেরা খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চম্পকনগর গিয়াছেন। উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে লইয়া সকলে মহা-সমারোহ সহকারে আনন্দকোলাহলময় উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে নিলখি পৌছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহিলা-সমাজে উলুধ্বনির হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক্ আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবার পরিচালনে নিলখির সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হইল। বিগত ১৩৪৭এর ৭ই মাঘ রহিমপুর আশ্রমে যে উপাসনা-উৎসব হইয়াছিল, এখানে তাহার শৃঙ্খলার অনুকরণ-চেষ্টা দেখা গেল। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, রহিমপুরের ৭ই মাঘের উৎসবে যাঁহারা যোগ দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রামের উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলি বিনাড়ম্বরে পরিপাটিরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে যে সকল বিশেষ অনুষ্ঠানাদি হয়, চতুর্দ্দিক হইতে সকলে গিয়া তাহাতে যোগদান করার কি যে সুফল, তাহা আমরা অনেক গ্রামেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই সম্পর্কে চম্পকনগর, হোম্না, রামকৃষ্ণপুর, পূর্ব্বহাটি, মাঝিয়ারা, শ্রীঘর, নসিরাবাদ, চন্দনাইল, বাঙ্গরা, মণিঅন্ধ, পূর্ব্ব-

ধৈর প্রভৃতি গ্রামে আমরা রহিমপুরের স্মরণীয় উপাসনা-উৎসবের অল্পাধিক সাফল্যপূর্ণ অনুকৃতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ইহার বৎসর দুই পূর্ব্বে ফেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র রেবতীমোহন পোদ্দারের বাড়ীতেও একটী উপাসনা-অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যাহাতে নানা দিগ্‌দেশ হইতে ভক্তগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সেই অনুষ্ঠানেরও প্রত্যক্ষ সুফল চতুর্দ্দিকের নানাস্থানে পড়িয়াছিল। একদা হয়ত রহিমপুর আশ্রম থাকিবে না, কিন্তু ৭ই মাঘের স্মরণীয় উৎসবের পবিত্র প্রভাব দিকে বিদিকে অনন্তকাল বিস্তারিত হইবে।

উপাসনা বনাম উৎসব

উপাসনা-ব্যবস্থার সুচারু সম্পূর্ণতা দর্শনে পুলকিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, উৎসবের বারো আনাই হচ্ছে এই উপাসনাটুকু, দু-আনা ধর্ম্মসভা আর দু-আনা প্রসাদ বিতরণ। উপাসনা যেখানে সুষ্ঠু-ভাবে সম্পাদিত হ'ল, জানবে সেখানে উৎসবের বারো আনাই সুসম্পাদিত হয়ে গেল।

নামেই একান্ত আশ্রয় লও

উপাসনান্তে বারো জন পুরুষ এবং বারো জন মহিলার দীক্ষা হইল।

দীক্ষান্তে উপদেশ-স্বরূপে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের চরণে একান্ত ভাবে শরণাগত হও। নিজের জীবনের সকল নির্ভর একমাত্র নামের উপরে দাও। অফুরন্ত বিশ্বাস নামেতে অর্পণ কর। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, উত্থানে, পতনে, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় নামই যে তোমার একমাত্র আশ্রয়, একথা একটী নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হবে না। নামকেই জীবনের পরম শরণ, পরম সঞ্চয়, পরম পাথেয় ব'লে গ্রহণ কর। সমগ্র

মনপ্রাণ দিয়ে নামকে জীবন-প্রভু ব'লে মেনে লও। নামের ভিতরেই নামী লুকিয়ে আছেন। নামের ভিতর দিয়েই সেই নামীকে জীবনের পরমপ্রভু ব'লে উপলব্ধি কর।

ধর্ম্মের প্রাণ সংযম

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা দুই ঘণ্টা-ব্যাপী একটী অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের প্রাণ সংযম, সংযমের প্রাণ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-সাধন কত্তে গিয়ে যদি অসংযম আসে, তা'হলে বুঝ্‌বে যে কোথাও কোনও গোল ঘটেছে। সংযম-সাধন কত্তে গিয়ে যদি অধর্ম্ম আসে, তা'হলে বুঝ্‌বে যে, নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ত্রুটী হয়েছে। একটী আর একটীর অনুপূরক, একটী আর একটীর বলবর্দ্ধক। প্রত্যেক পল্লীতে সংযমী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের আবির্ভাব হোক্, জগৎ পবিত্র হোক্।

ধর্ম্মের নামে অসংযম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের নাম ক'রে অসংযমের প্রসার জাতির এক গুরুতর দুর্গতির সূচক। পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক সময় এই দুর্গতি এসেছে। কিন্তু সেই সব দেশে সেই সব কালে মানুষের তত্ত্বচিন্তার স্তর খুব উচ্চ ছিলনা। ভারতের অবস্থা সেই সব দেশের চাইতে তত্ত্বচিন্তার দিক্ থেকে সর্ব্বদাই পৃথক্ ছিল এবং আছে। আজও ভারতের একটা চাষা জমিতে লাঙ্গল চালাতে চালাতে যে তত্ত্বচিন্তা অনায়াসে করে, পাশ্চাত্য দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা হয়ত সপ্তাহে একদিন ছাত্র-পড়াবার সময় স্বল্প কাল সেই সব চিন্তার একটু-আধটু কাছ ঘেঁষেন মাত্র। তত্ত্বচিন্তা ও রসানুভূতির দিক্ দিয়ে যেই দেশের একান্ত সাধারণ লোকও

বিনা বিদ্যায়, বিনা পাণ্ডিত্যে, বিনা অধ্যয়নে, বিনা স্বাধ্যায়ে, বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে, একমাত্র প্রতিবেশ-প্রভাবের দরুণ এত অগ্রসর, সেই দেশেতে ধর্ম্মের নাম ক'রে অসংযমমূলক কদর্য্য অনাচার যে কত বড় দুর্ম্মতির পরিচায়ক, তা আপনারা ভেবে দেখুন। দুর্ম্মতি চিরকাল দুর্গতির নিত্যসঙ্গিনী। এই দুর্গতি আপনাদের প্রতিরোধ কত্তে হবে, এই দুর্ম্মতির বিস্তার আপনাদের বন্ধ করা চাই।

সমাজের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, এটা ভগবানেরই সৃষ্ট। একজন আর একজনকে দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করবে, একজন আর একজনের মধ্য দিয়ে নিজের সকল ব্যর্থতাকে পরম সার্থকতায় মণ্ডিত কর্ব্বে, এই জন্যই নারী আর পুরুষের দুই বিভিন্ন প্রকৃতি এবং সামর্থ্য নিয়ে আবির্ভাব। এর পশ্চাতে ভগবানের পরমকল্যাণময় ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ক'রে যখন সুচতুর ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা অজ্ঞ, মূর্খ, সাধারণ লোককে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের পথে আকর্ষণ করে, তখন এদের সেই ব্যাধজাল থেকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নিজ নারী ব্যতীত অন্য নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ, প্রগল্‌ভতা, ঘনিষ্ঠতা বা সংশ্রব ধর্ম্মের নামেও চল্‌তে দিতে আপনারা পারেন না। নিজ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ, প্রগল্‌ভতা, ঘনিষ্ঠতা বা সংশ্রব আপনারা অনুমোদন কত্তে পারেন না। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব যাতে বিকৃত না হয়, তার জন্যই আপনাদের এ সম্পর্কে খড়্গহস্ত হওয়া প্রয়োজন। সমাজের সহজ জীবনের সরল গতাগতির পথে ব্যভিচারের আবর্ত্তসঙ্কুল পরিস্থিতি যেন কণ্টক-রোপণ না কত্তে পারে, তারই

জন্য আপনাদের এই বিষয়ে দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যকতা। নারী ও পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধকে কলুষিত করার অধিকার জগতে কারো নাই। সমাজের পবিত্রতা আপনারা প্রাণপণ যত্নে অক্ষুণ্ণ রাখুন।

শ্রীশ্রীবাবা প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়া উপসংহার করিলেন।

যোগ্য প্রত্যুত্তর

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী "নারীজীবনের মহিমা" সম্পর্কে দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটি সুললিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীর কর্ত্তব্য নিজের জীবনকে এমন ভাবে পরিচালিত করা যেন তার সংস্পর্শ পুরুষের প্রাণে দিব্য ভাবের উন্মেষ দান করে। নারী জগৎ ভ'রে সর্ব্বশাস্ত্রে কেবলি নিন্দিত হ'য়ে এসেছে এই জন্য যে, সে লালসার জাল বিস্তার ক'রে পুরুষকে এনে ইন্দ্রিয়-তর্পণের যূপ-কাষ্ঠে বেঁধেছে, পুরুষের নীচ ভোগ-প্রবৃত্তির লেলিহান অনলে ইন্ধন যুগিয়ে যুগিয়ে তার সকল উচ্চ বৃত্তি, উচ্চ-প্রেরণা দগ্ধ ক'রে ধ্বংস করেছে। ঠিক্ তার বিপরীত আচরণ ক'রে নারীকে এই অভিযোগের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হবে। নারীকে দেখাতে হবে যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত পুরুষের প্রাণে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষাই জাগিয়ে তোলে, ভোগ-বিলাসের পল্বলে পুরুষকে চিরতরে ডুবিয়ে রাখ্‌বার হীন ষড়যন্ত্র তার কাজ নয়। নারীকে আজ দেখাতে হবে যে, পুরুষের অন্তরের সুপ্ত দেবভাবকে জাগিয়ে তুলে সে নরকের ন্যায় কদর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি কত্তে সমর্থ। নারীকে আজ দেখাতে হবে যে, তার

আবির্ভাব জগতের পবিত্রতা বৃদ্ধিরই জন্য, শান্তির সুপ্রসারেরই জন্য, স্বর্গীয় মহিমার সুপ্রতিষ্ঠারই জন্য। এভাবে চ'লে তাকে এতকালের অভিযোগের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হবে।

চম্পকনগর

২৮শে পৌষ প্রাতে ৭টায় পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী চম্পকনগর রওনা হইলেন। শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্ত্তীর গৃহে সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। বারদীর জমিদার-বংশজাত একজন সাধু-মহাত্মা সম্প্রতি এই গ্রামে বাস করিতেছেন। তিনি এমন অকপট সরলতায় প্রত্যেকটী ব্যাপারে সহযোগ করিলেন যে, কেহই গভীর তৃপ্তি এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অনুভব না করিয়া পারিল না। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে, যাহারা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সাধুরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ গৈরিক ধারণ করেন, তাঁহারা অন্যান্য মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠা দর্শনে কেমন যেন একটু কুঞ্চিত-ভ্রূ হন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা মহাপুরুষের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন!

নামে নির্ভর

উপাসনা বড়ই সুন্দর জমিল। উপাসনান্তে সাতজন মহিলা এবং চৌদ্দ জন পুরুষের দীক্ষা হইল।

নবদীক্ষিতদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—জীবনের প্রত্যেকটী পদক্ষেপে তোমার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য কাতর নয়নে নামের দিকে তাকাবে। অখণ্ড-নাম তোমার সকল অভাব পূরণ করে দেবেন। অন্তরের অভাব, বাইরের অভাব, কোনও অভাবই তোমার থাকবে না। সব অভাব মঙ্গলময় নাম নিজের করুণায় দূর ক'রে দেবেন। মুখ খুলে

তোমাকে কিছু চাইতে হবে না। তালিকা দিয়ে দিয়ে তোমার অভাবের বিবরণ তাঁর কাছে পেশ কত্তে হবে না। তাঁর কাছে কিছুই চাইতে হয় না, তিনি নিজের করুণায় তোমার সকল অভাব নিজে বুঝে সব তোমার পূরণ ক'রে দেবেন। চাই শুধু নামে অখণ্ড-নির্ভর দেওয়া, চাই শুধু নামকে একমাত্র অবলম্বন করা। কল্পতরু সব দেয়, কিন্তু নাম-কল্পতরুর সঙ্গে পুরাণ-কথিত কল্পতরুর পার্থক্য এই যে, কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়, অভাব ঘোষণা কত্তে হয়, এখানে তার কোনো প্রয়োজন নেই। জানবে মঙ্গলময় অখণ্ডনাম অন্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি নিজেই তোমার অভাব-রাশির খবর নিজে জেনে নেবেন। তোমার প্রয়োজন শুধু কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন, সংশয়হীন, সর্ত্তহীন, বিরামহীন নির্ভর।

দ্বারকানাথ সাহা ও যোগেশ চন্দ্র অখণ্ড

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় ধর্ম্ম-সভার অনুষ্ঠান হইল। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সাহা রায় বি° এল° মহাশয় গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে এক অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে বলিলেন,—"হে মহাত্মন্, দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র পল্লীতে একবার তুমি শুভপদার্পণ করিয়াছিলে। সেই দিন তোমাকে আমরা সামান্য মানব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আজ তোমার যশঃ-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পরিপ্লাবিত। আজ আমরা অনুভব করিতেছি যে, তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার পক্ষে আমাদের আয়োজন কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ।"

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র অখণ্ড মহাশয় একখানা আবেগপূর্ণ-অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহাতে বলিলেন,—"মহতেরা জগতে এত সাধারণ ভাবে চলেন যে, সকল লোকে তাঁহাদিগকে নিজেদেরই মত অতীব সাধারণ জ্ঞান করিয়া হেলা করিয়া থাকে। কিন্তু হে পতিতপাবন যুগমানব, আজ

তুমি সহস্র সহস্র অজ্ঞানান্ধের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাদের হৃদয়ের রাজা হইয়া বসিয়াছ। কাহার সাধ্য, তোমাকে তোমার এই অক্ষয় সিংহাসন হইতে স্থানভ্রষ্ট করে? অনাদি অনন্তকাল তোমার কৃপাশ্রিত মানব-মানবী-সঙ্ঘ তোমাকে পরম পরিত্রাতা বলিয়া অভিনন্দন দিবে, পূজা করিবে, প্রণাম করিবে।" অভিনন্দন পাঠ করিতে করিতে শ্রীযুক্ত যোগেশের সর্ব্বশরীর পুলক-কদম্বে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, দরদরধারে দুই নেত্র বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম

প্রথমতঃ ভক্তদাদা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত একটী বক্তৃতা দিলেন। তাহাতে তিনি ধর্ম্মাচরণের মধ্যে সদাচার, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে শুরু করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। যে ধর্ম্ম ঐহিকের সঙ্গে পারত্রিকের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান কত্তে সমর্থ, ভারতবর্ষ সেই ধর্ম্মেরই যজন-যাজনা করেছে। আজ আমরা বুদ্ধি-দোষে ধর্ম্মকে ঐহিক সকল কর্ত্তব্যের অতীত এক কিম্ভূত কিমাকার বস্তু ব'লে মনে কচ্ছি। এই ভ্রম আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ধর্ম্মকে ত্যাগ-তপস্যার ভিত্তিতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান হ'য়ে আমাদের জগতের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপন কত্তে হবে। ধর্ম্ম-সাধনা কচ্ছি ব'লে জগতের কর্ত্তব্য-সমূহ থেকে আমরা পলায়ন ক'রে দূরে স'রে থাকব, এই কুবুদ্ধি যেন আর আমাদের না হয়। সংসারী সংসার করুক, ধর্ম্মকে জীবনের প্রতি রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট রেখে। সন্ন্যাসী সংসার ছাড়ুক, জগতের প্রতি তার যাবতীয় কর্ত্তব্যসমূহ

করার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। ধর্ম্মে আর কর্ম্মে, সংসারে আর সন্ন্যাসে, ত্যাগে আর গ্রহণে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে আজ আমাদের সবাইকে চল্‌তে হবে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মেরই দেশ, কিন্তু তার ধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম।

সভাভঙ্গ হইতে হইতে রাত্রি হইল।

নিলখির মহিলা-সভা-চতুষ্টয়

২৯শে পৌষ প্রাতে ছয় ঘটিকা হইতে বেলা একটা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবার মৌন। প্রাতেই পূজনীয়া সাধনা দেবী নিলখি চলিয়া গেলেন, কারণ, গ্রামবাসীরা গ্রামের চারিটী বিভিন্ন কেন্দ্রে মহিলাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিণীজী প্রথম কেন্দ্রে বলিলেন,—নারীর দৈহিক পবিত্রতা ও সংযম সম্পর্কে। দ্বিতীয় কেন্দ্রে বলিলেন,—মানসিক পবিত্রতা ও সংযম সম্পর্কে। তৃতীয় কেন্দ্রে বলিলেন,—ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ সম্বন্ধে এবং চতুর্থ কেন্দ্রে বলিলেন,—নিখিল বিশ্বের উদ্ধারের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের সাধনা সম্বন্ধে।

চারিস্থানে প্রায় পৌনে চারি ঘণ্টা বক্তৃতা হইল। বক্তৃতান্তে অপরাহ্নে ব্রহ্মচারিণীজী চম্পকনগর ফিরিয়া আসিলেন।

মাথাভাঙ্গা

অদ্য বেলা দুই ঘটিকায় মাথাভাঙ্গাতে শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা হইবার কথা। গ্রামের কেহই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অনিমন্ত্রিত অবস্থায় তিনি কেন এই গ্রামে আসিতেছেন, এইরূপ একটা আলোচনা এই গ্রামবাসীদের মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় শ্রীশ্রীবাবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চম্পকনগর হইতে মাথাভাঙ্গা পৌছিলেন।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবা একটী বক্তৃতা দিয়া গিয়াছিলেন। সেদিন শ্রীশ্রীবাবাকে কে চিনিত? কিন্তু আজ তিনি দেশবিখ্যাত ধর্ম্মগুরু। তিনি আজ গ্রামে আসিলে পঙ্গপালের মত কত দিক্ হইতে কত জানি লোক আসিয়া পড়ে, কত জানি অর্থব্যয় করিতে হয়, ভাবিয়া মাথাভাঙ্গার অধিবাসীরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বলিয়া যেন মনে হইল।

যোগেশ চন্দ্র সেন

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন এ দেশের লোক নহেন। তাঁহার বাড়ী নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে। দশ বছর পূর্ব্বেও তিনিই এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি এত পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন যে, অধিকাংশ সময়ে মাসিক বেতনের টাকা দেশে পাঠান আর হইয়া উঠিত না, স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদের কাহারও স্কুলের মাহিনার জন্য, কাহারও রোগের পথ্য বা চিকিৎসার ঔষধের জন্য খরচ হইয়া যাইত। স্কুলের বোর্ডিংএ তিনি একক থাকিতেন এবং ছাত্রদের কুশলই তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় ছিল। তিনি বলিলেন,—এমন এক মহাপুরুষের আগমনকে গ্রামবাসীরা যদি মঙ্গলপ্রদ বলিয়া নাও বুঝে, তবু আমি ত' আর অন্ধ নহি! তিনি ছাত্রদের সহযোগে বক্তৃতার স্থানে সামিয়ানা খাটাইয়া এবং সতরঞ্জ বিছাইয়া সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রাখিলেন। শ্রীশ্রীবাবা আসিবা মাত্র বক্তৃতারম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আসিয়া সভাস্থলে উপনীত হইয়াছেন দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইলেন।

অতীত ভুলিলে চলিবে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হে ভারতবাসী, তোমাকে তোমার ভারতীয়

জীবনের সনাতন পবিত্র আদর্শের পানে পুনরায় দৃষ্টি দিতে হবে। বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধের অবসানে যখন জাতিতে জাতিতে নিজ নিজ প্রাপ্য চুকাবার আলোচনা চল্‌বে, তখন হে ভারতবর্ষ, তোমাকে তোমার অতীত যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না।

বক্তৃতা খুবই প্রাণস্পর্শী হইল এবং পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল চলিল।

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে চম্পকনগর ফিরিয়া আসিলেন।

বিজয়নগর

৩০শে পৌষ বুধবার প্রাতে পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বিজয়নগর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকারের গৃহে রওনা হইলেন। অখণ্ডভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার এই উপলক্ষ্যে নিজ কর্ম্মস্থল মানভূম হইতে ছুটী নিয়া আসিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম হইতে অপরাপর অখণ্ড-ভ্রাতা এবং ভগিনীগণও বিজয়নগর আসিয়াছেন।

মনোরঞ্জন-দা পুপুন্‌কী আশ্রমের বিগত মহাষ্টমীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। তদুপরি তিনি নিজে অতিশয় কল্পনা-কুশলী এবং করিৎকর্ম্ম ব্যক্তি। এজন্য অভ্যর্থনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যাপারে সকল বন্দোবস্ত নিখুঁত হইয়াছিল। উপাসনার বন্দোবস্তটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে, বলিবার নহে। অখণ্ড-বিগ্রহের পরিকল্পনা এবং রূপসজ্জা এত পরিপাটি হইয়াছিল যে, তাকাইলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না।

রেবতী কুমার পাল

পরম প্রেম সহকারে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল এবং তৎপরে

বেলা এগারটার সময়ে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। সাতটী মহিলা এবং আটজন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

নবদীক্ষিতদের মধ্যে একজনের ইতিহাস বড়ই কৌতুককর। তিনি উনিশ কিম্বা বিশ বৎসর পূর্ব্বে একদা শ্রীশ্রীবাবাকে ক্ষণকালের জন্য দেখেন। সাধুগণ যে সকল বাহ্য বেশ বা ভূষা ধারণ করেন, শ্রীশ্রীবাবার ব্যবহারে বা পরিধানে তাহার কিছুই ছিল না। শ্রীশ্রীবাবা ধর্ম্মাদি বিষয়ে কোনও কথোপকথনের দ্বারাও শ্রীযুক্ত রেবতী কুমার পালকে আকৃষ্ট করার জন্য তৎকালে কোনও চেষ্টা করেন নাই। ক্ষণিকের জন্য দেখা। কিন্তু বছরের পর বছর চলিয়া গিয়াছে, সেই ক্ষণিকের দেখা মূর্ত্তিখানা শ্রীযুক্ত রেবতী কুমার নিমেষের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। কোথায় গেলে তাঁহাকে পাইব, কবে তাঁহার দর্শন মিলিবে, এই ব্যাকুলতা নিয়া তিনি এতগুলি বৎসর কাটাইয়াছেন। আজ দৈবক্রমে শ্রীশ্রীবাবা ঠিক্ সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে তাঁহাকে পাইতে হইলে দেশপর্য্যটন করিতে হয় না। অশ্রুতে বুক ভাসাইয়া শ্রীযুক্ত রেবতী কুমার পাল অন্যান্য গুরুভ্রাতা এবং গুরুভগিনীদের সহিত অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

পিপাসার পরিতৃপ্তি

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা সকলকে উপদেশ দিলেন,—অমৃতময় অখণ্ড-নামকে জান্‌বে তোমার সকল পিপাসার একমাত্র পরিতৃপ্তি। জান্‌বে, তোমার জগতে আর কিছু প্রার্থনীয়ও নেই, প্রার্থনার পরিতৃপ্তির জন্য আর কাউকে অবলম্বন করারও তোমার প্রয়োজন কিছু নেই। তোমার জীবনের যত প্রয়োজন, সব মিটবে একমাত্র নামের সেবার মধ্য দিয়ে।

নামের অমৃত পান কত্তে কত্তে এমন পরিতৃপ্তি তুমি পাবে, যাতে সব পিপাসা মিটে যাবে।

কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ হও

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী এক বাড়ীর বিশাল অঙ্গনে এক ধর্ম্ম-সভার অনুষ্ঠান হইল। তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতায় শ্রীশ্রীবাবা ওঙ্কার ও বেদমন্ত্রে স্ত্রীশূদ্রাদির অধিকার প্রতিষ্ঠা, যা বর্ত্তমান যুগের এক্ অতি প্রধান দাবী, তদ্বিষয়ে প্রভূত শাস্ত্র-প্রমাণ সহযোগে সুবিস্তারিত বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—শুধু যজ্ঞোপবীত প্রদর্শন ক'রেই ব্রাহ্মণ ব'লে মর্য্যাদা পাবার দিন চলে গেছে। যে কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ, যে সাধক, সম্মান প্রাপ্য তার। যে যেই বর্ণে যেই বংশেই জন্মে থাক, প্রত্যেকে সাধন ক'রে ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনই তোমার জীবনের লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্য-লাভে কেউ আর অবহেলা ক'রো না।

সকলকে ব্রাহ্মণ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু একাই কি ব্রাহ্মণ হবে? অপর সকলকেও ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনে উৎসাহিত কর, অপর সকলকেও ব্রাহ্মণ কর। নিখিল পৃথিবী ব্রাহ্মণের দ্বারা পূর্ণ হউক। জাতি-মাত্রেরই, বর্ণমাত্রেরই, শূদ্রত্ব ও অব্রাহ্মণত্ব দূরীভূত হউক। পৃথিবী দেবতার পৃথিবীতে পরিণত হউক।

তৎপরে গায়ত্রী-তত্ত্ব, প্রণব-তত্ত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতা শেষ করিলেন।

নারীর মন হইতে আত্মাবজ্ঞা-বিদূরণ

অতঃপর দুইঘণ্টাব্যাপী এক বক্তৃতায় পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী "নারী-জীবন অবজ্ঞার জীবন নহে"—এই সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—যুগের পর যুগ যারা অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত, একদিনে তাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু তাই ব'লে ব'সে থাকাও চলে না। একটী দিনও বিলম্ব না ক'রে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের আজ এমন-চেষ্টায় ব্রতী হওয়া প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘকালের পুঞ্জিত আত্ম-অবিশ্বাস নারীজাতির মন থেকে দূর ক'রে দেওয়া যায়। শুধু মুখের কথায় কোনো কাজ হবে না। নারীর সমক্ষে নিত্য নূতন কর্ম্মের সুযোগ, নিত্য নূতন সেবার দাবী, নিত্য নূতন আদর্শের প্রেরণা এনে উপস্থিত কত্তে হবে। তারই ফলে যুগযুগসঞ্চিত মিথ্যা আত্মাবজ্ঞার অচল প্রাচীর একটু একটু ক'রে ধ্বসতে শুরু কর্ব্বে।

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। জনতা প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মত হইয়াছিল।

জগন্নাথের রথ

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনদা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, গ্রামের লোকদের কোনও সহযোগ তিনি হয়ত পাইবেন না। কিন্তু কার্য্যকালে প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সহযোগ পাইয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগন্নাথের রথ, আরে, কেউ না কেউ দড়ি টান্‌বেই টান্‌বে। একজনে দড়ি ছেড়ে দেয় ত' তার বদলে দশ জন এসে খুব ক'ষে দড়ি ধর্‌বে। সৎকাজ আর সত্যচিন্তা কখনো আট্‌কে

থাকে না। এজন্যই সৎকাজে তোমার সঙ্গী আছে কিনা সন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার উদ্দেশ্য যখন মহৎ, সঙ্গী ক্রমে ক্রমে একজন দুজন ক'রে দরকারমত এসে যাবেই যাবে।

হোম্‌না

পরদিন ১লা মাঘ প্রাতে হোম্‌না রওনা হইবার পূর্ব্বক্ষণে একদল দীক্ষার্থী আসিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িলেন। উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিলেন।

হোম্‌নার ছেলের দল বিজয়নগর হইতে হোম্‌না পর্য্যন্ত সারা পথ "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। শ্রীশ্রীবাবা পরম-সাধক শ্রীযুক্ত নিখিল চন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীতে উঠিলেন। অখণ্ডভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এই বাড়ীতে সস্ত্রীক থাকেন। তাঁহার উদ্যোগেই শ্রীশ্রীবাবার হোম্‌না শুভাগমন হইল।

অদ্য বেলা দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ন চারিটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী।

হোম্‌নার মহিলা-সভা

স্থানীয় হাইস্কুল গৃহে বেলা দুইটার সময়ে মহিলাদের এক বিশাল সভার অধিবেশন হইল। শুনিলাম, প্রাণের আগ্রহে চারি পাঁচ মাইল দূর হইতেও অনেক মহিলারা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভার উদ্বোধনটুকু মাত্র করিতেছেন, এই সময়ে দেখা গেল যে, মহিলাদের জনতা এত অধিক হইয়াছে যে, ভিড়ে ও গরমে আর তিষ্ঠান যাইতেছে না। সুতরাং বাহিরে সুবিস্তীর্ণ মাঠে গিয়া সভানুষ্ঠান করিতে হইল। হল

ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া মহিলা-সভার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইবার দৃষ্টান্ত এইবারকার ভ্রমণে এই প্রথম।

জাতির আত্মহত্যা

সভা শুরু করিয়া দিয়া শ্রীশ্রীবাবা চলিয়া আসিলেন এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী পূর্ণ দুই-ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া ওজস্বিনী ভাষায় "নারীজাতির উন্নতির আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সকলেই একবাক্যে বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীজাতির উন্নতির বাস্তব প্রয়োজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল এবং জাতির মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আবশ্যকমত পূর্ব্বসংস্কারের পরিত্যাগের জন্যও আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। নারী চিরকালই অবগুণ্ঠনে মস্তক ঢেকে গৃহকোণে লুকিয়ে থেকে নিজের সতীত্ব-মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বে, এ ধারণা এই যুগে অচল। তাকে বীরাঙ্গনার বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে হবে, তার অবগুণ্ঠন চিরতরে নদীজলে নিক্ষেপ কত্তে হবে। নিজের মান, নিজের মর্য্যাদা সে যাতে নিজের বাহুবলে, নিজের বুদ্ধিবলে, নিজের প্রতিভার বলে রক্ষা কত্তে পারে, এমন শিক্ষা, এমন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাকে দিতে হবে। এতে কার্পণ্য করার মানে হচ্ছে জাতি-হিসাবে আত্ম-হত্যা করা।

ভগবদ্দত্ত সুযোগ

রাত্রি নয়টার পরে কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ-দর্শনে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, ইয়োরোপের মহাসমর ত' এশিয়াতেও এসে

প্রাদুর্ভূত হইল, কলিকাতার লোক বোমার ভয়ে দলে দলে সব পল্লীগ্রাম ছাইয়া ফেলিল, এই যুদ্ধের ফল ভারতের উপরে গিয়ে কি দাঁড়াইবে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারতের ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ আছে, অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু পরিণামে এই মহাযুদ্ধ ভারতের পক্ষে মহামঙ্গলজনক হবে।

প্রশ্ন হইল,—ইংরাজ এই যুদ্ধে জিতিবেন কিনা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চয় জিতবেন। যদিও বাহ্য লক্ষণে তার কোনো আশাই করা চলে না। কিন্তু এই যুদ্ধের পরে ভারতের উপরে বিরাট মঙ্গলের সূচনা অবশ্যম্ভাবী। আমরা যদি ভারতীয় জাতিকে সত্যশীল, চরিত্রবান্, ঈর্ষ্যা-বর্জ্জিত, ধৈর্য্যশীল এবং পরিশ্রমী ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি, তবেই ভগবদ্দত্ত সুযোগের প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার সম্ভব।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—ভগবান্ প্রত্যেক জাতিকে তার সুযোগের দিন দেন। জাতি তা গ্রহণ করে না। তাই জাতি দুঃখদুর্দ্দশার স্থায়ী উৎপীড়ন সহ্য করে। প্রত্যেক ভারতবাসীর আজ এই বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প হওয়া উচিত যে, আমরা ভগবদ্দত্ত সুযোগকে গ্রহণ কর্ব্ব, কর্ত্তব্য কঠিন দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন

২রা মাঘ প্রাতে হোম্‌নাতে শ্রীযুক্ত নিখিল ভৌমিকের বাড়ীর অঙ্গ-নেই একটী সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা নিজে বসিয়া সকলকে উপাসনার স্তোত্রাদির নির্ভুল সুর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—দেখ, সমবেত উপাসনার চেয়ে কোনও প্রিয়তর অনুষ্ঠান আমার নেই। শুদ্ধ সুরে, স্নিগ্ধ মনে, ব্যাকুল প্রাণে যারা উপাসনায় বসে, জগতে তারাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন।

নামই বিশ্রামের আগার

বেলা এগারটার সময়ে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। তিনজন মহিলা এবং পনেরজন পুরুষকে দীক্ষাদান করা হইল। আরও কতিপয় দীক্ষার্থী আসিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে বংশগুরুর উপরেই নির্ভর রাখিতে উপদেশ দিলেন।

দীক্ষার্থীদের দীক্ষার পরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—শ্রমক্লান্ত দেহমনে মঙ্গলময় অখণ্ড-নামকেই জান্‌বে তোমার একমাত্র বিশ্রামের আগার। পরিশ্রম দেখে ভয় পেয়ো না, ক্লান্তিতে এলিয়ে প'ড়ো না। তোমার মেরুদণ্ড সবল হবে নামের অকুণ্ঠ সেবা ক'রে। স্বপ্নময় নিদ্রা মানুষকে কতটুকু বিশ্রাম দেয়, সেই নিদ্রায় স্নায়ুমণ্ডলী কতটুকু স্নিগ্ধ হয়? নামের সেবার মধ্য দিয়ে যে বিশ্রাম, যে নিদ্রা, সেই স্বপ্নহীন, সেই নিদ্রা সুষুপ্তির চেয়েও প্রগাঢ়তর, সেই নিদ্রা পূর্ণ-আত্মস্থতার কারণস্বরূপ। যখনি ক্লান্ত হবে, নামের সেবার ভিতর দিয়ে যোগনিদ্রাজাত বিশ্রাম নেবার চেষ্টা কর্ব্বে।

কলহের মূল

অপরাহ্নে তিন ঘটিকার সময়ে হোমনা হাইস্কুলের মাঠে সভারম্ভ হইল। প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইল। শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ দুই-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে বৈর, দেশে দেশে সংঘর্ষ,—এর কারণ কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অভাবই নয়? মানুষ যদি ভগবানকে ভালবাসত, তাহ'লে তার অন্তর থেকে সকল বিদ্বেষ, সকল হিংসা নিমেষ-মধ্যে পলায়ন কত্ত। ক্ষুদ্র স্বার্থের মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ ও

বিপথ-পরিচালিত হ'য়ে মানুষ ভগবানকে ভুলেছে, আজ তারই জন্য জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত কলহ, এত বিসম্বাদ। আমাদের সকল কলহের মূল ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এস বন্ধুগণ, আজ আমরা ভগবানকে নিঃশেষে ভালবেসে সকল কলহ-বিসম্বাদের মূল উৎপাটিত করি।

ভগবানকে সঙ্কীর্ণভাবে দেখার কুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে ভালবাসার ভাণ ক'রেও কতবার আমরা কত প্রকারে মানুষের প্রতি অন্যায় করি, উৎপীড়ন করি, বিদ্বেষ করি, সংগ্রাম করি! ভগবানের নাম নিয়ে পূর্ব্ব থেকে এক দল যখন পশ্চিম দিকে যাই বিধর্ম্মীকে ঠেঙ্গাতে, ঠিক্ সেই সময়ে পশ্চিম থেকে আর একদল শস্ত্রপাণি হ'য়ে ঠিক্ ভগবানেরই নামের দোহাই দিয়ে পূর্ব্বদিকে আসে আমাদের ঠেঙ্গাতে। ভগবানের পবিত্র নামকে মানুষ এভাবে কম উপহাস করে নাই, কম অপমান করে নাই। তার কারণ হচ্ছে এই যে, আমি ভাবি যে, আমার ভগবান শুধু আমারই জন্য, তোমার জন্য নয়, আর তুমি ভাব যে, তোমার ভগবান্ শুধু তোমারই জন্য, আমার জন্য নয়। স্বল্পবুদ্ধি মূর্খ আমরা, তাই অসীম পরমেশ্বরকে নিজ নিজ বুদ্ধি এবং অনুভূতির গণ্ডীর ভিতরে বন্দী ক'রে রেখে তাঁকে দিয়ে আমাদের নিজেদের করা হুকুমটাকে তামিল করিয়ে নিতে চাই। তাই এক দল তাঁকে আদেশ করি, ম্লেচ্ছ নিধন কত্তে, আর একদল তাঁকে আদেশ করি কাফের কোতল্ কত্তে, আর এক দল তাঁকে আদেশ করি হিঁদেন্ ধ্বংশ কত্তে। তিনি আমাদের খাশ তালুকের প্রজা, তিনি আমাদের দিন্-মজুরীর কুলী, আমরাই তাঁর প্রভু আর তিনি আমাদের ক্রীতদাস, তাই

আমরা যখন যে বিষয়টী যেমন বুঝি, তাঁকে তখন সেই বিষয়টী তেমন ভাবে ক'রে দিতে হবে। এটা খোদার উপরে খোদ্‌কারী ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই কারণেই ধর্ম্মের নাম ক'রে ক'রে জগজ্জোড়া এত কলহ, এত বিচ্ছেদ, এত বিসম্বাদ।

ভগবানকে অসীম বলিয়া জান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অসীম পরমেশ্বরকে অসীম দৃষ্টি নিয়ে দেখ্‌তে হবে। যে যেখানে যেভাবে তাঁকে স্মরণ করে, সেই যে তাঁর পূজক, সেই যে তার ভক্ত, এই দৃষ্টিতে নিখিল ভুবনকে দেখ্‌তে হবে। তিনি অসীম, তাই তাঁর পূজার রীতিও অসীম। তিনি অসীম, তাই তাঁর নাম, নিরুক্ত, বিচার, বিশ্লেষণ, উপলব্ধি, অনুভূতি, আকার এবং প্রকার সবই অসীম। তিনি অসীম, তাই তাঁর চরণে প্রাণের প্রেমাঞ্জলি অর্পণের পদ্ধতি, কৌশল, সঙ্কেত এবং সন্ধান সবই অসীম। তিনি অসীম, তাই তাঁর প্রীতি-সম্পাদনের, তাঁকে লাভ করার, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণের পন্থা এবং বৈচিত্র্যও অপার, অসীম অনন্ত। ভগবানকে অসীম জেনে ভালবাস, তবেই তোমার ভালবাসা আর কারো ভালবাসার সঙ্গে কলহে প্রমত্ত হবে না। নীচ প্রণয়ের প্রকৃতির সাথে ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃতির কোনও তুলনা সম্ভব হ'তে পারে না।

অন্তরের শত্রুকে জয় কর

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্তরের শত্রুকে জয় করাই শত্রুজয়ের শ্রেষ্ঠ পথ। তোমার ভিতরে যেই মহাপাপ বাসা বেঁধে বাস কচ্ছে ব'লে বাইরে যাকে দেখ তোমার অননুরূপ, তাকেই ভাব শত্রু, বাইরে যাকে দেখ তোমার থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, তাকেই মনে কর বধ্য, ভিতরের সেই

মহাপাপকে প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমের বলে উৎখাত কর। বাইরে আমরা শত শত শত্রু অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি, কিন্তু ভিতরের পরমশত্রুকে দেখেও দেখি না, তার কলুষিত পদধ্বনি শুনেও শুনি না, অন্তস্তলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার অবিরাম অভিযান বুঝেও বুঝি না। আমরা চখ থাকৃতেও অন্ধ, কাণ থাক্‌তেও বধির, নাসিকা থাক্‌তেও ঘ্রাণশক্তিবর্জ্জিত, হস্ত-পদ থাক্‌তেও স্পর্শশক্তিহীন, নির্জ্জীব, স্থাণু। অন্তরের সেই প্রচণ্ডতম শত্রুকে খুঁজে বের কর এবং ভগবৎ-সাধনের মধ্য দিয়ে তার চির-অবসান ঘটাও।

রাধানগর

৩রা মাঘ শনিবার প্রাতেই পূজনীয়া সাধনা দেবী নৌকাযোগে হোম্‌না হইতে দৌলতপুর রওনা হইলেন। সঙ্গে যাইবার লোকের সংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে, কতক নৌকায় চড়িলেন, কতক পদব্রজে নৌকার অনুসরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা রাধানগর রওনা হইলেন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সরকারের গৃহে শুভাগমন করিলেন। এখানে তেরজন মহিলা এবং চৌদ্দজন পুরুষের দীক্ষা হইল।

নামের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—মঙ্গলময় নামের অনির্ব্বাণ প্রদীপ সকল সময়ে ভ্রূমধ্যে প্রজ্জ্বলিত রাখ্‌বে। একটী নিমেষের জন্যও নামের প্রদীপকে নিভে যেতে দেবে না। জগতের যত সংশয়, যত সন্দেহ সব এই নামের পবিত্র জ্যোতিতে ছিন্ন হ'য়ে যাবে। জীবনের এমন

কোনও রহস্য নেই, নামের তীরবৎ তীক্ষ্ণ জ্যোতি যাকে ভেদ না কর্তে পারে। নামে লগ্ন হ'য়ে থাক, সকল অজ্ঞান তোমার দূর হবে, নিয়ত ব্রাহ্মী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিত্যসত্যময় অক্ষয় শান্তিতে তুমি বিরাজমান হবে।

আমি কিন্তু আসিব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের ব্যাকুলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আমি ছুটে রাধানগর এসেছি। কিন্তু আজ থেকে নাম-সাধনের যে ব্রত নিলে, তাতে কিন্তু দিনে রাত্রে আমি চার চার বার তোমাদের কাছে ছুটে আস্‌ব, প্রাণভরা এই ব্যাকুল কামনা নিয়ে যে, তোমরা ঠিক্ ঠিক্ তোমাদের নাম-সাধনার যজ্ঞবেদীতে বিনম্র হ'য়ে বসেছ। তোমরা যদি সেই সময়ে আমাকে মধুময় অখণ্ডনাম প্রেমভরে শুনাও, হৃদয় আমার স্নেহে প্রেমে পুলকে স্নিগ্ধ হ'য়ে যাবে। আর তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গৃহীত এই পবিত্র ব্রতে নিষ্ঠাযুক্ত না থাক, তবে মৌন, মূক, বেদনাহত হ'য়ে তোমাদের গৃহের ছন্‌ছা-তলে কাল-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। ভুলে যেও না বাছারা, আমি কিন্তু আস্‌ব।

রাধানগর বিশ মিনিট মাত্র অপেক্ষা করার কথা ছিল। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা দৌলতপুর* অভিমুখে রওনা হইলেন।

* বিগত ৮ই পৌষ তারিখে শ্রীশ্রীবাবা ইলিয়টগঞ্জের নিকটবর্ত্তী যে দৌলতপুর গিয়াছিলেন, এই দৌলতপুর তাহা হইতে ভিন্ন। এই দৌলতপুর হোম্‌না থানার অধীন এবং কৃষ্ণনগর, উজানচর, রামকৃষ্ণপুর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের সমীপবর্ত্তী।

দৌলতপুর

বেলা প্রায় একটায় শ্রীশ্রীবাবা দৌলতপুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সাহার বাড়ীতে পৌছিলেন। দীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা প্রস্তুতই ছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা আসিয়াই পুনরায় স্নান করিলেন এবং তিনটী মেয়ে এবং এগারটী ছেলেকে অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার্থীরা সকলেই কিশোর-কিশোরী। অভিভাবকেরা প্রাণের আবেগে ইহাদিগকে ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

অখণ্ড-দীক্ষা ও জগন্মঙ্গল

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন। বলিলেন,—অখণ্ড-নামকে জগন্মঙ্গল আদর্শের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন ব'লে গণনা কর্ব্বে। জান্‌বে, এই নামে যখন দীক্ষা পেয়েছ, তখন জগতের মঙ্গল সাধনই তোমার জীবনের চরম কর্ত্তব্য। জীবনে যে যেই জীবিকাই ধর, জগতের মঙ্গল হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য। এক মাত্র নিজেকে নিয়ে ভেব না। তোমার নাম-সাধনের সাথে সাথে সাধনে অপটু আরও লক্ষ লক্ষ জীবের আধ্যাত্মিক কুশল যে তোমারই সাধনের ফলে হচ্ছে, এই কথাটী স্মরণ রেখো। জগৎ যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবু তুমি জগৎকে কখনো অস্বীকার ক'রো না।

পিতৃ-মাতৃ-প্রণাম

শ্রীশ্রীবাবা আরও উপদেশ দিলেন,—নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান ক'রেই প্রত্যহ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদের চরণ-বন্দনা কর্ব্বে। তখন মনে মনে বল্‌বে,—হে পিতা, হে মাতা বা হে অপরাপর পূজনীয়বর্গ, তোমরা আমার মনের কথা শুন্‌তে পাও আর না পাও, তোমাদের মধ্যে যে নিত্য-

জাগ্রত ঈশ্বরের স্বরূপ আছে, তাঁর কাছ থেকে আমি আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি যেন আমার জীবনের প্রত্যেকটী পদবিক্ষেপ ঈশ্বরে রতিবিশিষ্ট হয়।

মন্ত্র-বদল

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে দৌলতপুরের সভারম্ভ-হইল। চতুর্দ্দিকের বহু গ্রাম হইতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতাও জমিয়াছিল খুব। বহু মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা শিষ্যের যে প্রভূত ক্ষতি হয়, তদ্বিষয়েরই শ্রীশ্রীবাবা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে যেখানে যে মন্ত্র নিয়েছ, সে সেখানেই সে মন্ত্র নিয়ে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থেকে একবার দেখ, সত্যই সাধনে কোনো আনন্দ আছে কিনা। বারংবার মন্ত্র বদল ক'রে বৃথা শ্রান্ত হ'য়ে লাভ কি?

ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার সম্পর্কেও শ্রীশ্রীবাবা সুতীব্র ভাষায় সুবিস্তারিত আলোচনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের সাধন ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চপলতার হারক; চপলতার বর্দ্ধক নয়। ধর্ম্মপথে আরূঢ় হওয়া মাত্র তোমার প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য অঙ্কুশ-তাড়নে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, এই হ'ল ধর্ম্মের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উন্মত্ত আকুলতায় ইন্ধন যোগান ধর্ম্মের প্রকৃতিও নয়, লক্ষণও নয়। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিকেই যদি উত্তেজিত ক'রে তোলে, তবে জান্‌বে, এর মধ্যে ধর্ম্ম নেই, আছে অধর্ম্ম। ধর্ম্মপথ আশ্রয় করার প্রত্যক্ষ ফল এই যে, তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ আদি প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয় ক্ষণ-সুখের প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আপনি চেষ্টিত হবে। ধর্ম্মপথ আশ্রয় করার প্রত্যক্ষ ফল এই যে, সংযম অবলম্বন করার

জন্য তোমার পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন যতটা হবে, তার চাইতে অনেক বেশী স্বাভাবিক ভাবে তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে সকল উল্লঙ্ঘন থেকে টেনে টেনে আন্‌বে। ধর্ম্ম মানুষকে প্রকৃতিস্থ করে, আত্মস্থ করে,—ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অবাধ সেবার জন্য উচ্ছৃঙ্খলও করে না, আত্মহারাও করে না। ধর্ম্মের লেবেল লাগিয়ে অধর্ম্ম কেউ পরিবেশন কচ্ছে কিনা, তার ত' থার্ম্মোমিটার হ'ল এইটী।

শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন। সমগ্র জনতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কথা শুনিতে লাগিলেন।

সভাভঙ্গের পরে গ্রামের যুবকেরা মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে প্রাণমন-মাতোয়ারা "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

নারীর মহত্তম সেবা

পরদিন ৪ঠা মাঘ প্রাতে নয়টার সময়েই পূজনীয়া সাধনা দেবী দৌলতপুর-গ্রামবাসিনী মহিলাদের সমক্ষে দুই ঘণ্টাব্যাপী একটী ভাষণ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন,—এক মহাশক্তিশালী নবভারত জন্ম-লাভের জন্য কাতর আবেদন জানাচ্ছে। নবভারত ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কাদের ক্রোড়ে উঠবে? একদল উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ের দাসেরাই কি সেই নবজাত ভারতকে কোলে কাঁখে ক'রে মানুষ ক'রে তুলবে? নিশ্চয়ই নয়। চরিত্র-মহিমায় মহান্, পৌরুষের তেজে দীপ্ত, পবিত্রতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল নরনারীরাই সেই নবজাত ভারতের শৈশবের সেবা দেবেন। তারই জন্য আজ দিকে দিকে পবিত্রতার আবহাওয়া সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন এবং সেই আবহাওয়া সৃষ্টির দায়িত্ব হচ্ছে নারীজাতির। মানুষ জীবনের যত অপবিত্র চিন্তা, সব করে নারীকে আশ্রয় করে। মনের সব চেয়ে পঙ্কিল

কল্পনা মানুষ নারীকে অবলম্বন ক'রেই ক'রে থাকে। আজ নারীকে এমন এক আশ্চর্য্য পবিত্রতার তপস্যা কত্তে হবে যে, যেই নারীকে একদা সবাই দেবী ব'লে সম্বোধন কত্ত, আজ যেন তাকে সেই দেবী ব'লেই সত্যসত্য মানে। নারীর নিজের মহিমার সুপ্রকাশই হচ্ছে আজ তার পক্ষে দেশের প্রতি মহত্তম সেবা।

রামকৃষ্ণপুর

ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ই শ্রীশ্রীবাবা দৌলতপুর হইতে রামকৃষ্ণপুর চলিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণপুরে পৌছিয়াই শ্রীশ্রীবাবা সমবেত উপসনায় বসিয়া গেলেন। কারণ, নির্দ্ধারিত সময়ের মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিয়াছেন। রামকৃষ্ণপুরের যুবকগণ প্রত্যেকে শ্বেতবর্ণ উত্তরীয়ে শরীর আবৃত করিয়া লাজবর্ষণ করিতে করিতে অতীব সাত্ত্বিক এক অভ্যর্থনা প্রদান করিলেন।

উপাসনা চমৎকার জমাট্ হইল। সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলার জন্য রামকৃষ্ণপুরের যুবকদিগকে প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিতে হয়।

নামকে নিত্যসাথী কর

উপাসনান্তে চারি জন মহিলা এবং পনের জন পুরুষের দীক্ষা হইল।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি অখণ্ড-মহামন্ত্রের সাধন ক'রেই ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব এবং শিবত্ব লাভ করেছিলেন। অখণ্ড মহানাম সর্ব্বনামের আদি, মধ্য এবং অন্ত। অখণ্ডনাম ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি সকল দেবগণের এবং বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, ব্যাস ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের হৃৎ পিণ্ড-স্বরূপ। এমন পরমপাবন মহামন্ত্র পেয়ে। একটী বিষয়ে ধ্যান রেখো যে, বৈষয়িক সহস্র কর্ম্মের মাঝখানেও

একটী বারের জন্যও যেন নামটী না ভোল। নামকে তোমার নিত্যসাথী কর, নামকে তোমার পরম অবলম্বন কর।

ধর্ম্ম ও ঐহিক কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় রামকৃষ্ণপুরের জমিদার মহাশয়দের বাড়ীতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইল। জমিদারদের মধ্যে একজন সুন্দর একটী অভ্যর্থনা-সূচক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা দুই ঘণ্টা-ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মসাধনাকে ঐহিক জীবনের কর্ত্তব্য-নিচয় থেকে পৃথক্ ক'রে দেখা উচিত নয়। ধর্ম্মকে জীবনের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ ব্যাপারের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দেখ্‌তে হবে। জীবন-ধারণ ধর্ম্মার্থে, সংসার-পালন ধর্ম্মার্থে, দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সেবা ধর্ম্মার্থে। ধর্ম্মের সঙ্গে জাগতিক কর্ত্তব্য-নিচয়ের শত-যোজন-পরিমিত পার্থক্য সৃষ্টির ফলেই ধার্ম্মিকেরা দেশ, জাতি ও জগতের হিতের কথা উপেক্ষা কর্‌লেন, আর দেশ, জাতি ও জগতের সেবকেরা ধর্ম্মকে আবর্জ্জনা ব'লে জ্ঞান কত্তে প্রলুব্ধ হ'লেন। ইহকাল এবং পরকালের মধ্যে কি যোগ-সূত্র নেই? পরকাল কি ইহকালকে বাদ দিয়ে, না, ইহকালই পরকালের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত? আমাদের অনন্ত জীবন ঐহিক এবং পারত্রিক এই উভয়কে আবেষ্টন ক'রে রয়েছে, একটীকে বাদ দিয়ে অপরটী অর্থহীন। এই অনন্ত জীবনের প্রত্যেকটী অংশের কর্ত্তব্যকে ভগবৎ-সাধনা ব'লে জ্ঞান ক'রে সুষ্ঠুরূপে তার উদ্‌যাপনই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মালাজপা আর কৃষি করা, ধ্যান করা আর দোকানদারী করা, ভগবৎ-প্রেমিক হওয়া আর দেশ-সেবক হওয়া অজ্ঞানীর নিকটই একসঙ্গে

অসম্ভব। সত্য যার আশ্রয়, সংযম যার সহায়, নিষ্ঠা যার অবলম্বন, একাগ্র চেষ্টা যার বিশেষত্ব, সে তার জীবনে এই দুই বিভিন্ন-মুখীন কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ক'রে নিতে পারে এবং তাই আমাদের ক'রে নিতে হবে।

নারীর মঙ্গলে নরনারী উভয়ের মঙ্গল

পূজনীয়া সাধনা দেবী দৌলতপুর হইতে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময়ে আসিয়া রামকৃষ্ণপুরে পৌছিলেন। তিনি সভাস্থলে আসিয়া পৌছিতেই মহিলারা তুমুল উলুধ্বনি সুরু করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ হইতেই তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। "নারীমঙ্গল" সম্পর্কে দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা হইল। বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নারী-পুরুষ মিলিয়া শ্রোতৃ-সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজার হইয়াছিল।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীর মঙ্গল নরনারী উভয়েরই মঙ্গল। কেননা, নারীকে বাদ দিয়ে মানুষের কোনও সমাজের কল্পনা করা চলে না। এই কারণে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের নারী-জাতির মঙ্গল সাধনের সর্ব্বপ্রকার প্রয়াসে একান্তভাবে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। নারীর স্বাস্থ্য, চরিত্র, জীবিকার্জ্জন-ক্ষমতা, পরহিতে আত্মদানের সুযোগ প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়ে তা'দিগকে দিনের পর দিন উন্নতিশীল করার জন্য যেই দেশে সর্ব্বাধিক চেষ্টা, বলা চল্‌বে যে সেই দেশই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য।

নারীর মঙ্গলে নারীর করণীয়

ব্রহ্মচারিণীজী আরও বলিলেন,—কিন্তু পুরুষেরা নারীর উন্নতির জন্য কি কর্ল্লেন আর না কর্ল্লেন, সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একেবারে পরমুখাপেক্ষিণী হ'য়ে দিন-কর্তনও নারীর কর্ত্তব্য নয়। পুরুষেরা যদি কিছু না করেন, অভিযোগের প্রয়োজন নেই। পুরুষেরা যদি কিছু করেন,

উপেক্ষারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু নারী-জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-বিধানের জন্য নারীদেরই একান্তভাবে চেষ্টাশীলা, যত্নবতী এবং অগ্রবর্ত্তিনী হওয়া প্রয়োজন। পুরুষেরা নারীর উন্নতির জন্য কম চেষ্টা করেন নি, কিন্তু নারীরা অগ্রসর হ'য়ে এসে পুরুষের সেই সেবাকে অকপট চিত্তে গ্রহণ করেনি ব'লেই ত' তার অগ্রগমন রুদ্ধ হ'য়ে আছে। নারীর উন্নতির উপরে নারী-পুরুষ উভয়ের উন্নতি যে নির্ভর করে, এই কথাটী সম্পর্কে পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে আজ নারীদের আত্মগঠনে, আত্মোৎকর্ষ-সাধনে, আত্মোন্নতি-বিধানে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

পূজনীয়া সাধনা দেবীর বক্তৃতায় মহিলা-সমাজ অত্যধিক আকৃষ্ট হইলেন এবং আগামী কল্যও তাঁহাকে রামকৃষ্ণপুরে রাখিয়া দিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্থির হইল, পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্বহাটি চলিয়া যাইবেন কিন্তু পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী রামকৃষ্ণপুরের মহিলাদের নিকটে আর একটী ভাষণ দিবার জন্য মাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রহিয়া যাইবেন।

সংসারে শান্তি-লাভের পথ

শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চক্রবর্ত্তীর গৃহেই শ্রীশ্রীবাবা স্বগণে অবস্থান করিতেছিলেন। পরদিনের (৫ই মাঘের) মহিলা-সভা এই বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হইল। সেই সভাতে ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—সংসারের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটির মধ্যে বিবেক এবং বিচারকে সংযুক্ত কর। অন্তরকে বৈরাগযুক্ত কর। অনাসক্ত হ'য়ে সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখের গহন বনের ভিতর দিয়ে বিচরণ কর।

পুত্র, কন্যা, স্বামী, শ্বশুর, প্রভৃতির সেবাকে ভগবৎ-সেবার অঙ্গ রূপে গ্রহণ কর। সত্য, মৈত্রী এবং পবিত্রতায় সংসারকে পূর্ণ কর। সংসারে শান্তি লাভের এইটীই হচ্ছে নির্ভুল পথ।

পূর্ব্বহাটি

পরদিন, ৫ই মাঘ, সোমবার প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা রামকৃষ্ণপুর হইতে পূর্ব্বহাটি রওনা হইলেন। পূর্ব্বহাটি-গ্রামবাসীরা ব্যাকুল বিহ্বলতা লইয়া দলে দলে আসিয়া রামকৃষ্ণপুর গ্রামের উপান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সুমধুর হরি-ওঁ কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রেমযাত্রা চলিল।

প্রেমই জীবনের পরম প্রার্থনীয়

বেলা নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্বহাটি পৌছিলেন। বেলা দশ ঘটিকায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। সাত জন মহিলা এবং ষোল জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তিক উপদেশ-স্বরূপে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রেমই জীবনের সর্ব্বসার বস্তু. প্রেমই জীবনের পরম প্রার্থনীয়। প্রেমলাভ যে করে নাই, তার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ বৃথা। চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ ক'রে এই সুদুর্ল্লভ মানব-জন্ম পেয়েছ। ভগবৎ-প্রেম-রসের রসিক হ'য়ে এই জীবনকে সার্থক কর।

নাম ও প্রেম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নাম হচ্ছে প্রেমের আকর। অবিরাম তাঁর নাম কর, নাম থেকেই প্রেম উপজাত হবে। অমৃতময় অখণ্ড নামকে জান্‌বে "প্রাণদং, প্রেমদং, পুণ্যং।" নাম নিজে পবিত্র এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রতা-বিধাতা। নাম নিখিল বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ এবং সকলের

প্রাণদাতা। নাম পরম প্রেমের আকর এবং অপ্রেমীর চিত্তে প্রেমদাতা। প্রেমপিপাসু চিত্ত নিয়ে অবিরাম অবিশ্রাম নামের সেবা কর, অপরূপ প্রেমের অনুপম অনুভূতি সমগ্র অন্তর জু'ড়ে জাগ্রত হবে, জীবন সার্থক হবে, ধন্য হবে।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় শ্রীযুক্তা ব্রহ্মচারিণী সাংনা দেবী নৌকাযোগে রামকৃষ্ণপুর হইতে পূর্ব্বহাটি পৌছিলেন।

লুকুচুরি

বেলা বারোটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন।

সন্ধ্যার পরে একটী মজার ব্যাপার হইল। প্রায় দ্বিশতাধিক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাকে ঘিরিয়া মধুর "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন সহকারে বারংবার শ্রীশ্রীবাবাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইতে চাহেন, ভক্তেরা আরও শক্ত করিয়া ঘিরিয়া ধরেন। ব্যাপারটা কতকটা লুকুচুরি খেলার মত চলিতে লাগিল। প্রেমোন্মত্ত ভক্তদের সুমধুর কীর্ত্তনোল্লাস যেন সকলের অন্তরের মাধুর্য্যরসকে নিঙাড়িয়া নিঙারিয়া প্রতি ধূলিকণায় বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ ভাবগদ্‌গদ, কেহ নয়নাসারে প্লাবিত-বক্ষ, কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া স্বচ্ছন্দ নর্ত্তনে রত, কেহ পুলক-শিহরণে রোমাঞ্চিত-তনু, কেহ ইহজগৎ বিস্মৃত হইয়া একেবারে ধ্যানস্থ ঊর্দ্ধনেত্র, আর চতুর্দ্দিকে কেবল হিল্লোলে হিল্লোলে সুর-লয়-সমন্বিত অমৃতমধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে,—"হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ।"

দরিদ্রেরা ধন্য

৬ই মাঘ প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন সহকারে সমগ্র পূর্ব্বহাটি গ্রাম পরিক্রমণ করিলেন। দীন-ধনী প্রত্যেকের গৃহের

অঙ্গনে হরিনামের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রীশ্রীবাবা দরিদ্রের গৃহগুলির অঙ্গনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। জীর্ণ-বস্ত্রপরিহিত অর্দ্ধোদরক্লিষ্ট চিররুগ্ন দরিদ্রেরা নিজ নিজ কুটীরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রেমের ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কি যে করুণ, কি যে মর্ম্মস্পর্শী, কি যে পবিত্র সেই দৃশ্য, যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বারংবার বলিতে লাগিলেন,—দরিদ্রেরাই ধন্য, কেন না, ভগবান তাদের প্রাণে প্রেম দিয়েছেন; সত্যি তারা দরিদ্র নয়, তারা প্রেমধনে ধনী।

বেলা বারো ঘটিকায় পল্লী-পরিক্রমা শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা স্বকীয় বিশ্রামস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতচন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে তাঁহার অবস্থিতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

জীবনের কর্ত্তব্য ও নামের সেবা

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় মহিলাদের একটী সভা হইল। জনতা ছয় সাত শতের উপর হইবে। ক্ষুদ্র একটী বক্তৃতা দিয়া শ্রীশ্রীবাবা সভার উদ্বোধন করিয়া দিলে পরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল-ব্যাপিয়া "নারী জীবনের কর্ত্তব্য" সম্পর্কে একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জীবনকে প্রেমময় করাই জীবনকে সত্যময় ও সার্থক করার পথ। যেই প্রেমের লয় নাই, ক্ষয় নাই, যেই প্রেমের বিকার নাই, যেই প্রেম নিত্য এবং শাশ্বত, সেই অটকতব ভগবৎ-প্রেম লাভই—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রেমলাভে পুরুষ-জীবনও সার্থক, নারী-জীবনও সার্থক। কিন্তু গৃহ-সংসারের পরি-

স্থিতিই আজ এমন যে, নারী ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছে যে, তার জীবন প্রকৃতই সার্থক কিসে। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ, নীচ চরিতার্থতা, হীন লোলুপতা, কদর্য্য বাসনা তার মনকে নাগপাশে বদ্ধ ক'রে রেখেছে। সংসারের সহস্র আবিলতা তার মনকে, রুচিকে, প্রবৃত্তিকে পঙ্কিল ক'রে দিয়েছে। সেই নাগপাশ থেকে, সেই পঙ্কিলতার দুর্গন্ধ থেকে তার মুক্তির উপায় হচ্ছে পরমপ্রেমময় শ্রীভগবানের পরম পবিত্র নামের আশ্রয় নেওয়া। নামের অকপট সেবাই জীবনের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্যের ত্রুটীহীন প্রতিপালনে তোমাদের শক্তি দেবে।

সমবেত উপাসনার মহিমা

৭ই মাঘ প্রাতে আট ঘটিকায় পূর্ব্বহাটিতে সর্ব্বজনীন সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। এই তারিখে সকল স্থানের অখণ্ডেরাই নিজ নিজ গ্রামে ঠিক্ একই সুনির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। উপাসনা চমৎকার জমিল। মনে হইতে লাগিল যেন, সহস্রাধিক ব্যক্তি মিলিয়া একটী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। এখানে স্তোত্র-কীর্ত্তনাদির সুরশিক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত যত্ন নেওয়া যে হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত উপসনাকে একটা বলবর্দ্ধক "টনিক" ব'লে জান্‌বে। সকলের সম্মিলিত শক্তি, ভাব, প্রেম ও মনোলয় পৃথক্-ভাবে একটী একটী ক'রে প্রত্যেকটী উপাসকের ভিতরে আবিষ্ট হচ্ছে। অল্পপ্রেম ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিদের মহাশক্তি লাভের এইটী নির্ভুল পন্থা।

নামে নিষ্ঠাযুক্ত হও

উপাসনান্তে পনরটী মহিলা এবং পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষা-কালে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—পরমপবিত্র অখণ্ডনাম থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই নামেই বিশ্বের স্থিতি, এই নামেই বিশ্বের লয়। নামকেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মূল ব'লে জান্‌বে। নামই হচ্ছেন সর্ব্ব-কারণ-কারণ, নামকে জানবে পূর্ণানন্দের নিবাস। নামই ত্রিভুবনে তোমার অদ্বিতীয় আশ্রয়। নামে নিষ্ঠাযুক্ত হও।

নাম ভেদবুদ্ধির বিদূরক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের অকপট সেবা ক'রে দেখ, নামই তোমাদের সকল ভেদবুদ্ধি দূর ক'রে দেবে, সকল ছোটবড়'র বিচার, সকল প্রভেদ-জ্ঞান নষ্ট ক'রে দেবে। নামেতে একান্ত ভাবে আশ্রয় লও, নাম তোমার সকল দ্বন্দ্ব, দুর্ব্বুদ্ধি ও দুষ্প্রবৃত্তির বিনাশ কর্ব্বে। নাম জীবে জীবে এবং জীবে শিবে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবে, সাম্যবোধ এলে দ্বন্দ্বও থাকে না, প্রবৃত্তির প্রভুত্বও থাকে না।

প্রকৃত যৌবন রিপুর দাস

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীশ্রীবাবাকে বোর্ড-স্কুল-গৃহের প্রাঙ্গণে নেওয়া হইল। সভারম্ভ হইল। নবদীক্ষিত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দেবনাথ সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটী অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তৎপরে আর দুই এক জনের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বাসন্তী-পঞ্চমীর ব্যাখ্যা দিয়া বক্তৃতারম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নব বসন্তের সমাগমে দিকে দিকে জড়প্রকৃতির অঙ্গে প্রত্যঙ্গেও কত নবকিশলয়ের সোণালী আভা তোমার নয়ন বিমুগ্ধ কচ্ছে। আজ কি ভাবার প্রয়োজন নাই, তোমার চেতনশীল প্রকৃতির অঙ্গে নবযৌবনের বিকাশ কিসে হতে পারে, কেমন ক'রে হ'তে পারে?

তোমার অন্তরেও যৌবনের নবহিল্লোল প্রবাহিত হোক্, এ কি তুমি চাও না? কিন্তু মনে কি রেখেছ, প্রকৃত যৌবন রিপুর দাসত্ব স্বীকার করে না? মনে কি রেখেছ, যৌবনের প্রকৃত ধর্ম্ম রিপুজয়?

বক্তৃতা দেড়ঘণ্টা কাল হইল।

দিঘল্‌দী

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী দিঘল্‌দী গ্রামের মহিলাদের মধ্যে ধর্ম্মের বাণী বিতরণের জন্য গিয়াছিলেন। তিনি দিঘল্‌দী হইতে পূর্ব্বহাটি ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতার শেষাংশ মাত্র শ্রবণ করিতে পারিলেন। দিঘল্‌দী গ্রামে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ক্লান্ত থাকায় এখানে আর তিনি কিছুই বলিলেন না।

অন্তরের চেতনাকে জাগাও

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী দিঘল্‌দী গ্রামে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আগ্রহ-ব্যাকুল প্রাণে মহিলারা তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি পৌছা মাত্র মহিলারা কতকগুলি মাঙ্গলিক কার্য্য করিলেন এবং তৎপরে বক্তৃতারম্ভ হইল। জনতার এত ভিড় হইয়াছিল যে, তক্তপোষের উপরে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তক্তপোষ সহ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। সুখের বিষয়, কেহই আহত হন নাই।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিয়াছিলেন,—নারী, তোমার অন্তরের চেতনাকে জাগাও। গতানুগতিক ভাবে রান্নাকরা, খাওয়া, শোওয়া আর সন্তান প্রসব করা, এই মাত্রই তোমার কর্ত্তব্য নয়। তোমার কর্ত্তব্য এর চেয়েও ব্যাপক, এর চেয়েও বিশাল। তোমার প্রত্যেকটী কার্য্য জাতির জীবনে বল সঞ্চার করুক, নবপৌরুষে প্রত্যেকটী নরনারীকে উদ্বুদ্ধ

করুক, তোমার ভ্রূভঙ্গী সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত ক'রে দিয়ে তাদের জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সাধনার প্রভাবে জাতির এবং জগতের নূতন ইতিহাস রচনা করুক। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তোমরা এসেছ, সামান্য নগণ্য নিকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্য নয়।

রূপসদী

৮ই মাঘ প্রাতে পূর্ব্বহাটি পরিত্যাগের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কয়টা দিন গ্রামটা যেন একটা অমরাবতী-পুরীর ন্যায় আনন্দ-মুখরিত ছিল। আজ মুখে মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল, বুকে বুকে বেদনার ভার অনুভূত হইতে লাগিল, চখে চখে অশ্রু ঝরিতে থাকিল। পূর্ব্বহাটির নরনারীর বিদায়কালীন সেই আকুল ক্রন্দন আজও মনে পড়িতেছে। জগতে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা ভালবাসিতে জানেন এবং কাঁদিতে জানেন।

গ্রামের গৃহে গৃহে সান্ত্বনা ও প্রবোধের বাণী শুনাইবার জন্য পূজনীয়া সাধনা দেবী এই বেলা পূর্ব্বহাটি রহিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় রূপসদীর সভা আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জ্জন পূর্ব্বক জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রেম এবং দেশে দেশে অবৈর ভাবের বাণী শ্রীশ্রীবাবা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হিন্দু ও মুসলমান যে শুনিল, সেই মুগ্ধ হইল।

ত্যাগীরাই প্রকৃত সম্মানের পাত্র

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, জগতে সকলেই মনে করে যে, ঐশ্বর্য্যবান্‌ই প্রকৃত সম্মানের পাত্র। কিন্তু একথা সত্য নয়। যে সাধক, জগতে সেই সম্মানের পাত্র। যে ত্যাগী, জগতে সেই সম্মানের পাত্র। দিল্লীতে গেলাম বাদ্‌শাহ হুমায়ুনের কবর দেখ্‌তে, বিশাল

প্রাসাদ, কিন্তু চামচিকার বাসা হয়ে আছে। লোকজন বল্‌তে গেলে নাই, শ্মশান যে শ্মশানই হয়ে আছে। অনায়াসে ছেলের দল জুতো পায়ে সমাধির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। দেখে বড় কষ্ট হ'ল। এই কি ভারতের এক বিশাল সম্রাটের শেষ পরিণতি? কিছু দূরেই গেলাম এক ফকীরের কবর দেখ্‌তে। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি। দলে দলে লোক কাতারে কাতারে চলেছে। কত ফুলের দোকান, কত মালার দোকান। ধূপ, দীপ, কুঙ্কুম নিয়ে দলে দলে লোক ভক্তিনত-কন্ধরে নিজামুদ্দিনের সমাধি দর্শনে যাচ্ছে। তখন মনে হল, হুমায়ুনের চেয়ে বড় বাদ্‌শা ছিলেন এই ফকীর নিজামুদ্দিন। ত্যাগই শক্তি, ত্যাগই মহত্ত্ব। এই কথা আজ আমাদের বুঝ্‌তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বলিলেন।

জাগো এবং জাগাও

সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে পূর্ব্বহাটি হইতে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী আসিয়া রূপসদী পৌছিলেন। শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই তিনি বক্তৃতা শুরু করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—প্রত্যেকটী রমণী আজ জাগো। নিজেরা জাগো এবং অপর সকলের ঘুম ভাঙ্গাও। তোমাদের স্বামী, তোমাদের পুত্র, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বধূ, তোমাদের জামাতা, তোমাদের দেবর-পুত্র সবাই তোমাদেরই মত অঘোর নিদ্রায় আজ নিমগ্ন। তারস্বরে চীৎকার ক'রে তাদের ঘুমের নেশা দূর কর। দেশ এবং জাতির প্রতি এইটাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী সোয়া ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতেও জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা, অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন।

৭

উপাসনা ও দলাদলি

৯ই মাঘ প্রাতে স্বর্গীয় মহিম চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন রায় ইহার পূর্ণ সাফল্যের জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। গ্রামে জাতিতে জাতিতে দলাদলি ছিল, যুবকদের চেষ্টাতেই তাহা প্রশমিত হইল। মহানন্দের মধ্যে উপাসনা-অনুষ্ঠান শেষ হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পৃথিবীর যত দলাদলি, সব যেন তোমাদের সমবেত উপাসনায় এসে সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ হয়। সমগ্র জগৎ থেকে মারামারি কাটাকাটি দূর ক'রে দেবে ব'লেই সমবেত উপাসনার আবির্ভাব ঘটেছে। উপাসনাকে তোমরা মৈত্রী, প্রীতি, ঐক্য, প্রেম ও মিলনাগ্রহ-বর্দ্ধনের উপায়রূপেই গ্রহণ ক'রো। যে দলের হোক্, যে মতের হোক্, উপাসনায় যোগ দিলে তাকে তোমরা বিনয়নম্র আগ্রহ সহকারে আদর ক'রে এনে বসিও, আপন ব'লে তাকে গ্রহণ ক'রো।

অহমিকা-বর্জ্জিত হইয়া নামের সেবা

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরালাল রায়ের বাড়ীতে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। বত্রিশ জন দীক্ষাপ্রার্থী অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষিতদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ করিলেন,—অন্তরের সকল অহমিকা বর্জ্জন ক'রে প্রেমাকুল চিত্তে মঙ্গলময় নামের সাধন কর্ব্বে। সাধন-ব্যাপারে নিজেকে রাখ্‌বে একেবারে অপ্রধান, মঙ্গলময় নামই হবেন প্রধান। তুমি যে আছ, তোমার সেই অস্তিত্বের বোধটাকে টেনে এনে এত ছোট কর্ব্বে, যেন স্পষ্ট অনুভব কর যে, তুমি আছ একমাত্র নামের সেবক রূপে। নামকে সেবা করাই তোমার তুমিত্বের সার্থকতা।

বালকের ব্যাকুলতা

এই গ্রামে একটী চিত্তচমৎকারক ব্যাপার ঘটিল। এগার বৎসর বয়স্ক একটী বালক দীক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। বংশের সকলেই সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা নিলে বংশ-গুরু মহাশয়ের প্রবল কোপ জন্মিবার সম্ভাবনা বিধায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজে দীক্ষা নিলেন কিন্তু কনিষ্ঠকে বাধা দিলেন। বালক আম গাছে উঠিয়া গলায় দড়ি বাঁধিল। ঝুলিতে যাইতেছে, এমন সময়ে একজনে দেখিয়া ফেলিলেন। ধরিয়া বালককে নামাইয়া আনা হইল এবং আশ্বাস দিয়া শান্ত করা হইল যে, আগামী কল্য ছফুল্লাকান্দি গ্রামে সে দীক্ষা পাইবে। পর দিনই তাহাকে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

ছফুল্লাকান্দি

অপরাহ্নে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ছফুল্লাকান্দি চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের বাহিরে আসিয়া শোভাযাত্রা পূর্ব্বক গ্রামের পঁচিশ-ত্রিশটী কুমারী মেয়ে ফুলমাল্য হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। উড়িশ্বর গ্রামেও মহিলারা তাঁহাদেরই সমাজের মঙ্গল-কর্ম্মে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা মহীয়সী তপস্বিনীর সম্মানার্থে এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার সুদূর পল্লীতে এবারকার ভ্রমণ উপলক্ষে মহিলা-জাগরণ একটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার ব্যাপার।

উপাসনার আকর্ষণ

১০ই মাঘ প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা রূপসদী ত্যাগ করিলেন এবং বেলা ৭৷৷০ ঘটিকায় ছফুল্লাকান্দি শ্রীযুক্ত বরদাকিশোর-মনোমোহন করের বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় উৎসাহের মধ্যে সঙ্গে

সঙ্গেই সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইল। সকল আয়োজন এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সুসম্পূর্ণ ছিল যে, কোনও কিছুর জন্য আর দেরী করিতে হইল না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত উপাসনার আয়োজন করার মানেই হচ্ছে আমাকে আমন্ত্রণ করা। যেখানে দেখ্‌ব, উপাসনার ব্যবস্থা হ'য়েছে, আমি সেখানেই গিয়ে চুপটী ক'রে ব'সে পড়্‌ব। তোমরা আমাকে ডাকো আর না ডাকো, উপাসনার আকর্ষণ আমি কখনো অতিক্রম কত্তে পার্‌ব না।

মহামন্ত্রের ধ্যান

উপাসনান্তে পাঁচ জন মহিলা এবং চৌদ্দ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—দিন নাই, রাত নাই, কেবল একটী জিনিষের ধ্যান করবে। সেইটী হচ্ছে মহামন্ত্র ওঙ্কার। এই ধ্যান ব্রহ্মা করেছেন, বিষ্ণু করেছেন, ইন্দ্র করেছেন, রুদ্র করেছেন, তবে তাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র বা রুদ্র হয়েছেন। অন্য কোনও প্রিয় বস্তু যদি ধ্যান করার জন্য প্রাণে একান্ত ব্যাকুলতা বোধ কর, তাহ'লে প্রাণের উপরে উৎপীড়ন করার প্রয়োজন নেই। তাকেও ধ্যান কত্তে পার, কিন্তু বিদ্যুদুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ অখণ্ডমহামন্ত্রের দ্বারা মনে মনে পরিবেষ্টিত ক'রে তা কর্ব্বে। ক্রমে তা মহামন্ত্রেই নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবার সভাপতিত্বে মহিলা-সভার কার্য্য সুরু হইল। দুইটী বালিকা প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের দ্বারা সভার প্রারম্ভ করিলেন।

আসিবে সেদিন আসিবে

অতঃপর ব্রহ্মচারী নিত্যসুন্দর (নিতাই দা) শ্রীশ্রীবাবার রচিত একটী গান গাহিয়া সকলের মন মুগ্ধ করিলেন। যথা,—

আসিবে সেদিন আসিবে,
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে॥

কত মহীয়সী মহিলার দল
পুরুষ-জাতিরে বিতরিবে বল,
ভগবৎ-প্রেম-অমিয়ে সবারে
ভাসাবে, নিজেরা ভাসিবে॥

লালসা, কলুষ, নীচতা, হীনতা,
সকলি করিবে দূরিত,
উন্নতশির মানব-জাতিতে
জগৎ করিবে পূরিত,
নব-সৃজনের হরষে সবারে
হাসাবে, নিজেরা হাসিবে॥

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান-গরিমায়
দিবে এ ধরণী ভরিয়া,
অতীতের শত ধ্বংসের মাঝে
নূতন পৃথিবী গড়িয়া।

যাহা কিছু আছে মঙ্গলহীন,
বাষ্পরাশিতে করে দেবে লীন ;
অশিব অদেব অসুন্দরেরে
চরণের ভারে ত্রাসিবে ॥

জীর্ণ করিয়া মৃত্যু-গরল
অমৃতের হবে জননী,
বিশ্ব জুড়িয়া সন্তানদের
পীযূষে পূরিবে ধমনী,
চির-অনাময় করিয়া জীবন
আনন্দময় করিবে মরণ,
পতন-বিহীন মোহ-বিনাশন
স্নেহ দিয়া ভাল বাসিবে ॥

নারীর জীবন-গঠন

তৎপরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী নারীকল্যাণমূলক উপদেশ সমূহ বিতরণ করিয়া দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—দেশ এবং সমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ নারীর হাতের মুঠার ভিতরে বদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। এদেশ নারকীদের দেশ হবে, না দেবতার দেশ হবে, এ সমাজ পিশাচের সমাজ হবে, না ঋষির সমাজ হবে, তা সম্পূর্ণ-নির্ভর করে নারীর চরিত্রের উপর। নারীরা দেশকে অতলে ডুবাতে পারে, আবার অভ্রভেদী মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত কত্তে পারে। যে নারীর এত শক্তি, তার নিজের জীবন গঠনের জন্য কত গুরুতর

শ্রম প্রয়োজন, তা তোমরা ভেবে দেখ। শুধু গয়না প'রে আর আল্‌তা মেখে তার জীবন গঠন হবে না, শুধু চখে কাজল দিয়ে আর চুলের খোঁপা বেঁধেও তার জীবন গঠন হবে না। জীবন-গঠন এর চাইতেও কঠিনতর কাজ। সুখের প্রতি নির্লোভ, দুঃখের প্রতি উদাসীন, বিপদের প্রতি ধৈর্য্যশীল, সত্যের প্রতি আগ্রহপরায়ণ যাতে হওয়া যায়, তাতেই হয় জীবন গঠন। জীবন-গঠন একটা কথার কথাই মাত্র নয়।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন।

পৃথিবী কিসে সুন্দর হইবে

১১ই মাঘ রবিবার প্রাতে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন সহকারে শ্রীশ্রীবাবা ছফুল্লাকান্দি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে পদধূলি প্রদান করিলেন। উৎসাহের কলরোলে সমগ্র গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। বাজারের উপর দিয়া যখন কীর্ত্তনের দল আসিতে লাগিল, তখন বাজারের মুসলমান দোকানদারেরাও লুটের জন্য বাতাসা আনিয়া সাধিয়া সাধিয়া কীর্ত্তন-দলের হাতে দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তোমার আল্লা আর আমার ঈশ্বর একই ব্যক্তি। এঁরা দুই জন নন। আমার ধর্ম্মের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা তোমাকে তোমার আল্লারই সমীপবর্ত্তী করে। আহা পৃথিবী, তুমি কত সুন্দর, যদি মানুষে মানুষে বিদ্বেষ না থাকে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ না থাকে!

বেলা তিনঘটিকার সময়ে ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইল। প্রথমে অন্য কতিপয় বক্তা বক্তৃতা দিবার পরে সর্ব্বপ্রকার নীচতার মূলোচ্ছেদকল্পে শ্রীশ্রীবাবা এক অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করিলেন। এই অঞ্চলে শতকরা আশী জন শ্রোতাই মুসলমান। রূপসদীর বক্তৃতায় মুসলমান-সমাজে

এমন একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে যে, আজ মুসলমান শ্রোতার সংখ্যাই অত্যধিক। সকলেই বক্তৃতায় মুগ্ধ হইলেন। কেহ কেহ এমন পর্য্যন্ত মন্তব্য করিলেন যে, বিগত রাইপুরার (ঢাকা) সাম্প্রদায়িক বিভ্রাটের পূর্ব্বে যদি ঐ অঞ্চলে এইরূপ প্রচার-কার্য্য চালান সম্ভব হইত, তাহা হইলে হয়ত সাম্প্রদায়িকতার বিষ বিসর্পণকারী ষড়যন্ত্রী ব্যক্তিদের অপচেষ্টা এতটা ব্যাপকতা অর্জ্জন করিতে পারিত না।

প্রকৃত ধার্ম্মিক হও

বিভিন্ন ধর্ম্মের উদার ঐক্যের সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেকে প্রকৃত ধার্ম্মিক হও। নিজ নিজ অন্তরকে জিজ্ঞাসা ক'রে বোঝ যে, তুমি ধার্ম্মিক হ'তে পেরেছ কিনা। সত্য সত্য ধার্ম্মিক হ'লে অপরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব আপনি প্রশমিত হ'য়ে যাবে, চিত্ত এক অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হবে। তখন আর জগতে কেউ পর থাক্‌বে না।

ধর্ম্মাধর্ম্ম চিনিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের কত জনে কত রকমের ব্যাখ্যা দেয়, আর পণ্ডিত লোকদের মুখে সেই সকল ব্যাখ্যা শুনে মূর্খ অজ্ঞ লোকেরা অন্ধের মত পথ চলে আর ভাবে,—"ধর্ম্ম-পালন কচ্ছি।" কিন্তু মানুষ যতই অশিক্ষিত হোক্, যতই অজ্ঞান হোক্, ভগবান্ তারও বুকের মাঝে একটা অনুভূতির শক্তি দিয়ে দিয়েছেন। সেই শক্তি-বলে, সে পাপ ক'রে অনুতপ্ত হয়, পুণ্য ক'রে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে। যে কাজে অবিমিশ্র আত্ম-প্রসাদ নেই, সে কাজ ধর্ম্মকাজ নয়। হুজুগের বশে যে কাজ ক'রে নীরবে নিভৃতে চিত্তে আত্মগ্লানি আসে, সে কাজ ধর্ম্মকাজ নয়। পণ্ডিতেরা বল্‌লেও সে কাজ ধর্ম্মকাজ হবে না, শাস্ত্রকারেরা লিখ্‌লেও সে কাজ

ধর্ম্মকাজ হবে না। ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম চেনার এই সহজ উপায় তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আছে।

ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শনের সাহস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্যক্তিগত জিদ্ আর দলগত স্বার্থ যখন ধর্ম্মের মুখস প'ড়ে এসে সম্মুখে দাঁড়ায়, আর সেই মিথ্যা মুখসকেই সত্য ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার না কত্তে চাইলে যখন স্বসমাজের উৎপীড়ন আসার উপক্রম হয়, তখনই হচ্ছে অবসর, যখন নিজের প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগের দৃঢ়তা দুরন্ত সাহসের সঙ্গে প্রদর্শন কত্তে হবে। এ সাহস যাঁরা দেখান, জগতের তাঁরা নমস্য, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের তাঁরা পূজার পাত্র ও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী।

মানবমাত্রেই পরস্পর ভ্রাতাভগ্নী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর, ধর্ম্মের মুখসকে মুখসমাত্র জেনেও যখন উৎপীড়নের ভয়ে, উৎকোচের লোভে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লালসায়, দলগত প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির কামনায় বা চতুর্দ্দিকে প্রভুত্বপ্রসারের লোলুপতায় মানুষ তাকে ধর্ম্মের মর্য্যাদা দিয়ে কুর্ণিশ করে, তখন মানুষের দেবতুল্য স্বভাব একটী মুহূর্ত্তের মধ্যে পশুর প্রকৃতিতে পরিণত হয়। তখন সে না কত্তে পারে, হেন নীচ কাজ নেই। জগতের এমন কোনও দুর্ব্বৃত্ততা নেই, যা তার পক্ষে অসম্ভব, যাতে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা ধিক্কারের উদয় হয়। অথচ অসদ্ব্যবহার কত্তে যাচ্ছে যার সঙ্গে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে তার ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নী, পুত্র কিম্বা কন্যা। ভগবানের অপক্ষপাত দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানব সকল মানবের ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীবৎ অথবা পুত্র ও কন্যাবৎ একান্তই স্নেহলাভের যোগ্য।

দুষ্কার্য্যে শান্তি আসে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ যে মানুষের উপরে উৎপীড়ন করে, সেটা তার ধর্ম্মানুরাগের জন্য নয়। তার সেই উন্মত্ততা তার অন্তরের গুপ্ত দুর্ব্বৃত্ততার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই দুর্ব্বৃত্ততাকে একটা সুসভ্য প্রকাশ দেবার জন্য সে ধর্ম্মকে তার সঙ্গে জড়িয়ে নেয় মাত্র। বিধর্ম্মীকে হত্যা করলে আর স্বধর্ম্মী দুষ্কার্য্যকারীকে প্রশ্রয় দিলে পুণ্য হয়, একথা যে ইচ্ছা সে বলুক, কিন্তু নীরবে নিভৃতে ব'সে তুমি তোমার অন্তরের গতিকে নিরীক্ষণ ক'রে তারপরে বল ত' তোমার অন্তরাত্মার রায় এই বিষয়ে কি? নিরীহ বিধর্ম্মীকে হত্যা ক'রে সত্যই কি তোমার চিত্ত বিমল আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়? দুষ্কার্য্যকারী স্বধর্ম্মীকে নিত্য নূতন অপকার্য্যে সহায়তা ক'রে সত্যই কি তোমার প্রাণ কৃতকার্য্যের দরুণ স্বচ্ছ হয়, সুন্দর হয়, সরস হয়, প্রস্ফুটিত হয়, বিকশিত হয়, মধুর হাস্য-হিল্লোলে মুখরিত হয়? গভীর নিশীথে নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, এর সত্য জবাব পাবে। দুষ্কার্য্যে কোনও অবস্থাতেই প্রাণে শান্তি আসে না, আস্‌তে পারে না।

শান্তির পথ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শান্তি আসার পথ সর্ব্বজীবে প্রেম, সর্ব্বজনে ভালবাসা। এস আমরা ভগবানের কাছে অকপট চিত্তে প্রার্থনা করি,— "দাও প্রভো প্রাণে সুবিমল ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রেম, নিষ্কলুষ মৈত্রীভাব। জগতের এক জনের প্রাণেও কষ্ট দিবনা, জগতের একজনকেও ব্যথিত কর্ব্বনা, নিজের ব্যথা দিয়ে সকলের ব্যথা বুঝব, নিজের দরদ দিয়ে সকলের দরদ অনুভব কর্ব্ব,—দাও প্রভো সেই মনোগতি, সেই রুচি।" শান্তি এই পথেই আসবে।

পরমমহেশ্বর

১২ই বৈশাখ সোমবার প্রাতে ছফুল্লাকান্দিতে আরও দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। আঠার জন পুরুষ এবং আঠার জন মহিলা অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষার্থীদের যে কি ব্যাকুল আগ্রহ, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই।

দীক্ষাপ্রাপ্তদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,— তোমাদের যিনি আরাধ্য ঠাকুর, মহামন্ত্র তাঁরই নাম। তিনি পরমমহেশ্বর অর্থাৎ তাঁর উপরে আর কেহ ঈশ্বর বা প্রভু বা পূজ্য নাই। ঈশ্বরের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাঁরও ঈশ্বর, এই জন্যই তাঁর নাম পরমমহেশ্বর। সেই পরমমহেশ্বর ভক্তিরূপে, ভক্তরূপে, ভজনরূপে তোমার কাছে ধরা দিয়েছেন। ভক্তির অনুশীলন কর, তাঁকে পাবে। ভক্ত হও, তাঁকে পাবে। ভজন-ক্রিয়ায় নিমগ্ন হও, তাঁকে পাবে। যে নাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অদ্বিতীয়, সেই নামের আজ অধিকারী হয়েছ। এই নাম ধ'রে প্রাণ ভ'রে তাঁকে ডাক। তাতে তার সঙ্গে তোমার নিত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জল্লি

বেলা আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নিজ পাল্কীতে জল্লি রওনা হইলেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী মাঝিয়ারা হইতে প্রেরিত পাল্কীতে মাঝিয়ারা চলিলেন। বেলা দশটায় শ্রীশ্রীবাবা জল্লি পৌছিলেন। কথা ছিল, জল্লি মাত্র বিশ মিনিট সময় প্রতীক্ষা করা হইবে, কেননা পল্লীবধূরা শ্রীশ্রীবাবার চরণদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু সেখানে পৌছিয়া যে অপরূপ দৃশ্য দেখা গেল, তাহা অপ্রত্যাশিত। গৃহকর্ত্তা সমবেত এবং সম্ভাব্য অভ্যাগতদের জন্য প্রচুর পায়েস প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া-

ছেন এবং প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন দীক্ষার্থী দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। কিন্তু দীক্ষা-গৃহে স্থানের একান্ত অসঙ্কুলান বিধায় পনের জন মহিলা এবং তের জন পুরুষকে মাত্র দীক্ষিত করা হইল।

সীমার জগতে অসীমের প্রতিনিধি

দীক্ষাদানান্তে নবদীক্ষিতদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—নামকে জান্‌বে সীমার জগতে অসীম পরব্রহ্মের প্রতিনিধি। সাধারণ প্রতিনিধি নয়,—plenipotentiary, পূর্ণ-শক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধি। পরমেশ্বরের সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ, তাঁর অমিয়মাখা নামের ভিতরে আছে। তাঁর দয়া, তাঁর মায়া, জীবের প্রতি তাঁর অহেতুক করুণা, পতিতের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ সবই এই নামের ভিতরে আছে। তাঁর নামের সেবার দ্বারা তাঁর সম্যক্ কৃপার তুমি অধিকারী হবে। নামকে আলিঙ্গন কর সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়ে। নামকে ভালবাস তোমার সকল প্রিয়বস্তুর, সকল প্রিয়জনের, তোমার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে। নামেতে নিজেকে ডুবিয়ে দাও তেমনি ক'রে, পার-কূল-হীন সমুদ্রের ভিতরে যেমন ক'রে ক্ষুদ্র পুতুল চিরতরে ডুবে যায়।

"হরি-ওঁ" কীর্ত্তনে যেন জল্লি গ্রামটা একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা বহু গ্রামেই গিয়াছি, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এত আনন্দ এক সাহাপুর ব্যতীত আর কোথাও পাই নাই।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা মাঝিয়ারা আসিলেন এবং সেই দিনটীর জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

শ্রীঘর

১৩ই মাঘ প্রাতে শ্রীঘর হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র নাহার নেতৃত্বে

"হরি-ওঁ" কীর্ত্তনে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া যুবকের দল আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী নাম-কীর্ত্তনের বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে শ্রীঘর পৌছিলেন।

নারীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন

বেলা দুই ঘটিকায় মহিলা-সভা হইল। প্রায় আটশত মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা অতি সংক্ষেপে মহিলাদিগকে দুই একটী উপদেশ দিবার পরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী দুই-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতায় প্রত্যেকেই মুগ্ধ হইলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিরাট একটা ভেদ এইখানে যে, প্রত্যেক পুরুষ জানে যে, তাকে জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ কত্তে হবে, তাকে শ্রমসাধ্য কার্য্যের গুরুতর দায়িত্ব নিতে হবে, সংসারের প্রভুরূপে দশজনকে প্রতিপালন কত্তে হবে। সে জানে, এ যে পার্‌বে না, তার পুরুষ নামে পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু নারী জানে, সে হবে একজনের গৃহিণী, সে হবে প্রেমিকা, সে কর্‌বে তার প্রভুর মনোরঞ্জন, সে সাজ্‌বে, গুজ্‌বে, গয়না পড়্‌বে, সে রাঁধ্‌বে, বাড়্‌বে, খাবে, ঘুমোবে,—ব্যস্, এইখানেই তার কর্ত্তব্যের গণ্ডী শেষ হ'ল। এই বিরাট পার্থক্যের ফলে পুরুষগুলি জীবন ভ'রেই অতিরিক্ত শ্রম ক'রে ক'রে অকালে মরে, আর নারীগুলি চিরকালই পুরুষের পক্ষে হয়ে থাকে ঘাড়ের বোঝা, পায়ের বেড়ী অথবা জীবন্ত লাগেজ। "পথি নারী বিবর্জ্জিতা",—অর্থাৎ পথ চল্‌তে স্ত্রীলোক সঙ্গে নিও না,—এটী একটী প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হ'য়ে গেল! কেন গেল? না, ডাকাতে এসে ধর্‌লেও তোমরা তোমাদের ঘোম্‌টাটা একটু খুলে দেখ্‌বে না যে, কারাই বা এল, কিই বা করা যায়। স্ত্রীলোকের নিজস্ব কোনও

লক্ষ্য নেই, কর্ত্তব্য নেই, দায় নেই,—তার একমাত্র কৃতিত্ব এই যে, সে হচ্ছে পুরুষের ঘাড়ের বোঝা। নারী যে পুরুষকে জীবনের কঠোর সংগ্রামে কোনও সাহায্যই কত্তে পার্ল্ না, তার এইটীই প্রধানতম কারণ। আজ তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধ্‌তে হবে এবং পুরুষজাতির সাথে সমান তালে জগতের প্রত্যেক মঙ্গলকর কাজের পথে চল্‌বার চেষ্টা কত্তে হবে।

প্রিয়তম কার্য্য

পরদিন, ১৪ই মাঘ, বুধবার প্রাতে সমবেত উপাসনার আয়োজন হইতে লাগিল। গ্রামের যুবকগণের নেতা শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উৎসাহ দেখে কে? প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান তাঁহার প্রাণান্ত যত্নের মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন হইতেছে। উপাসনার কাজে গ্রামের যুবকগণের অকপট উৎসাহ দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর চাইতে প্রিয়কার্য্য জগতে আমার আর কিছু নেই। তোমাদের এই উপাসনা-প্রীতি আমাকে চিরতরে তোমাদের কাছে বেঁধে রাখ্‌বে।

ঠিক আট ঘটিকার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা এমন জমিল যে, বলিবার নহে। যাঁহারা এই দিনকার উপাসনার স্বর-লহরী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। অপরাহ্নে যখন শ্যামগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীঘরের ধর্ম্মসভায় যোগ দিতে আসিয়া একথা শুনিলেন, তখন সকলেই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, কেন প্রাতে আসিলেন না।

নামই জ্ঞানের খনি

উপাসনার পরে তেইশজন মহিলা এবং নয়জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষিতদের প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামকে জান্‌বে সর্ব্বশাস্ত্রের মূল। শাস্ত্র পড়ে লোকে জ্ঞান-লাভের জন্য। জান্‌বে, যত শাস্ত্রে যত জ্ঞান আছে, সব এই একটীমাত্র নামের ভিতরে লুক্কায়িত আছে। যে অকপট চিত্তে নামের সেবা করে, সে বিনা অন্বেষণে সেই জ্ঞান-রাশি লাভ করে। নামকে জান্‌বে, জ্ঞানের খনি।

প্রণবে সর্ব্ববর্ণের অধিকার

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান হইল।

অন্যান্য সকল স্থানের ন্যায় এখানেও দুই-তিনখানা অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। কিন্তু শ্রীঘরের অভিনন্দন-পত্রগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, অভিনন্দনের লেখক পূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের যাবতীয় কর্ম্মপন্থা ও গ্রন্থগুলির সহিত সুপরিচিত। ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং রচনার ওজস্বিতার পৃথক্ করিয়া আর প্রশংসা নাই করিলাম।

অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণ আড়াই-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ওঙ্কারের সাধনে এবং গায়ত্রীতে যে মানব-মাত্রেরই অধিকার আছে, ইহাই তিনি নানা দৃষ্টান্ত, প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যান করিলেন। ভাবের গাম্ভীর্য্য, বচন-ভঙ্গিমা, শব্দ-চয়ন, রচনা-শৈলী প্রভৃতি প্রত্যেকটীর অপূর্ব্বতায় মিলিয়া এক আশ্চর্য্য অভিষেক হইল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বহু গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদারতাকে যাঁহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া দৃঢ়সংস্কার-সম্পন্ন। কিন্তু সকলেই যেরূপ মুগ্ধ চিত্তে আদ্যোপান্ত প্রত্যেকটী কথা শ্রবণ করিলেন, ইহাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সভায় বিপুল জন-সমাবেশ হইয়াছিল।

আর্য্য-সভ্যতার প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পবিত্র প্রণব-মন্ত্রে যে সর্ব্বজাতির অধিকার আছে, একথা আজ সাহস ক'রে ব্রাহ্মণদিগকেই সর্ব্বাগ্রে প্রচার কত্তে হবে। ওঙ্কারের পবিত্র বন্ধনে নিখিল জগতে গভীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। জগতের যত আত্মহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত, পন্থানির্দ্দেশবর্জ্জিত, উচ্ছৃঙ্খল জাতি কি চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল থাক্‌বে? যে ধর্ম্মের সংস্পর্শে, যে সভ্যতার প্রভাবে তাদের অন্তরের দায়িত্বজ্ঞানহীন দুর্ব্বৃত্ততার প্রশমন হবে, দানব দেবতায় পরিণত হবে, কুক্রিয়াসক্ত সৎক্রিয়ান্বিত হবে, মিথ্যা-ব্যসনকারী সত্য-সদাচার-সমন্বিত হবে, সেই ধর্ম্ম এবং সেই সভ্যতা কি তাদের দান কত্তে হবে না? জগদুদ্ধারই কি আর্য্য-সভ্যতার প্রাণ নয়?

আর্য্য-ধর্ম্মের উদারতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুনেছি, আর্য্য জাতি আদিতে ভারতে ছিলেন না। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত দিয়ে তাঁরা তাঁদের অপূর্ব্ব সভ্যতা, অতুলন দক্ষতা, অসামান্য ধর্ম্ম, অনুপম বেদমন্ত্র নিয়ে ভারতভূমিতে নাকি প্রবেশ করেছিলেন। এসেছিলেন তাঁরা অনার্য্যদের দেশে। কিন্তু এসেই কি তাঁরা অনার্য্যদের হত্যা করেছিলেন? তাঁরা এদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পরকে তাঁরা আপন করেছিলেন। অনার্য্যকে তাঁরা আর্য্য করেছিলেন। গায়ত্রী এবং প্রণবে অবাধ অধিকার প্রদান ক'রে তাঁরা নানা-জাতি-অধ্যুষিত এই বিশাল দেশে এক বিরাট এবং অবিসম্বাদী বৈদিক ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা সাধন করেছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠা অস্ত্রবলে নয়, সেই প্রতিষ্ঠা বলাৎকারে নয়, সেই প্রতিষ্ঠা অপরের উপরে উপদ্রব ক'রে নয়, সেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একমাত্র ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সকল জাতিকে

আর্য্য-জাতির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়ার সৎসাহসের ফলে, সকলকে দুবাহু প্রসারিত ক'রে আলিঙ্গন ক'রে নেওয়ার উদারতার ফলে।

আমাদের বিপরীত আচরণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একদা যে মহান কর্ম্ম-পন্থার অনুসরণ ক'রে দিগ্‌বিদিকে আর্য্যসভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছিলেন, আমরা তার ঠিক্ বিপরীত পন্থার আশ্রয় নিয়েই ঘরের মানুষ পর ক'রে দিচ্ছি, চির-নিকটকে চিরদূর, চিরআপনকে চিরশত্রু ক'রে দিচ্ছি। তাঁরা বলেছিলেন,—"জগতের সকল মানুষ অমৃতের পুত্র, এস সবাই আমাদের হাত থেকে অমৃত-ভাণ্ড কেড়ে নিয়ে ব্রহ্মপ্রেমসুধা পান ক'রে অমর হও," আর আজ আমরা বল্‌ছি,—"এস না আমাদের কাছে, তোমরা সবাই দূর হয়ে যাও, গায়ত্রী আর প্রণব আমরা সিন্ধুকে কুলুপ মেরে বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছি, নিজেরাও এর স্বাদ নেব না, তোমাদেরও এর স্বাদ নিতে দিব না।"

পবিত্র হও

পরদিন প্রাতে নাসিরাবাদ গ্রামে যাইবার প্রাক্কালে শ্রীঘরে পুনরায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। বারোটী মহিলা এবং নয়জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—অমৃতময় নামকে জান্‌বে সকল নির্ম্মলতার খনি। দেহকে নির্ম্মল কত্তে চাও, মনকে নির্ম্মল কত্তে চাও, প্রাণকে নির্ম্মল কত্তে চাও ত' প্রাণপণে নামের সেবা কর। সব সময়ে লক্ষ্য রাখ যে, পবিত্র থাক্‌বে, নির্ম্মল থাক্‌বে, নিষ্কলুষ থাক্‌বে। নামের সেবার মধ্য দিয়ে এমন পবিত্রতা অর্জ্জন কর যেন জগতের কোনও

কালিমা বা কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ কত্তেও সাহস না পায়। তুমি যে পবিত্র, এইটীই যেন তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব হয়।

নাসিরাবাদ

নাসিরাবাদ গ্রামে আমাদের একটী মাত্র গুরুভ্রাতা আছেন,—শ্রীযুক্ত হীরালাল রায়। তিনি যুবক। একাকী তিনি সাহস করিতেছিলেন না যে, শ্রীশ্রীবাবাকে এই গ্রামে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃদেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র রায় এবং গ্রামস্থ অপর কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহে এই অসাধ্য সুসাধ্য হইল।

শ্রীঘর হইতে নাসিরাবাদ আসিবার কালে যে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তাহা অন্যান্য সকল স্থানেরই ন্যায় প্রাণপূর্ণ। কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পথে পথে রচিত সুসজ্জিত তোরণের দ্বারে দ্বারে যে অভ্যর্থনা হইতে লাগিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিনব বিশেষত্বে পূর্ণ। অপরাহ্নে সভাতে যোগ দিবার জন্য পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী যখন নাসিরাবাদ আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও এই ভাবেই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। গ্রামের নেতৃবর্গ ও কর্ম্মিগণের পরিকল্পনা-শক্তি এবং সঙ্ঘশক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

সমবেত উপাসনায় ধ্যানাবেশ

বেলা এগারটার সময়ে সমবেত উপাসনা হইল। শুভ্রবর্ণ ওঙ্কার-বিগ্রহকে অতীব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সাজিতে সাজিতে পুষ্প-বিল্বপত্র, পাত্রে পাত্রে দূর্ব্বা, তুলসী ও চন্দন থরে থরে সুসজ্জিত।

এই গ্রামে একমাত্র ভ্রাতা শ্রীহীরালাল রায় ব্যতীত উপাসনা-দক্ষ

ব্যক্তি নাই। কিন্তু শ্রীঘরের ভ্রাতৃবর্গের সহযোগিতায় উপাসনা বেশ জমিল! অনেকে ধ্যানাবেশহেতু স্বল্পকাল-মধ্যে শব্দরহিত যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

উপাসনান্তে অঞ্জলিদান ও প্রসাদাদি বিতরণের পরে শ্রীশ্রীবাবা দুই একজনকে ডাকিয়া নিয়া জনান্তিকে বলিলেন,—ধ্যানাবেশ আসাটাই উপাসনার সাফল্যের প্রমাণ। কিন্তু সমবেত উপাসনা কালে ধ্যানাবেশ এসে গেলেও স্তোত্রোচ্চারণ বন্ধ ক'রে দিও না। মৃদুকণ্ঠে হ'লেও স্তোত্র-গুলি উচ্চারণ ক'রে যেও। কেননা, তুমি তোমার ধ্যানাবেশের দরুণ ত' চুপ্ ক'রে বুঁদ হয়ে বস্‌লে, কিন্তু বহিরাগত অসাত্ত্বিক ব্যক্তি বা নবাগত উপাসকদের কানে স্তোত্র-কীর্ত্তনের মধুর ঝঙ্কার পৌছাবার দায়িত্ব যে শেষ পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় দু-একজনের উপরেই গিয়ে পড়্‌বে। ফলে, তাদের চীৎকার কত্তে হবে বেশী এবং এর ফলে তাদের ধ্যানাবেশটী নষ্ট হবে। উপাসনাটা যখন সমবেত, তখন তোমার কর্ত্তব্য গভীর ধ্যানাবেশের মধ্য দিয়েও স্তোত্রে ও সুরে আগাগোড়া সহযোগ রেখে চলা। এই উপাসনার শুভফল তুমি একা ভোগ কর্‌লেই চল্‌বে না, সকলকে এর ভাগ সমভাবে দিতে হবে।

দলাদলি

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইল। শ্রীশ্রীবাবাকে যে বাড়ীতে তোলা হইয়াছে, সেই বাড়ীতেই ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক দলাদলির জন্য এই বিষয় নিয়া একটা মতভেদ হইল। এই বাড়ীতে সভা হইলে গ্রামের একাংশের মহিলারা কিছুতেই আসিবেন না বলিয়া একটা প্রবল আন্দোলন গ্রামের মধ্যে

ছিল। এই জন্য দুই স্থানে দুইটা পৃথক্ সভা করা যায় কিনা, তদ্রূপ প্রস্তাবও শ্রীশ্রীবাবার নিকটে উপস্থাপিত করা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দলাদলিকে ভয় ক'রো না। আমরা ভগবানের নামের পতাকা ধারণ ক'রে কাজে বে'র হয়েছি। গ্রাম্য দলাদলিকে ভয় করার কিছু আমাদের নেই। এখন আর দুই জায়গায় দুই সভা করব না, কারণ তা কত্তে গেলে দুটো সভাই পণ্ড হবে। দলাদলির ক্ষেত্রে স্থাননির্ব্বাচন-সম্পর্কে গোড়াতেই তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে, সর্ব্বসম্মত কার্য্যতালিকা কি হ'তে পারে। কিন্তু গোড়ায় যখন তা কর নাই, তখন আর নূতন ক'রে জটিলতা বাড়িয়ো না। যেখানে সভা হবে ব'লে পূর্ব্বে প্রচারিত হয়েছে, সভা সেখানেই হবে এবং যা-কিছু বক্তব্য সব এক-স্থানেই বল্‌ব।

শ্রীযুক্ত হীরালাল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—কিন্তু অধিকাংশ মহিলারাই যে এখানে আস্‌বেন না!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আস্‌বেন হে, আস্‌বেন। একজনও নিজের ঘরে ব'সে থাক্‌তে পার্‌বেন না। আমি এসেছি নিঃস্বার্থ প্রাণ নিয়ে নিজের হৃদয় জ্বালিয়ে সবাইকে তাদের প্রয়োজনীয় কথা শুনাতে। কার সাধ্য যে, সভাস্থলে না এসে নিজের ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারবে? কেউ পার্‌বে না হে, কেউ পার্‌বে না।

কার্য্যকালেও দেখা গেল, সব দলাদলি ও বিভেদের ভাব দূর হইয়া গিয়াছে, সকল বাড়ীর সকল মহিলারা আসিয়া সভাস্থল পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া জনতা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি হইবে বলিয়া অনুমান হইল।

নারী ও পুরুষের সামঞ্জস্য

প্রথমতঃ ভক্তদাদা প্রমুখ দুই একজন বক্তার বক্তৃতা হইবার পরে

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী এক-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতায় শ্রীযুক্তা ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারী এবং পুরুষের চরিত্রের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব জিনিষ এই যে, মহত্তম পুরুষ নিজের ভিতরে রমণী-চরিত্রের কোমলতা, দয়ার্দ্রতা, নম্রতা ও মধুরতাকে বিকশিত করেন, আর মহনীয়া নারী নিজের ভিতরে পুরুষের সাহস, শৌর্য্য, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার উন্মেষ সাধন করেন। নারী হোক্ আর পুরুষ হোক, যে মহৎ হবে, তার ভিতরে নারী ও পুরুষ উভয়ের গুণাবলির একটা মাধুর্য্যময় সমাবেশ হবে। এই সামঞ্জস্যের আদর্শের দিকে তাকিয়ে আজ নারী-জীবনের আত্মগঠন-চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত কত্তে হবে।

নারীর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—লজ্জাবতী লতাটীর মত হ'য়ে নারী চিরকাল স্পর্শকাতর জীবন যাপন কর্ব্বে, এটা নারীর পক্ষেও গৌরবের নয়, দেশের পক্ষেও কল্যাণের নয়। পুরুষ যখন দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করে, তখন নির্দ্দল মনোবৃত্তি নিয়ে শান্তি এবং সৌহৃদ্যের বাণী ছড়াবার বিশাল দায়িত্ব নারীকেই নিজস্কন্ধে নিতে হবে। নারীকে জান্‌তে হবে যে, সে হচ্ছে জগতের কল্যাণধাত্রী মহাশক্তি, জীবকে অমঙ্গল থেকে টেনে এনে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করা তার মহনীয় কর্ত্তব্য। নারী তার সর্ব্বশক্তি নিয়ে যেদিন জগৎ-কল্যাণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সমাজের মাঝে দাঁড়াবে, সেদিন জগতের সহস্র অশান্তি নিমেষে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে। জননী এবং ভগিনীগণ, তোমাদের সেই চিরমঙ্গলময়ী মূর্ত্তির আজ বিকাশ সাধন কর।

ইহার পরে পূজনীয়া সাধনা দেবী শ্রীঘর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা নাসিরাবাদ রহিয়া গেলেন।

সাধনাই শান্তির মূল

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার ভাষণ শুরু করিলেন। বক্তৃতা পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল চলিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রত্যেকে শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের কোলাহল যত থেমে যাবে, ততই তোমার প্রাণের ভাণ্ডার শান্তির অমৃতরসে পূর্ণ হবে। শান্তি যদি পেতে চাও, প্রত্যেকে সাধনশীল হও। একান্ত মনে ভগবৎ-সাধনার ভিতরে ডোব। ভগবানের নামকে জীবনের পরম সম্বল কর।

দুঃখের বিষয় এমন উৎকৃষ্ট বক্তৃতাটীর কোনও বিস্তারিত অনুলেখন সেইদিন রক্ষিত হয় নাই। কে আগে অনুমান করিতে পারিয়াছিল যে, স্বর্গ হইতে আজ পীযূষ-ধারা বর্ষিত হইবে? বক্তৃতাটীর যে সংক্ষিপ্ত চুম্বক আমার দিনলিপিতে ছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জগতের আদি সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অখণ্ড-সাধনই জগতের আদি সাধন। বৈদিক ঋষি ওঙ্কার-যোগে নিজের আরাধনা কত্তেন। তাঁর নিকটে গায়ত্রী ছিলেন বেদমাতা আর অখণ্ড-মন্ত্র ওঙ্কার ছিলেন গায়ত্রীরও উৎপত্তিস্থান। এই ওঙ্কার থেকেই সকল তত্ত্বের সৃষ্টি, পুষ্টি এবং এতেই সকলের লয় বা পরিপূর্ণতা। এই জন্যই গায়ত্রীতে কোথাও কোথাও তিনটী ওঙ্কার ব্যবহৃত হয়। ইহাই আদি, ইহাই মধ্য, ইহাই অন্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সাধন জগতের অনাদি সাধন। সব সাধন-পদ্ধতিই পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সাধন-পন্থার ক্রমবিকাশ। কিন্তু এ সাধন আদিহীন, তাই অন্তহীন।

অখণ্ড-তত্ত্বের অনুশীলন হ্রাসের কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কালক্রমে অখণ্ড-তত্ত্বের অনুশীলন ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়্‌ল। তার এক কারণ রাজনৈতিক, এক কারণ সামাজিক। দলে দলে শক, হুন প্রভৃতি অনার্য্যেরা ভারতে প্রবেশ কত্তে লাগল, ভারত বিজয় কল্ল। বিজিতের পক্ষে সকল সময়েই নিজের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা সম্ভব হয় নাই। আবার ভিন্ন ভিন্ন সাধনার পথে ভিন্ন ভিন্ন নবীন ধর্ম্মাচার্য্যেরা সিদ্ধিলাভ ক'রে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজনে সহজ-প্রচারিতব্য উপায় ধ'রে ওঙ্কার বর্জ্জন ক'রেই মন্ত্রদীক্ষা দিতে লাগ্‌লেন। এদিকে ব্রাহ্মণদের ভিতরে উদারতার পরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এসে পড়্‌ল। এই সকলের ফল একত্র মিলিত হ'য়ে জাতিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সংহতি-বোধ-বর্জ্জিত, দুর্ব্বল ও লক্ষ্যের একতানতা-বিহীন ক'রে দিল। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই।

জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমাহার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু তাই নয়, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মমার্গের পার্থক্য নিয়েও আমরা কলহ ও বিভেদ কম সৃষ্টি করি নাই। ভুলে গেছি, এক ওঙ্কারে যেমন অ, উ, ম, আদি, মধ্য, অন্ত্য তিনটীই আছে, তেমন জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিনটীও এতেই আছে। একই ভগবৎ-প্রেম-সাগর থেকে ধর্ম্মের ত্রিধারা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি উৎসারিত হয়েছে। ওঙ্কার-তত্ত্বে, অখণ্ড-ধর্ম্মে, তার পরিপূর্ণ সমাহার বা synthesis. সাধন কর, তবেই একথা বুঝ্‌বে।

সাধন কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধনবর্জ্জিত উচ্চকলরবে কি লাভ হবে?

অধ্যয়নবর্জ্জিত পাঠাগার যেমন, কৃষিকর্ম্মবর্জ্জিত কৃষিক্ষেত্র যেমন, সাধনবর্জ্জিত মতামতের কোলাহল তেমনি বৃথা, শুধুই বৃথা। আজ তোমরা সাধন-পরায়ণ হও, সাধনের বলে শান্তির অমৃত আহরণ কর, সেই অমৃতে নিখিল বিশ্বকে পরিষিক্ত কর, পরিস্নাত কর, পরিতৃপ্ত কর।

নামই ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ

পরদিন, ১০ই মাঘ, শুক্রবার প্রাতে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। ষোলজন মহিলা এবং ষোলজন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ করিলেন,—ভগবানের নামকে জান্‌বে তাঁর প্রত্যক্ষ স্বরূপ। নামের সেবাকে জান্‌বে তাঁর অকৃত্রিম সেবা। নামের ধ্যানকে জান্‌বে তাঁর একনিষ্ঠ ধ্যান। নামে আত্ম-সমর্পণকে জানবে তাঁতে আত্মসমর্পণ। নামই ভগবানের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। তোমার রসনা এই মূর্ত্তির মহিমা প্রচার করুক, তোমার কর্ণ এই বাঙ্মূর্ত্তির মাধুরী আস্বাদন করুক।

অগ্নিকাণ্ড

এই সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী শ্রীঘর হইতে নাসিরাবাদ ফিরিয়া আসিলেন। কল্পনা ছিল দ্বিপ্রহরে তিনি মহিলাদের আর একটী সভা করিয়া কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিবেন। কিন্তু একটী অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটিল। শ্রীশ্রীবাবার ভোগের জিনিষ পরিবেশন করিয়া তিনি মাত্র প্রণামটী করিয়াছেন, এমন সময়ে দেখা গেল, তাঁহার শাড়ী ও জামা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কোন্ সময়ে জানি প্রদীপের শিখা হইতে শাড়ীর আঁচলে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। কোমর, পিঠ, চুল প্রভৃতি দেখিতে না দেখিতে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া গেল। এই কারণে নাসিরাবাদে আর মহিলা-

সভার অনুষ্ঠান করা হইল না। কিন্তু শ্যামগ্রামে ত' বিরাট জনতা হইবে! সেখানে কি করা? সেখানে কি ব্রহ্মচারিণীজীর বক্তৃতা বন্ধ থাকিবে? মহিলারা কি ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না? শ্রীশ্রীবাবা বলিয়া দিলেন যে, পিঠের, পাছার, ঘারের জ্বালা একেবারে ভুলিয়া গিয়া রণক্ষেত্রের নির্ভীক্ সৈনিকের ন্যায় নিজ কর্ত্তব্য করিতেই হইবে। পূজনীয়া সাধনা দেবী বিনয় সহকারে সম্মতা হইলেন।

শ্যামগ্রাম

অপরাহ্ণ দেড়টার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী প্রবল "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের সহিত শ্যামগ্রাম রওনা হইলেন। দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবা একবার শ্যামগ্রাম আসিয়াছিলেন এবং হাই-স্কুল-প্রাঙ্গণে বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আজ পুনরায় সেই প্রাঙ্গণেই সভার ব্যবস্থা হইল।

শ্যামগ্রামের অসাধারণত্ব

শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতারম্ভের বিশ মিনিট পরেই বক্তৃতা থামাইতে হইল। মানুষের মাথা মানুষে খাইতেছে। নূতন করিয়া সকলের বসিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। পশ্চিম দিকের স্কুল-ঘরটায় মহিলাদের স্থান-সঙ্কুলান সম্ভব হইতেছে না বলিয়া তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য বাহিরের মাঠেরও একাংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতা পুনরারম্ভ করিয়াই বলিলেন,—শ্যামগ্রামের সবই অসাধারণ।

ভারতের জাতীয় প্রতিভা

শ্রীশ্রীবাবার আজিকার বক্তৃতা যে কিরূপ উচ্চাঙ্গের হইল, তাহা

বলিবার নহে। পৃথিবীর কত জাতির কত শাস্ত্র, কত ভাষার কত কাব্য, কত দেশের কত ইতিহাস মন্থন করিয়া যে তিনি তাঁহার ভাষণ প্রদান করিলেন, কি বলিব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাশ্চাত্যের প্রতিভার স্বভাব-ধর্ম্ম দেখে, ভারতের জাতীয় প্রতিভাকে বিচার কত্তে যেও না। ভারতের জাতীয় প্রতিভা এক অদ্ভুত বস্তু, এক আশ্চর্য্য জিনিষ, এক লোকবিস্ময়কর পরিপূর্ণতার অপূর্ব্ব স্ফূরণ। ভারতের জাতীয় প্রতিভা ধর্ম্ম।

ভারতের ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই ধর্ম্ম ettiquette নয়, সেই ধর্ম্ম অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত দিব্য ভাব। সে দিব্য ভাবের প্রেরণায় ভারতের ঋষি-জীবনের লৌকিক আচরণের মধ্য দিয়েও অলৌকিক। লৌকিকতার মধ্যেও অলৌকিকতাকে প্রতিষ্ঠা আর অলৌকিকতাকে লৌকিক জীবনের মধ্যে টেনে আনা, এই হচ্ছে সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দিব্য ভাবের পরিচয়। ভারতের ধর্ম্মজীবন, সেই দিব্য জীবন। বৈষয়িক জীবন থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে প্রকোষ্ঠে বা সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট একটা বারের মধ্যে একে আবদ্ধ করা হয়নি। ভারতের ধর্ম্মজীবন থেকে সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি সব আলাদা নয়।

ভারতবর্ষের আদর্শ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চতুর্দ্দিকের আলেয়ার আলো দর্শন ক'রে চপলচিত্ত হ'য়ে আমাদের তার পশ্চাদ্ধাবন করার প্রয়োজন নেই। এই ভারতেরই অতীত জীবনে জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমূহ প্রস্ফুটিত হ'য়ে

উঠেছিল। আমাদের চিরন্তন আদর্শ হবে সেই সকল দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষেই ভারতবর্ষের আদর্শকে খুঁজে বের কত্তে হবে। এজন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ঐহিকের সঙ্গে পারত্রিকের যে অচ্ছেদ্য সংযোগ সাধন ক'রে ভারতীয় জীবনে মনুষ্যত্বের দেদীপ্যমান বিকাশ ঘটেছিল, তাই হবে এবং চিরকাল থাক্‌বে ভারতের আদর্শ।

শাশ্বত ভারত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্ত্তের মধ্যে চিরপরিবর্ত্তনশীল, অপমানিত, লাঞ্ছিত, খেদখিন্ন, উৎপীড়িত ভারতের মুখচ্ছবি দেখে তাকে বিচার ক'রো না। সহস্র লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভেদ-দণ্ডের উৎপীড়ন, ব্যবচ্ছেদের উৎপাটন, নানাবিধ সংযোগ এবং বিয়োগের অন্তরালে দাঁড়িয়ে এক শাশ্বত ভারত আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। সে ভারত, অমৃতের ভারত, পতিতোদ্ধারকারী, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-বিতরণকারী, ক্ষুব্ধ, সন্তপ্ত ও বেদনাহতকে পক্ষপুটে বক্ষপ্রান্তে স্নেহ-কোমল স্পর্শদানকারী বিশ্বভারত। আমরা প্রত্যেকে সেই শাশ্বত ভারতের নাগরিক।

বক্তৃতা পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা কাল হইল। বিপুল জনতা নিঃস্তব্ধ হইয়া যেন সহস্র গৈরিক নিঃস্রাবের যুগপৎ পতন-জনিত গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে লাগিলেন।

মনুষ্য-জীবনের চরম সফলতা

শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতান্তে তপস্বিনী মীরাবাঈএর জীবনী অবলম্বন করিয়া পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী মহিলাদের উপযোগী একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া প্রদান করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জীবনকে ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার চাইতে আর শান্তি নেই, এর মত তৃপ্তি আর কিছুতেই নেই, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানেরই একমাত্র সেব জ্ঞানে তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য জীবন আহুতি দওয়াতেই মনুষ্য-জীবনের চরম সফলতা।

শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার জ্যোতিঃশেখরের গৃহে অবস্থান করিলেন।

আমার সন্তান আমার কাছেই আসিবে

পরদিন, ১৭ই মাঘ, শনিবার প্রাতে মাঝিয়ারা রওনা হইবার প্রাক্কালে কয়েকজন দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দিবার জন্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা কাহাকেও দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন,—আমারই জন্য যে ব্যাকুল, সে হাজার বছর আমারই জন্য নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করবে। কে কোথায় নিজ শিষ্য-সংখ্যাবর্দ্ধনের জন্য আয়োজন কচ্ছেন দেখে, তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হাজার টানাহেঁছড়ার মাঝেও আমার সন্তান আমার কাছেই আসবে।

মিলন-বাড়ীর উপাসনা

এদিকে পূর্ব্ব হইতে কিছু স্থির না করিয়াই শ্যামগ্রামের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয় তাহার "মিলন-বাড়ীতে" এক সমবেত উপাসনার সঙ্কল্প করিয়াছেন। খুব তাড়াহুড়া করিয়া উপাসনার বন্দোবস্ত করা হইল। লম্বা লম্বা টিনের চালা ত্রিশ চল্লিশ জনে ধরাধরি করিয়া সরান হইল, স্থান-পরিষ্কার করা হইল এবং শুভ্রবর্ণ ওঙ্কার-বিগ্রহ আসনে

স্থাপিত করিয়া উপাসনা আরম্ভ হইল, যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে বসিয়া হঠাৎ উপাসনা সারা হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তৎপরতা, দৌড়াদৌড়ি, হাঁকাহাঁকির মাঝে সহসা সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল এবং সমস্বরে উপাসনার পবিত্র মন্ত্র মধুর সুর সহযোগে গীত হইতে লাগিল,—"বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্।"

উপাসনা চমৎকার জমিল। চতুর্দ্দিকের উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস নিমেষ-মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অন্তরের সহস্রমুখ ভিন্ন-ধারা-গামী ভাবসমূহ আসিয়া যেন এককেন্দ্রক হইয়া একেবারে ক্ষীরের মত জমিয়া গেল।

উপাসনান্তে তিলার্দ্ধ দেরী না করিয়া শ্রীশ্রীবাবা মাঝিয়ারা রওনা হইলেন, কারণ বেলা ঠিক্ নয় ঘটিকায় তাঁহার মৌন আরম্ভ হইবে।

পাল্কীতে উঠিতে উঠিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একেবারে সৈনিকের উপাসনা হ'ল রে! চতুর্দ্দিকে কর্ম্মকোলাহলের কামান-গর্জ্জন আর মাঝখানে ভক্তহৃদয়ের "বন্দে সদা সুন্দরম্।"

মাঝিয়ারা

বেলা সাড়ে নয়টায় মৌন অবস্থায় শ্রীশ্রীবাবা মাঝিয়ারা পৌছিলেন। অপরাহ্ণ দুইটায় মৌন-ভঙ্গ হইলে একটী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দ্বারা তিনি মহিলা-সভার উদ্বোধন করিলেন।

নারীকে অবিশ্বাসের কারণ

তৎপরে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া মহিলাদের সভায় একটী মনোরম বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—নারীর উন্নতি-পথের সকলের

চেয়ে বড় বিঘ্ন এই যে, পুরুষেরা নারীকে বিশ্বাস করেনা। যুগ যুগ ধ'রে নারী পুরুষের অন্তরের নীচতাকে বর্দ্ধিত করেছে, কত ঋষি-তপস্বীর তপো-ভঙ্গ করেছে, কত দিগ্বিজয়ী বীরের বীর্য্যহানি ঘটিয়েছে, কত উদারচরিত দাতাকে হীন স্বার্থপরতার ক্রীতদাস করেছে, কত জিতেন্দ্রিয় সংযতাত্মাকে ইন্দ্রিয়-বিলাসের জঘন্য ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। তারই জন্য উচ্চা-কাঙ্ক্ষ পুরুষ নারীকে ভয় পায়। আর এই নিদারুণ ভীতি অন্তরে এমন অনপনেয় সন্দেহের সৃষ্টি করে যে, পুরুষ নারীর হাতে হাত দিয়ে পথ চল্‌তে কুণ্ঠিত হয়, অসম্মত হয়।

নারীর দেবীত্ব

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—কিন্তু নারী ত' শুধু নারীই নয়, সে দেবীও। সে যেমন তার কদর্য্য লোলুপতার দোষে পিশাচীতে পরিণত হ'য়ে ভয়ের বস্তু রূপে জগতে প্রতিভাত হয়, তেমনি আবার সে মঙ্গলময় সদ্‌গুণসমূহের অনুশীলনের ফলে সাক্ষাৎ দেবী-বিগ্রহে পরিণত হ'য়ে জগৎকে বর এবং অভয় বিতরণ কত্তে পারে। হীন লালসা ত্যাগ ক'রে, স্বার্থপরতা বর্জ্জন ক'রে, ব্যক্তিগত সুখের প্রতি নিঃস্পৃহ হ'য়ে, নিরন্তর ঈশ্বর-সাধনা ক'রে, ভগবৎ-প্রেমে দেহ-মন-প্রাণকে সর্ব্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি নারী জগতে অভূতপূর্ব্ব শান্তির পরিতৃপ্তি এবং দিব্য আনন্দের সমারোহ আন্‌তে পারে। তোমরা সাধনা ক'রে তেমন নারী হও অর্থাৎ দেবী হও।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় পুনরায় শ্রীশ্রীবাবার মৌন আরম্ভ হইল।

তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য

১৮ই মাঘ রবিবার প্রাতে মাঝিয়ারার শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায় ও

শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় এই দুই ভ্রাতার ভিতরে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যে কলহ ছিল, তাহা মিটিয়া গেল। পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবার প্রেমময় প্রভাবে একে অন্যকে "ভাই" ডাকিলেন, "দাদা" ডাকিলেন এবং একে অন্যের সহিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলেন। একে অন্যের নিকট পূর্ব্বকৃত দোষের জন্য বিস্মৃতি ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা সকল গুরুজনদিগকে মহানন্দে প্রণাম করিলেন।

হরি-ওঙ্কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত হইল।

উপাসনা ও সৌভ্রাত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যেখানে ভ্রাতৃ-বিরোধ নাই, উপাসনা সেখানেই জমে। যেখানে উপাসনা আছে, ভ্রাতৃ-বিরোধ সেখানে কমে। উপাসনা সৌভ্রাত্রের নিত্যসঙ্গিনী।

আজ সমবেত উপাসনা সত্যই খুব জমিল। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় ও শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় এই দুই ভ্রাতা এক থালাতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের অনুকরণে তাঁহাদের ভক্তি-মতী সহধর্ম্মিণীরাও তদ্রূপ করিলেন। সকলেরই মনে হইতে লাগিল, যেন একটা পাষাণভার এই পরিবারের বক্ষ হইতে নামিয়া গেল।

আমাকে ভক্তিব্যাকুল কর

উপাসনান্তে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। জল্লী-গ্রাম-নিবাসী সাত জন দীক্ষার্থীকে শ্রীশ্রীবাবা এক বৎসর পরে আসিতে আদেশ করিলেন। তের জন মহিলা এবং সাতাইশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—ভগবানের কাছে এই একটী

মাত্র প্রার্থনা অনুক্ষণ কর্ব্বে, হে ভগবান্, আমাকে তোমার প্রতি ভক্তি-ব্যাকুল কর, তোমার জন্য আমাকে আত্মহারা মাতোয়ারা কর। তোমার মঙ্গলমধুময় নামে আমাকে রুচিসম্পন্ন কর, আর তোমার নামকেই জীবনের একমাত্র সারসত্য ব'লে বুঝ্‌তে দাও।

আকস্মিক পীড়া

১৯শে মাঘ সোমবার প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবার এবং পূজনীয়া সাধনা দেবীর চন্দনাইল রওনা হইবার কথা। কিন্তু হঠাৎ ব্রহ্মচারিণীজীর শরীর গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়িল। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পুরুষেরা শ্রীশ্রীবাবাকে এবং মহিলারা পূজনীয়া সাধনা দেবীকে রাত্রি দেড়টা দুইটা পর্য্যন্ত জাগিতে বাধ্য করিতেছেন। সমস্ত দিন শ্রমের পরে রাত্রির এই অনিয়ম হঠাৎ অজীর্ণ সৃষ্টি করিল এবং শেষ রাত্রি হইতেই ভেদ-বমি সুরু হইল। নাসিরাবাদের অগ্নিদহনের জ্বালা এখনো পৃষ্ঠ হইতে দূর হয় নাই, সুতরাং এ যেন এক অসহনীয় উৎপাতের মত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে ওলাউঠাতে বহু লোক প্রাণ দিতেছে, এসব জানিয়া শুনিয়াই এই বিশ্রামহীন বিরাট ভ্রমণের তালিকা তৈরী হইয়াছিল। পূজনীয়া সাধনা দেবীর চন্দনাইল যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করিতে হইল এবং শ্রীশ্রীবাবাও বেলা একটার আগে মাঝিয়ারা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সাহাপুর

শ্রীশ্রীবাবার পাল্কী তীরবেগে চন্দনাইলের দিকে ছুটিয়াছে। বেহারাদের সর্দ্দার বাবুলাল "জয় গুরু—জয় গুরু" বলিয়া বাহকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতিপদক্ষেপে বাহকেরা পাল্কীর বেগ বাড়াইয়া চলিয়াছে,

কেননা বিকাল ঠিক্ চারি ঘটিকার মধ্যে গিয়া সেখানে সভা আরম্ভ করা চাই। শ্রীশ্রীবাবার সময়ানুবর্ত্তিতার খ্যাতি কে না বিদিত রহিয়াছে?

কিন্তু পথিমধ্যে সাহাপুর গ্রামের ভক্তেরা জোর করিয়া পাল্কী ফিরাইলেন। গ্রামের উপান্তে ইঁহারা শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যাণ্ড-পার্টি রাখিয়াছিলেন। ব্যাণ্ড-বাদকেরা যখন শ্রীশ্রীবাবার পাল্কীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, তখন শ্রীশ্রীবাবা ভাবিতেছিলেন যে, বোধ হয় এই গ্রামে কাহারও বিবাহ হইতেছে। কিন্তু ব্যাণ্ড-বাদকদের পিছে পিছে কাতারে কাতারে লোক। ব্যাপার-খানা কি? গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ, বালক প্রভৃতি ব্যাকুল আগ্রহে ব্যাণ্ড-পার্টির পিছে পিছে ছুটিয়া আসিতেছেন। সকলে সমীপস্থ হইলে শ্রীশ্রীবাবা ব্যাপারটা বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—বটে, বিবাহটা তা হ'লে আমারই হচ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।

"হরি-ওঁ" কীর্ত্তন, "জীবে দয়া কী জয়", "নামে রুচি কী জয়" প্রভৃতি প্রীতিপ্রদ ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা সাহাপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পদধূলি-ব্যাকুল উন্মত্ত নরনারীবর্গের সে যে কি উচ্ছ্বসিত আগ্রহ, তাহার কি বর্ণনা দিব? গ্রামের সমস্ত লোক উপবাসী হইয়া শ্রীশ্রীবাবার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। প্রচুর কলা, কমলা, ডাব স্তূপীকৃত হইয়াছে এবং সকলের মধ্যে বিতরণার্থ পায়স-প্রসাদ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। রথের কলা ও কমলা বর্ষণের মত শ্রীশ্রীবাবা চতুর্দ্দিকে কলা ও কমলা বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে প্রায় ত্রিশজন দীক্ষার্থী ছিলেন কিন্তু সময়ের অপ্রাচুর্য্য হেতু অন্য কাহাকেও দীক্ষা দিতে শ্রীশ্রীবাবা অসম্মত হইলেন। মুসলমান ভদ্রলোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাকে একটু নামাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন কিন্তু সময় নাই বিধায় শ্রীশ্রীবাবা কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

চন্দনাইল

সভারম্ভের নিরূপিত সময়ের চারি পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবা চন্দনাইল শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে পৌছিলেন। জনতা প্রতীক্ষমাণ হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীবাবা বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়াই সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঈশান বাবু এবং অপরাপর উদ্যোক্তারা অনুরোধ করিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবার শুভাগমন-প্রতীক্ষায় এতাবৎ খেচরান্ন-প্রসাদ বিতরিত হয় নাই, দুই হাজার লোকের জন্য প্রসাদ প্রস্তুত হইয়া মজুদ রহিয়াছে, শ্রীশ্রীবাবা যদি সকলকে প্রসাদ গ্রহণের অনুমতি দেন এবং সকলের প্রসাদ-গ্রহণান্তে যদি বক্তৃতা শুরু হয়, তবে ভাল হয়। শ্রীশ্রীবাবা সম্মত হইলেন এবং এক ঘণ্টার জন্য সময় দিলেন। চন্দনাইলের যুবকেরা যেরূপ কার্য্য-কুশলতার সহিত এক ঘণ্টার ভিতরে এই দুই হাজার লোকের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন, তাহা অতীব উচ্চ-স্তরের শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিচায়ক এবং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তৎপরে পাঁচটায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সবাই একই ভগবানের সন্তান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এস আমরা সকলে নিজ নিজ অন্তর থেকে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ বিদূরিত করি, এস আমরা কায়মনোবাক্যে পবিত্র হই, এস আমরা উচ্চ-নীচ-ভেদাভেদ বিস্মৃত হ'য়ে একে অন্যকে প্রাণের প্রাণ ব'লে স্বীকার করি। এস আমরা অনুভব কত্তে শিখি, সবাই আমরা এক ভগবানের সন্তান, সবাই আমরা একই ভগবানের উপাসক।

অপ্রীতি ও অনৈক্য বিদূরণ সম্ভব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই যে মানবে মানবে অপ্রীতি, এই যে জাতিতে

জাতিতে বৈর, তা কি আমরা দূর কত্তে পারি না? এই যে একের প্রতি অপরের ঘৃণা, আর তারই প্রতিদানে একের প্রতি অপরের প্রতিহিংসা, এই যে একের প্রতি অপরের অবজ্ঞা ও অবহেলা এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় একের প্রতি অপরের বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যা, একি আমরা জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত কত্তে পারি না? পারি না, একথা ভাবা ভুল। সত্যই আমরা পারি। আমরা যে তা পারি, সেকথা আমাদেব বিশ্বাস কত্তে হবে। যে বিশ্বাস করে, সে পারে। বিশ্বাস করা আর কত্তে পারা, এ দুটীর মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প। যে বিশ্বাসবান্, তার অসাধ্য কিছু নেই। জগৎ থেকে অনৈক্য সত্যই আমরা দূর ক'রে দিতে পারি।

ঈশ্বর-প্রেমের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কি ক'রে এই আশ্চর্য্য কার্য্য সম্ভব হবে? একমাত্র ঈশ্বর-প্রেমের বলে। বিশ্বাস কর, তিনি নিখিল জগতেরই পিতা, হিন্দুরও পিতা, মুসলমানেরও পিতা, য়ীহুদীরও পিতা, খ্রীষ্টানেরও পিতা। বিশ্বাস কর, তিনি তোমার সর্ব্বস্ব এবং সর্ব্বাবলম্বন, তিনিই তোমার একমাত্র গতি এবং আশ্রয়, তিনিই তোমার সর্ব্বসাধ্যসার এবং পরম প্রার্থিত। এই দুইটী বিশ্বাসকে প্রবল থেকে প্রবলতর কর এবং তাঁর চরণে অবিরাম অন্তরের প্রেমার্ঘ্য অর্পণ কর। তাঁকে ভালবাস্তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনব্যাপী তাঁর সকল সন্তান-সন্ততির প্রতি তোমার ভালবাসা আপনি জেগে উঠ্বে। জাতিতে জাতিতে প্রেম অন্য কোনও কৃত্রিম উপায়ে কখনো হয় না।

প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমের স্বরূপ কি? দুন্দুভি বাজিয়ে আরতির মহাসমারোহ ক'রে তাঁকে প্রণতি জানাবার অভিনয়

সকল সময়েই তাঁর প্রতি প্রেম নয়। অনেক সময়ে তা আত্মাদর, আত্ম-পূজা বা আত্মপ্রচার মাত্র। কলকণ্ঠে আবাহনী গীতি গেয়ে আকাশ-বাতাস মথিত-মুখরিত কর্লেই যে তাঁর প্রতি প্রেম প্রকাশ করা হ'ল, তা নয়। অনেক সময়ে তা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন ছড়ান মাত্র। তাঁর প্রতি প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ হ'ল অন্তরের বিনীত জিজ্ঞাসা,—"হে প্রভো, তোমার ত' প্রীতি হ'ল? তোমার ত' সুখ হ'ল? তোমার ত' অন্তরে আনন্দ-সঞ্চার হ'ল?" প্রেমিক নিজেকে সুখী করার জন্য কিছু করেন না, তাঁর আকিঞ্চন পরমদয়িতের সুখ-সম্পাদন।

জীবের প্রতি ভগবৎ-প্রেমিকের আচরণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন যিনি প্রেমিক, কি ক'রে তিনি ভগবানের সন্তানদের প্রাণে ব্যথা দেবেন? পুত্র-কন্যার প্রাণের ব্যথা কি পিতার প্রাণকে ব্যাকুল কর্ব্বে না? পুত্রকন্যার প্রাণের অভিযোগ কি পিতার প্রাণকে স্পর্শ কর্ব্বে না? পুত্রকন্যার কাতর আর্ত্তনাদ কি পিতার কর্ণে পৌছুবে না? সন্তানকে যে ব্যথা দেয়, সে কি তার পিতার আপন থাকে?

কয়েক মিনিট কম দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইল।

নিখাদ প্রেম

শ্রীশ্রীবাবার সহিত যেই সকল সহকর্ম্মী গ্রামের পর গ্রাম নানা কষ্ট সহিয়া ঘুরিতেছেন, অদ্য তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের (কার্ত্তিকদা এবং অমূল্যদার) তীব্র জ্বর হইল। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদের কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরের তাপ অত্যন্ত বেশী।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রিয়জনের জন্য দুঃখ ভোগ করাতেই প্রেমের

পরিচয়। কিন্তু এই প্রেম কত খানি খাঁটি, তার পরিচয় হবে, কত কাল ধ'রে এই দুঃখ সইতে পার। আমৃত্যু কি পার বিনা দ্বন্দ্বে, বিনা দ্বিধায়, অকাতরে প্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য ক্লেশ সহ্য কত্তে? পারো কি নিজেকে সকল সম্পদে রিক্ত রেখে দারিদ্র্য-দুঃখ ও পরিশ্রমের উৎপীড়ন সহ্য কত্তে? যদি পার, তবে বুঝা যাবে যে, তোমার প্রেম নিকষিত নিখাদ স্বর্ণ, সোহাগা দিয়ে দগ্ধ করা, নাইট্রিক এসিডে ধৌত করা।

উপাসনার মোহিনী শক্তি

পরদিন, ২০শে মাঘ, বেলা আট ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। পূর্ব্বে যাঁহারা কখনও সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান দেখেন নাই, এমন অনেক লোকও ভক্তিভরে যোগদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরিচিত আর অপরিচিত, সকলকে এনে এক অচ্ছেদ্য প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করে ব'লেই সমবেত উপাসনার প্রতি আমার প্রাণের এত তীব্র আকর্ষণ। উপাসনার মোহিনী শক্তিতে জগজ্জোড়া অশান্তি দূর হবে।

উপাসনান্তে নাড়ু-মোয়া প্রসাদ বিতরিত হইল।

দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিও না

তৎপরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। আত্ম-পরীক্ষা করিয়া তৎপরে দীক্ষা লইতে আসিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া শ্রীশ্রীবাবা তিন চারি জনকে দীক্ষা গ্রহণে নিবৃত্ত করিলেন এবং গৃহে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে দশ বারো জনকে দীক্ষা দেওয়া হইল না। উনিশ জন মহিলা এবং সাতচল্লিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—গুরুভ্রাতা এবং গুরুভগিনীদের

সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বৃথা চেষ্টা কর্ব্বে না। নিজেরা প্রাণপণে সাধন কর্ব্বে এবং তোমাদের সাধনের ফলে নিখিল জগৎ মঙ্গলান্বিত হোক্, এই সঙ্কল্প কর্ব্বে। এর ফলে, তোমাদের সব আপন-জনেরা চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত ছুটে আস্‌বে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দূরদূরান্তরে যে যেখানে আছে, একজনও আর দূরে থাকৃতে পারবে না। অন্য কোনো কৃত্রিম চেষ্টায় তোমরা হস্তক্ষেপ ক'রো না।

সর্ব্বভূতের স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—নামকেই জান্‌বে তোমার নিজের স্বরূপ, তোমার ইষ্টের স্বরূপ, সর্ব্বভূতের স্বরূপ। নামকে কখনো খণ্ড ক'রে টুক্‌রো করা যায় না, সর্ব্ব অবস্থায় ইনি অটুট, অক্ষয়, অব্যয়। এই অব্যয় সত্তা থেকেই তোমার উৎপত্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি। এই অব্যয় সত্তাতেই তোমারও চরম নিলয়, সর্ব্বভূতেরও চরম নিলয়। তোমাকে এবং সর্ব্বভূতকে নিয়ে যে অসীম সমষ্টি, তার অন্তর্বহির্ম্মধ্য নিয়ে তোমার পরমশ্রেষ্ঠ ইষ্ট। সেই ইষ্ট আর এই নাম অভিন্ন।

সকলের কাজ

শ্রীকাইল রওনা হইবার মুখে চন্দনাইল গ্রামের ক্ষুদ্র একটু ভূখণ্ড শ্রীশ্রীবাবাকে দেখান হইল। গ্রামের যুবকদের ইচ্ছা যে, এইখানে একটী আশ্রম স্থাপিত হউক এবং শ্রীশ্রীবাবাই তাহা পরিচালনা করুন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—জমি চষা, বীজ বোনা, ক্ষেত নিড়ান, ধান দাওয়া, ফসল মাড়ান, তুষ ছাড়ান, চাউল সিদ্ধ করা এবং অন্ন পরিবেশন করা এই সবগুলি কাজই যদি একটা লোককে কত্তে হয়, তবে তোমাদের যে আর কোনো চাকুরীই থাকে না বাছাধন! আমি অবশ্য একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কচ্ছি, যেটা সফল হ'লে গ্রামে গ্রামে

অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন ক'রে একটা ক'রে আশ্রম-পোষণ খুব কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু সে কাজটা তোমাদের সকলের। একা আমার নয়।

অখণ্ড-মণ্ডলীর স্থাপন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গ্রামে গ্রামে অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন কত্তে হ'লে এমন কতকগুলি দরদী প্রাণের প্রয়োজন, যাঁরা মাসের একটা নির্দ্দিষ্ট-দিনের উপার্জ্জন এই মণ্ডলীকে দেবেন এবং কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট-ব্যাপারের উপার্জ্জন নিজেরা ভোগ কর্ব্বেন না। তোমাদের এই ত্যাগের অনুশীলনের আমি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী ক'রে দিতে পারি এবং নিজে তার জন্য আপ্রাণ শ্রম কত্তে পারি, কিন্তু গ্রামে গ্রামে এসে আশ্রম চালাতে পারিনা বা দুনিয়ার সকল আশ্রমের পার্থিব অভাব-অভিযোগগুলির দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে রাখ্‌তে পারিনা। এজন্য প্রয়োজন তোমাদের সমষ্টিগত ত্যাগের।

সাকল্য দান ও সামষ্টিক দান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সন্ন্যাসীর ত্যাগ একেবারে সাকল্যে। নিজের সমগ্র শক্তি, সমগ্র সম্পদ, সমগ্র সময় এবং সমগ্র প্রতিভা তিনি কায়মনোবাক্যে দান ক'রে রেখেছেন। গৃহীদের পক্ষে বিরল ক্ষেত্রেই এরূপ সাকল্য ত্যাগ সম্ভব। কিন্তু সকলে মিলে অল্প অল্প দিয়ে একটা বৃহৎ সামষ্টিক ত্যাগে অংশ-গ্রহণ গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে সম্ভব। আমি যদি তোমাদের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে দিতে না পেরে থাকি কিম্বা একশ আটটা গ্রামে একশ আটটা আশ্রম নিজ হাতেই সুরু ক'রে দিতে না পেরে থাকি, তা হ'লেও তোমরা আমার উপরে কোনো অভিযোগের মনোভাব পোষণ ক'রো না। আমি তোমাদের ভাব দিয়েছি, প্রেরণা

দিয়েছি এবং সাকল্যভাবে নিজেকে একেবারে তোমাদের সেবাতেই চব্বিশ ঘণ্টার জন্য লাগিয়ে রেখেছি। আমার দিক্ থেকে আমি সবই দিয়েছি। এখন বাকীটুকু সব তোমাদের জন্য রইল। তোমরা সমষ্টিগত ত্যাগ দিয়ে পল্লীতে পল্লীতে অখণ্ড-মণ্ডলী গড়, আশ্রম কর, মানুষকে সমবেত উপাসনায় টান, সঙ্ঘচেতনায় প্রতিষ্ঠিত কর।

শ্রীকাইল

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীকাইল সেবা-সঙ্ঘে পৌছিলেন। সভা খুব বিরাট হইয়াছিল। গ্রামবাসী যুবকদের বেশ সংগঠন-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবার সভাপতিত্বে সেবা-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব বেশ সাফল্যের সহিতই উদ্‌যাপিত হইল। প্রায় সর্ব্বত্রই সভারম্ভের পূর্ব্বে অখণ্ড-সঙ্গীতটী কার্ত্তিক-দা গাহিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি জ্বরে চন্দনাইল পড়িয়া আছেন। তদুপরি এই গ্রামের প্রথিতযশা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত বজ্রবাসী নট্ট মহাশয় দুইটী কুমারী মেয়েকে গানটী শিখাইয়া রাখিয়াছেন। তাহারাই গানটী গাহিল। অভিনন্দন-পত্রটী অতিরিক্ত দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। অন্যান্য কয়েক জন বক্তার বক্তৃতা হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা দুই ঘণ্টাব্যাপী এক বক্তৃতায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিলেন।

সেবকত্বই মানব-জীবনের মহত্ত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবার ভিতর দিয়েই মানব-জীবনের সার্থকতা। যে যত বড় সেবক, সে তত বড় মানব। সেবকত্বই মানুষের মহত্ত্ব। মানুষ সর্ব্বজীবের সেবা কত্তে পারে, এই জন্যই সে সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ।

সেবকের স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃতই যে সেবক, তার কাজে, কথায় এবং

চিন্তায় একমাত্র সেবা ব্যতীত অপর কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। কাউন্সিলের নির্ব্বাচন তার লক্ষ্য নয়, পদমর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য নয়। সেবকের চিত্তভাব অবিমিশ্র সাত্ত্বিক, সেবকের কার্য্য প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে একলক্ষ্য। নিজের চিত্তশুদ্ধি এবং সেবাজনিত স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনও প্রাপ্তির প্রতি তার চিত্ত লুব্ধ নয়।

সেবা ও লোকমত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই আদর্শে দৃষ্টি স্থির রেখে যে পথ চলে, লোক-করতালির প্রতি এবং জনগণের নিন্দার প্রতি তার সম-মনোভাব। জনসাধারণের মন ত' হচ্ছে থার্ম্মোমিটারের পারদ। শরীরের একটু উনিশ-বিশের সঙ্গে এই পারদ যেমন উঠা-নামা করে, জনসাধারণের মনও ঠিক্ তেমনি। আজ যার যে কাজ তাদের পরম আদরের, কাল তারই সেই কাজ তাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত গর্হিত দুঃশীলতা। আজ যার শিরে তারা ফুল-চন্দন দিচ্ছে, কাল তার শিরে তারা গোবর্-ছড়া ঢাল্‌বে। আজ যার জয়ধ্বনি দিয়ে তারা গলা ফাটাচ্ছে, কাল তারই নিন্দায় তারা হবে পঞ্চমুখ। জনসাধারণের মন এতই চঞ্চল, এতই অস্থির যে, মুখে একজনের জয়ধ্বনি কত্তে কত্তে রাস্তার মাঝে ভুল ক'রে আর এক জনকে মহাসমারোহে মাথায় তুলে নাচানাচি সুরু ক'রে দেয়। জনমত রূপ এই যে অন্ধ দেবতা, যে তার দূরবর্ত্তী স্থায়ী লক্ষ্য চিনে না কিন্তু পথ চলে ঝঞ্ঝার বেগে, যার উৎসাহ এবং শক্তি অতীব অল্পক্ষণস্থায়ী উদ্বায়ু কিন্তু আগ্নেয়-গিরির ন্যায় দুর্ব্বার ও আকস্মিক, প্রকৃত সেবক তার মুখপানে তাকিয়ে চলার দুর্ব্বলতা ও পরবশতা পরিহার করে। জনতার উদ্দাম সহযোগে সে উৎসাহে আত্মহারা হয় না, জনতার বিরক্ত বিরুদ্ধতায় সে হতাশায় ম্রিয়মান হয়না।

সেবা ও ভালবাসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনে তোমরা কেউ কি কখনো ভালবেসেছ?

মানুষকে, কি দেবতাকে, কি ভগবানকে? যে ভালবেসেছে, সে জানে, সেবকের মনোভঙ্গী কি? ভালবাসা তার জীবনের মৌলিক প্রেরণা, ভালবাসা তার সর্ব্বকর্ম্মের উৎস। স্বেচ্ছায় সে কাজ করে না, কথা বলে না, ভালবাসা তাকে দিয়ে কাজ করায়, কথা বলায়। সেবকের সেবা ভালবাসার দায়ে। যার ভালবাসা যত গভীর, তার সেবা তত গভীর। যার ভালবাসা যত প্রগাঢ়, তার সেবা তত প্রগাঢ়।

ভালবাসাকে শুদ্ধ কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই বলি বন্ধুগণ, তোমাদের ভালবাসাকে শুদ্ধ কর। জীবন সফল হবে, সেবা সার্থক হবে। ভালবাসা-হীন জীব নাই। কিন্তু ভালবাসা অশুদ্ধ হ'লে জীবের পরিত্রাণও নাই।

বক্তৃতা বনাম গান

সভাভঙ্গের পরে স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ও অপরাপর সঙ্গীত-বেত্তা যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবাকে ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনাইলেন। অধ্যাপক মহাশয় কাহার মুখে শুনিয়াছেন যে শ্রীশ্রীবাবাও ভাল গান গাহিতে পারেন। তাই তিনি অতীব বিনয় এবং সঙ্কোচের সহিত তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে কি এতক্ষণ গানই করি নাই? বক্তৃতাও একপ্রকারের গান। উভয়েরই প্রাণ হচ্ছে দরদ। ভালবাসার জনকে সম্মুখে না দেখ্‌লে দুটোই মিথ্যা।

নাম নিত্যশুভময়

পরদিন প্রাতে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। শুনা গিয়াছিল, এখানে জন দশেকের দীক্ষা হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে অন্যরূপ হইল। দীক্ষার ঘর ব্যাকুল নরনারীতে পূর্ণ হইয়া গেল। দীক্ষা দেওয়া যাইবে না বলিয়া

প্রায় ত্রিশ জনকে অনেক বলিয়া কহিয়া দীক্ষা-গৃহ হইতে বাহিরে নেওয়া হইল। উনচল্লিশ জন মহিলা এবং তেত্রিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—নাম নিত্যশুভময়। দুঃখে, বিপদে, অমঙ্গলে যখন পরিবেষ্টিত হ'য়ে পড়্‌বে, তখন ভয় পেয়ে যেয়ো না। নাম তোমার পরম সম্বল। নামের গুণে তোমার অমঙ্গল দূর হবে, সর্ব্বকুশল উদিত হবে। নিত্য-মঙ্গল-নিলয় নামে যার নিষ্ঠা, জগতের কোনো প্রতিকূলতা, কোনো কূট কৌশল, কোনো ষড়যন্ত্র তার কিছু কত্তে পারে না। প্রাণ ভ'রে নামের সেবা কর এবং সকল অবস্থায় নির্ভয় থাক।

হুরুয়া-শিবনগর

কথা ছিল শ্রীকাইল হইতে জিনদপুর যাওয়ার। জিনদপুরের শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দাস সেই সম্পর্কে যাবতীয় সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে জিনদপুরে মহামারীর আকারে কলেরা রোগ দেখা দেওয়াতে শ্রীশ্রীবাবার অবস্থান ও সভা হুরুয়া (শিবনগরে) শ্রীযুক্ত অবনী কুমার দত্তের বাড়ীতে করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকাইল হইতে শ্রীশ্রীবাবা হুরুয়া রওনা হইলেন। জিনদপুরের দক্ষিণের মাঠ হইতেই অভ্যর্থনা-কারীরা "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের গভীর আরাবে আকাশ-বাতাস মথিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুশিক্ষিত কণ্ঠের তান-লয়-মনোহারী "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন অতি অল্প স্থানেই শুনা গিয়াছে।

অদ্য বেলা দশটা হইতে দুইটা এবং বেলা তিনটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা মৌনী রহিলেন।

উপাসনা ও আপন করা

২২শে মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল। ফুল-বিল্বপত্র চয়ন চলিতেছে। বালক, বালিকা ও যুবকেরা মহোৎসাহে সকল কাজে ছুটাছুটি করিতেছে। সমবেত উপাসনা হইবে বলিয়া সকলেই উৎসাহিত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পরকে যদি আপন কত্তে চাও, তাহ'লে তাদের গ্রামে গিয়ে উপাসনা কর। উপাসনা চতুর্দ্দিকে প্রেমের আলো বিকীরণ কর্ব্বে, প্রেমের মধু বরিষণ কর্ব্বে। গ্রামে গ্রামে যাও আর ধ্যানকোমল কণ্ঠে গাও,—"ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধেবির্মর্দ্দকম্।"

বেলা আটটায় উপাসনা আরম্ভ হইল। ভক্তিসজল নেত্র অবনী বাবু এতক্ষণ শুচিস্নাত ও সৌম্যবস্ত্রপরিহিত অবস্থায় উপাসনা-মণ্ডপের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সময়েই মাঝিয়ারা হইতে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী আসিয়া পৌছিলেন। অবনীবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া যথাযোগ্য স্থানে বসাইলেন। ইতিমধ্যে স্তোত্রপাঠ চলিতেছে,—প্রেমাবহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্‌গুরুম্।

সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান কর

উপাসনার পরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। চৌদ্দজন মহিলা এবং সতের জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। তিনজন দীক্ষার্থীকে শ্রীশ্রীবাবা দীক্ষার প্রয়োজন নাই বলিয়া দীক্ষা দিতে বিরত রহিলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করবে। কাউকে পর বা শত্রু ব'লে কল্পনাও কর্ব্বেনা। জগতে যত জনে যত ধর্ম্মই পালন করুক, কেউ তার ধর্ম্মের জন্য তোমার বিদ্বেষের পাত্র নয়। পর-ধর্ম্মাবলম্বীকে আপন ভাইয়ের মত দেখ, কিন্তু সর্ব্ব

অবস্থাতে নিজের ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ থাক। নিজ ধর্ম্মে যার নিষ্ঠা নেই, সে পরধর্ম্মের প্রতি কখনো প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখাতে পারে না। নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি যখন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ভ্রাতৃভাব দেখাতে যায়, জান্‌বে তখন সে হয় কপটতা করে, নয় করে খোশামুদি। সেই কপট ভ্রাতৃভাব তোমাদের মধ্যে চাই না। তোমাদের মধ্যে চাই প্রকৃত ভ্রাতৃভাব, যার উৎপত্তি পরমেশ্বরকে প্রথম নিজের পিতা এবং প্রভু ব'লে 'জানা'তে এবং তারপরে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের পিতা এবং প্রভু ব'লে 'বুঝা'তে।

পল্লীর বাসুকী

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় সভারম্ভ হইল। একখানা অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল, যাহার রচয়িতা সম্পর্কে শ্রীধরের অভিনন্দন-পত্র রচয়িতা সম্পর্কিত মন্তব্য পূরাপূরি খাটে।

প্রথমতঃ শ্রদ্ধেয় ভক্তদাদা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন,—যাঁদের বজ্রগম্ভীর বাণী শ্রবণে শহর-নগরের শ্রোতারাও মুগ্ধ, বিস্মিত এবং পুলকিত হবেন, এমন শক্তিশালী মহাপুরুষেরা আজ গ্রামের পর গ্রাম সুকঠোর পরিশ্রম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই কঠোর পরিশ্রম কেন? আপনারা কি তাঁদের টাকাকড়ি দিচ্ছেন? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে,—"না।" আপনারাও দিচ্ছেন না, তাঁরাও টাকাকড়ির লোভে এই কঠোর পরিশ্রম স্কন্ধোপরি তুলে নেন নাই। এত বড় কঠোর শ্রমকর ভ্রমণের অবিশ্রান্ত খাটুনির মাঝেও শ্রীশ্রীবাবা দৈনিক ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ খানা ক'রে চিঠির জবাব দেন। একি কল্পনাতীত শ্রম নয়? দৈনিক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দানের পরেও আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া সাধনা দিদি প্রত্যহ রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত মহিলাদের ব্যক্তিগত ভাবে হিতকথা শোনান। এ শ্রম কি আশ্চর্য্য নয়? কিন্তু কেন এত শ্রম? এ শ্রমের কারণ,

পল্লীকে আজ জাগাতে হবে। সহরে বন্দরে নয়, অবহেলিত গ্রামগুলির মধ্যেই মহাজাতি আজ ঘুমিয়ে আছে। সহস্রশীর্ষ বাসুকি আজ এই পল্লীরই কুটিরে কুটিরে নিদ্রিত। সেই মহাসত্ত্বকে জাগিয়ে তুলে পৃথিবীর বুকে এক নবমহাযজ্ঞের আশ্চর্য্য আলেখ্য আঁকতে হবে। আপনারা প্রত্যেকে তার জন্য প্রস্তুত হউন।

ভক্তদাদা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

নারী সকলের ঘুম ভাঙ্গিবে

অতঃপর পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ণ দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জীবন কর্ম্মময়। কিন্তু আমরা অবিরাম আলস্য খুঁজি। দুষ্কার্য্য যদি জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আলস্য তার চেয়ে শতগুণ ক্ষতিকর। এই কথাটা আমরা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখে সহস্রবার বা লক্ষ বার শুনেছি। পুরুষের আলস্য যদি হয় জাতির পক্ষে ক্ষতিজনক, নারীর আলস্য তার চাইতে কম ক্ষতিজনক নয়। এই ভারতে কত কত মহীয়সী মহিলা অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মময়, সাধনময়, দিব্যজ্ঞান-ময় জীবন যাপন ক'রে সহস্র সহস্র নরনারীকে জীবনের পরম কুশলের পথে পরিচালিত করেছেন। আজ ভারতের পল্লীনারীর পুনরায় সেই পুণ্য-ব্রত ধারণ কত্তে হবে। জাগো মহাশক্তিস্বরূপিনী নারী, নিজেরা জেগে সকলের ঘুম ভাঙ্গাও, নিজেরা কর্ম্মরণাঙ্গনে প্রধাবিত হ'য়ে সকলকে জীবন-আহবে বীরের মত নির্ভীক প্রাণে অগ্রসর হ'তে প্রেরণা দাও। নারী শুধু আজ নারীরই ঘুম ভাঙ্গ্‌বে না, নরনারী প্রত্যেকের ঘুম সে ভাঙ্গ্‌বে।

শক্তিশালী জাতির প্রয়োজন

অভিনন্দন-পত্রের উত্তর-দান-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা আড়াই-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে এতক্ষণ বক্তৃতা শুনিবার পরে পুনরায় এত বড় সুদীর্ঘ বক্তৃতা মানুষ যেরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিল, তাহাতেই উপলব্ধ হইল যে, উলুবনে মুক্তা ছড়ান হইতেছে না। ইহার পূর্ব্বে দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া শ্রদ্ধেয় ভক্তদাদা ও পূজনীয়া সাধনা দেবীর বক্তৃতা চলিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জাতিকে বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ ও সহিষ্ণুতার আধার-রূপে পরিণত করা চাই। তবেই তোমাদের জাতি-হিসাবে জগতের বুকে বেঁচে থাকার সার্থকতা হবে। নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, পদবিদলিত জীবন যাপন ক'রেও জগতে বেঁচেই থাক্‌তে হবে, জীবনের উপরে এত মমত্ব, এত আসক্তি, এত আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। যে দুর্ব্বল, সে তার দুর্ব্বলতার চির-অবসান ঘটাবার জন্য মৃত্যুপণ কর্ব্বে এবং প্রয়োজন হলে সংগ্রাম কত্তে কত্তে জগৎ থেকে চিরবিলীন হ'য়ে যাবে! বলিষ্ঠ হবার এইটাই হচ্ছে পথ।

পবিত্রতার দান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর এই পথে অবিচল নিষ্ঠায় চলবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য চাই আবাল্য সাধনায় প্রত্যেকটী মানুষের আমরণ পবিত্রতায় মণ্ডিত থাক্‌বার চেষ্টা। পবিত্রতা মানুষকে সাহস দেয়, শৌর্য্য দেয়, অমলিন বিবেকের বল দেয়, নিষ্ঠা দেয়। পবিত্রতা মানুষকে আশা দেয়, বিশ্বাস দেয়, ধৈর্য্য দেয়, সহিষ্ণুতা দেয়। পবিতার এই অপরিসীম দান সুপরীক্ষিত। এগুলি কোনও অনুমানের কথা নয়। পবিত্রতার এই

অপরিসীম দানকে জাতির উপরে ব্যাপক ভাবে বর্ষণ করার আনুকূল্য সৃষ্টিই হচ্ছে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা। পবিত্রতা জীবনকে দেয় পরিপুষ্টি, দেয় পূর্ণতা।

চাই পূর্ণতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কুমার, কুমারী, বিবাহিত, সধবা, বিপত্নীক, বিধবা প্রভৃতি প্রত্যেকটী অবস্থার মধ্যে মানুষকে তার জীবনের পূর্ণতার পরিচয় দিতে হবে। মানুষ নিজেকে সব চেয়ে বেশী নিরাপদ যেখানে মনে করে, তার সব চেয়ে বড় বিপদটী হয়ত সেখানেই আছে। যে শষ্পশয্যাকে তুমি তোমার নিদাঘ-মধ্যাহ্নের সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ বিশ্রামের স্থল ব'লে গণনা কচ্ছ, তারই নীচে হয়ত' লুকিয়ে আছে তোমার জন্য প্রাণঘাতী কালসর্প। সমাজের গতানুগতিক অবস্থা দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছ ত? তা থেকো না। সমাজের প্রত্যেকটী মানুষ একটা সময়ে সমাজের কল্যাণঘাতিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ কত্তে পারে। মানব-চরিত্রে এরূপ বিকট বিক্ষোভ একেবারেই বিরল নয়। অতএব, সর্ব্ব-প্রযত্নে আজ জীবনের ভিত্তিমূলে পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সমাজের প্রত্যেকটা লোককে দিব্য-জীবনের অমৃত-মধুরতা দিয়ে পূর্ণ ক'রে নাও, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণিচক্রে প'ড়ে কেউ আর আত্মহারা হবে না, মরীচিকার মায়ানুসরণ ক'রে কেউ আর পথ ভ্রান্ত হবে না। শত কোটি পূর্ণ মানব ও পূর্ণ মানবীর আবাস-ভূমি হবে তোমার পরমপুণ্য জন্মভূমি ভারতবর্ষ। তোমার, আমার, সকলের জীবনে চাই পূর্ণতা, তবেই হবে তোমার, আমার, সকলের জন্মভূমি পূর্ণতার পুণ্য দেশ।

এস তোমরা সবল হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুর্ব্বলের দল নিজের চরণে নিজেই করে

কুঠারাঘাত, নিজের মৃত্যুকে নিজেই করে আমন্ত্রণ, নিজের চিতা-কাষ্ঠ নিজেই করে আহরণ, নিজের শ্মশান-চুল্লী নিজেই করে সুসজ্জিত। এস তোমরা সবল হও। এখন প্রয়োজন এক মহাশক্তিশালী, বলদুর্দ্ধর্ষ, চিরদিগ্বিজয়ী আত্মপ্রত্যয়ী জাতির। দুর্ব্বল, ভীরু, অলস ও কর্ম্মকুণ্ঠকে দিয়ে আজ কোনো প্রয়োজন নেই। সবলতা যার সাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সে আত্মত্রাণের সঙ্গে বিশ্বত্রাণ করে,—তার স্বার্থের সঙ্গে বিশ্ব-জনের স্বার্থের কোনো সংঘর্ষ নেই। সবলতা যার রাজসিক, সে নিজের উদ্ধারকেই একমাত্র লক্ষ্য করে, অপরের উন্নতি-অবনতি তার চিন্তার বাইরে। সবলতা যার তামসিক, তার আত্মোন্নতি অপরের অবনতির উপরে নির্ভরশীল, সে নিজের ভাল কত্তে গিয়ে অপরের অকুশল সম্পাদন করে। তোমার সবলতা বিশ্বের কুশলের কারণ হউক। তোমার বলম্বিতা বিশ্বের দুঃখ-বিদূরণের হেতু হউক। তোমার দুর্ব্বার বিক্রম বিশ্ববাসীর নিঃশ্রেয়স লাভের সহায়িকা হউক।

পুণ্যতম কাজ

২৩ শে মাঘ প্রাতঃকালে আকুবপুর রওনা হইবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীবাবা হুরুয়াতে সাতটী পুরুষ ও দশটী মহিলাকে অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনকে করবে পুণ্যময়। যে নিয়ত পুণ্য কাজ করে, তার জীবনই পুণ্যময় হয়। পরার্থে ত্যাগ, সেবা, দীনজনে দয়া, সহানুভূতি, সর্ব্বজনে ভ্রাতৃবোধ, মমতা, ক্ষুদ্র স্বার্থে অনাস্থা, অরুচি,— এসব জীবনকে পুণ্যময় করে। কিন্তু জীবনের সব চেয়ে বড় পুণ্য কাজ হচ্ছে মঙ্গলময় নামে নিয়ত লগ্ন থাকা। নামের যে অকৃত্রিম সেবক, তার

চিত্ত বিনা চেষ্টায় নির্ম্মল, নির্ম্মৎসর, নিষ্কলুষ হয়, তার রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি আপনা আপনি সর্ব্বজীবহিতমুখী হয়। এই জন্য নামের সেবাকেই জীবনে সর্ব্বকর্ম্মের উপর প্রাধান্য দেবে। অন্য সকল সংকাজকে এর অনুগত রাখ্‌বে। নামের অকপট সেবক সমগ্র বিশ্বের প্রতি তার অকৈতব প্রেমকে প্রসারিত করে,—এই জন্যই নামের সেবা পুণ্যতম কাজ। নামের নিরভিমান নিরহঙ্কার নিরলস সেবকের চিত্তবৃত্তিগুলি কামের পঙ্কিলতা, লালসার লেলিহমানতা এবং ইন্দ্রিয়-বাসনার পচা দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকে,—তাই নামের সেবা জগতের পুণ্যতম কাজ। নামের সেবক বিনা চেষ্টায় সত্যাশ্রয়ী হয়, নির্ভীক হয়,—তাই নামসেবার মত শ্রেষ্ঠ কাজ আর নাই।

অবনীকুমার দত্ত

অন্যান্য ভ্রাতাদের সহিত ভ্রাতা প্রেমসুন্দর ব্রহ্মচারীজীও শ্রীশ্রীবাবার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীকাইল আসিতে তাঁহার পায়ে চোট লাগিল। হুরুয়াতে অস্ত্রোপচার করিতে হইল। এজন্য একখানা পাল্কীতে করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই আকুবপুর পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা এবং পূজনীয়া সাধনা দেবী রওনা হইলেন। যাইবার কালে অনুভব করিলাম, অবনী বাবুর হৃদয় কত কোমল। তিনি শ্রীশ্রীবাবার শিষ্যও নহেন কিম্বা পূর্ব্বে কোনও পরিচয়ও ছিল না। নিতান্তই জিনদপুরে ওলাউঠার মড়ক লাগাতে এইখানে উঠিতে হইয়াছিল। কিন্তু কি যে এই কয়টা দিন অবনী বাবু করিয়াছেন, তাহা বলিবার নহে। দুইটা দিন কত অন্ন যে বিতরিত হইয়াছে, বলা কঠিন। যাইবার কালে অবনী বাবু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, যেন একটী পাঁচ বছরের নিরাশ্রয় শিশু।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

"শান্তির বারতা"

দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অখণ্ড দীক্ষা ও জগন্মঙ্গল	৮৩
অখণ্ড তত্ত্বের অনুশীলন-হ্রাসের কারণ	১১৯
অখণ্ডদের মধ্যে ভেদাভেদবুদ্ধি	৮
অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন	১৩৫
অখণ্ড-মহা-সম্মেলন	১৭
অগ্নিকাণ্ড	১২০
অদ্বিতীয় নাম	৫৮
অতীত ভুলিলে চলিবে না	৭০
অন্তরের চেতনাকে জাগাও	৯৫
অন্তরের শত্রুকে জয় কর	৮০
অপ্রীতি ও অনৈক্য বিদূরণ সম্ভব	১৩০
অবনীকুমার	১৪৬
অভ্যর্থনা-ভাষণ	৯
অহমিকা-বর্জ্জিত হইয়া নামের সেবা	৯৮
আকস্মিক পীড়া ...	১২৮
আমাকে ভক্তি-ব্যাকুল কর	১২৭
আমাদের বিপরীত আচরণ	১১৩
আমার সন্তান আমার কাছে আসিবে	১২৪
আমি কিন্তু আসিব	৮২
আর্য্য-ধর্ম্মের উদারতা	১১২
আর্য্য-সভ্যতার প্রাণ	১১২
আসিবে সেদিন আসিবে	১০১
ঈশ্বর-প্রেমের শক্তি	১৩১
উচ্চনীচের ভেদাভেদ অলীক	৪৭
উপাসনা ও আপনকরা	১৪০
উপাসনা ও দলাদলি	৯৮
উপাসনা ও সৌভ্রাত্র্য	১২৭
উপাসনা বনাম উৎসব	৬২
উপাসনার আকর্ষণ	৯৯
উপাসনার মোহিনী শক্তি	১৩৩
এস আমরা প্রকৃত ধার্ম্মিক হই	২৪
এস তোমরা সবল হও	১৪৪
ওঙ্কার ইতি-বাচক মন্ত্র	৩৮
ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ	৩৮
ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের সমষ্টি	৩৮
কল্পনা ও কাজ	৪৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
কলহের মূল	৭৮	জাহাপুর	৪৮
কর্ত্তব্য ও চরিত্র-বল	৫০	জীবন ক্ষণস্থায়ী	৩০
কর্ম্মব্রাহ্মণ হও	৭৩	জীবন গঠনে ব্রতী হও	৪৯
কাজিয়াতল	৩৬	জীবন গঠনে হেলা করিও না	৪৩
কেহই আমার শত্রু নয়	১৫	জীবনের কর্ত্তব্য ও নামের সেবা	৯২
খানেবাড়ী গোবিন্দপুর	৫৬	জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার	৩১
গুঞ্জর	২৩	জীবের প্রতি ভগবৎ প্রেমিকের আচরণ	১৩২
গুরুসেবা	৩২	জীবের স্বরূপ	২৫
চম্পক নগর	৬৬	জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমাহার	১১৯
চন্দনাইল	১৩০	তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য	১২৬
চাই পূর্ণতা	১৪৪	ত্যাগীরাই প্রকৃত সম্মানের পাত্র	৯৬
চৌদ্দই পৌষ	৭	ত্রিশ ও মালিসাইর	২৭
ছফুল্লাকান্দি	৯৯	দরিদ্রেরা ধন্য	৯১
ছাত্র-জীবন	৪৩	দলবৰ্দ্ধনে কৃত্রিম চেষ্টা অনাবশ্যক	৪৬
জগজ্জননীর পুনরাবির্ভাব	৫২	দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিও না	১৩৩
জগৎ-কল্যাণের সাধন	২৪	দলাদলি	১১৫
জগতের আদি সাধন	১১৮	দায়িত্ব ভুলিও না	৫০
জগন্নাথ ক্ষেত্রের দৃশ্য	৮	দ্বারকানাথ সাহা ও যোগেশ চন্দ্র অখণ্ড	৬৭
জগন্নাথের রথ	৭৪	দিঘলদী	৯৫
জননীর গৌরব	৫৩	দীক্ষা কেন সৌভাগ্য সূচক	৪৫
জল্পী	১০৭		
জাগো এবং জাগাও	৯৭		
জাতির আত্মহত্যা	৭৬		

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
দীক্ষার পরেও সাধন চাই	৪৫	নামই জ্ঞানের খনি	১১০
দীক্ষার পরে সাধনা প্রয়োজন	২২	নামই বিশ্রামের আগার	৭৮
দীক্ষার মানে....	২৩	নামই ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ	১২০
দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পার্থক্য	৩৫	নাম ও প্রেম	৯০
দুইরা ও গুঞ্জর	২০	নাম চৈতন্যস্বরূপ	৩৫
দুষ্কার্য্যে শান্তি আসে না	১০৬	নামকে নিত্যসাথী কর	৮৬
দৌলতপুর	৮৩	নাম নিত্যশুভময়	১৩৮
ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি	৮৪	নাম ভেদবুদ্ধির বিদূরক	৯৪
ধর্ম্ম ও ঐহিক কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য	৮৭	নামেই একান্ত আশ্রয় লও	৬২
ধর্ম্মসঙ্ঘ ও গুরুদ্রোহ	১৭	নামে নির্ভর	৬৬
ধর্ম্মসঙ্ঘ ও গুরুনিষ্ঠা	২৫	নামে নিষ্ঠাযুক্ত হও	৯৩
ধর্ম্মসম্মেলনে নেতৃত্বের কাহারা যোগ্য	১৮	নামের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখ	৮১
ধর্ম্মাধর্ম্ম চিনিবার উপায়	১০৪	নারী ও পুরুষের সম্পর্ক	৫৭
ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শনের সাহস	১০৫	নারী ও পুরুষের সামঞ্জস্য	১১৬
ধর্ম্মের প্রাণ সংযম	৬৩	নারীকে অবিশ্বাসের কারণ	১২৫
ধর্ম্মের নামে অসংযম	৬৩	নারীর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি	১১৭
নবজীবনের আবির্ভাব	৩৬	নারীর মঙ্গলে নরনারী উভয়ের মঙ্গল	৮৮
নবদ্বীপ চন্দ্র দেব	১৯	নারীর মঙ্গলে নারীর করণীয়	৮৮
নবযুগের দাবী	৬০	নারীর জীবন-গঠন	১০২
নবীপুর	৩০	নারীর দুশ্চর তপস্যা	২৮
নসিরা বাদ	১১৪	নারীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন	১০৯
		নারীর দেবীত্ব	১২৬

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নারীর মন হইতে আত্মাবজ্ঞা বিদূরণ	৭৪
নারীর মহত্তম সেবা	৮৫
নারীর শক্তি	৪১
নারী সকলের ঘুম ভাঙ্গিবে	১৪২
নারীর সতীত্ব ও ভারতবর্ষ	৫
নিখাদ প্রেম	১৩২
নিখিল জগৎ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হউক	৫০
নিলখি ও চম্পকনগর	৫৯
নিলখির মহিলা-সভা-চতুষ্টয়	৬১
নিলখির সমবেত উপাসনা	৬১
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং	১৯
পদরেণুর বাণী	৫৬
পবিত্রতার দান	১৪৩
পবিত্র হও	১১৩
পরম-মহেশ্বর	১০৭
পল্লীর বাসুকী	১৪১
পিতৃমাতৃ প্রণাম	৮৩
পিপাসার পরিতৃপ্তি	৭২
পুণ্যতম কাজ	১৪৫
পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য	২০
পূর্ব্বহাটি	৯০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পৃথিবী কিসে সুন্দর হইবে	১০৩
প্রকৃত ধার্ম্মিক হও	১০৪
প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ	১৩১
প্রকৃত যৌবন রিপুর দাস নহে	৯৪
প্রণবে সর্ব্ববর্ণের অধিকার	১১১
প্রাণের বিনিময়েও নামের সেবা	৩৭
প্রিয়তম কার্য্য	১১০
প্রেমই জীবনের পরম প্রার্থনীয়	৯০
প্রেমই সত্য	৫১
প্রেমই স্বরূপ	২৩
বড়ইয়াকুড়ি	৩৯
বড়ইয়াকুড়ির বিশেষত্ব	৪৭
বক্তৃতা বনাম গান	১৩৮
বালকের ব্যাকুলতা	৯৯
বাঁশকাইট	৪২
বিজয়নগর	৭১
ভগবদ্দত্ত সুযোগ	৭৬
ভগবানই সত্য ও পূর্ণতার মূল উৎস	২১
ভগবানকে অসীম বলিয়া জান	৮০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভগবানকে সঙ্কীর্ণ ভাবে দেখার কুফল	৭৯
ভারতবর্ষের আদর্শ	১২২
ভারতের জাতীয় প্রতিভা	১২১
ভারতের ধর্ম্ম	১২২
ভালবাসাকে শুদ্ধ কর	১৩৮
ভিটিকান্দী গোবিন্দপুর	৫৪
মনুষ্য-জীবনের চরম সফলতা	১২৩
মন্ত্রবদল	৮৪
মহামন্ত্রের ধ্যান	১০০
মাঝিয়ারা	১২৫
মাথাভাঙ্গা	৬৯
মানব-মাত্রেই পরস্পর ভ্রাতা-ভগ্নী	১০৫
মিলন-বাড়ীর উপাসনা	১২৪
মেলামচর	৪৬
মোচাগড়া আশ্রম	৫
যোগেশ চন্দ্র সেন	৭০
যোগ্য প্রত্যুত্তর	৬৫
রঘুনাথপুর	৫৯
রমেশ চন্দ্র রায়	৩৪
রহিমপুর	৩৪
রাধা দেবী	৩১

বষয়	পত্রাঙ্ক
রাধানগর	৮১
রামকৃষ্ণপুর	৮৬
রূপশদী	৯৬
রেবতী কুমার পাল	৭১
লুকুচুরি	৯১
শক্তিশালী জাতির প্রয়োজন	১৪৩
শত্রু তোমার অন্তরে	৫৯
শান্তির পথ	১০৬
শাশ্বত ভারত	১২৩
শ্যামগ্রাম	১২১
শ্যামগ্রামের অসাধারণত্ব	১২১
শ্রীকাইল	১৩৬
শ্রীঘর	১০৮
শ্রীমতী রাধা দেবী	৩১
সকলকে ব্রাহ্মণ কর	৭৩
সকলকে লইয়া ঈশ্বর দর্শন	২৮
সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান কর	১৪০
সকলের কাজ	১৩৪
সঙ্ঘবদ্ধতা-সৃজনে নিঃস্বার্থতার আবশ্যকতা	২৬
সবাই একই ভগবানের সন্তান	১৩০
সমবেত উপাসনার প্রকৃত তত্ত্ব	২৯

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সমবেত উপাসনার মহিমা	৯৩
সমবেত উপাসনায় ধ্যানাবেশ	১১৪
সমাজের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ	৬৪
সম্বন্ধের সত্যতা	৫৫
সম্মেলনের উদ্দেশ্য	১৮
সম্মেলনের সুফল	১৭
সর্ব্বভূতের স্বরূপ	১৩৪
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন	৭৭
সংসারে শান্তি লাভের পথ	৮৯
সাকল্য দান ও সামষ্টিক দান	১৩৫
সাধন কর	১১৯
সাধনাই শান্তির মূল	১১৮
সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম	৬৮
সাহাপুর	১২৮
সীমার জগতে অসীমের প্রতিনিধি	১০৮
সুরেশ্বরদী	৫৮
সেবকত্বই মানব-জীবনের মহত্ত্ব	১৩৬
সেবকের স্বরূপ	১৩৬
সেবা ও ভালবাসা	১৩৭
সেবা ও লোকমত	১৩৭
স্বপ্নদর্শী হও	৪৩
স্বপ্নের শক্তি	৪৪
হে ভারত আত্মস্থ হও	৪০
হোম্‌না	৭৫
হোম্‌নার মহিলা-সভা	৭৫
হুরুয়া-শিবনগর	১৩৯